২৫শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৬:১-১৩

নবী ইসাইয়াকে আহ্বান

যে বছর উজ্জিয়া রাজার মৃত্যু হয়, সেই বছরে আমি দেখতে পেলাম, উচ্চ ও উন্নত এক সিংহাসনে প্রভু সমাসীন। মন্দির তাঁর বসনের প্রান্তভাগে পরিপূর্ণ। তাঁর ঊর্ধ্বে রয়েছে এক দল সেরাফ, তাঁদের প্রত্যেকের ছ'টা করে ডানা; দু'টো ডানা দিয়ে তাঁরা নিজ মুখ ঢেকে রাখছেন, দু'টো ডানা দিয়ে পা ঢেকে রাখছেন, দু'টো ডানা দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে একে অপরকে বলছিলেন,

'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সেনাবাহিনীর প্রভু।
সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ।'

তাঁদের উচ্চকণ্ঠের স্বরধ্বনিতে প্রবেশদ্বারের কবাট কাঁপছিল, একইসময়ে গৃহ ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আমি তখন বলে উঠলাম,

'হায়, এবার আমার বিনাশ উপস্থিত!
আমি যে অশুচি ওষ্ঠ-মানুষ,
আমি যে অশুচি ওষ্ঠ-জাতির মাঝে বাস করছি;
অথচ আমার চোখ রাজাকে, সেনাবাহিনীর সেই প্রভুকে দেখল।'

তখন সেরাফদের একজন আমার কাছে উড়ে এলেন, তাঁর হাতে এক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার, তা তিনি চিমটে দিয়ে বেদির উপর থেকে নিয়েছিলেন। তা দিয়ে তিনি আমার মুখ স্পর্শ করে বললেন,

'দেখ, এ তোমার ওষ্ঠ স্পর্শ করেছে,
তোমার শঠতা ঘুচে গেল,
তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল।'

পরে আমি প্রভুর কণ্ঠ শুনতে পেলাম, তিনি বলছিলেন, 'কাকে আমি প্রেরণ করব? আমাদের হয়ে কেইবা যাবে?' আমি উত্তর দিয়ে বললাম, 'এই যে আমি, আমাকে প্রেরণ কর।' তিনি বললেন,

'তবে যাও, এই জনগণকে বল:
তোমরা শুনতে থাক, কিন্তু কখনও বুঝো না!
তোমরা দেখতে থাক, কিন্তু কখনও উদ্বুদ্ধ হয়ো না!
তুমি এই জনগণের হৃদয় স্থূল কর,
এদের কান খাটো কর, এদের চোখ বন্ধ করে দাও,
পাছে এরা চোখে দেখতে পায়, কানে শুনতে পায়, হৃদয়ে বোঝে,
এবং পথ ফিরিয়ে নিরাময় হয়।'

আমি বললাম, 'প্রভু, কতদিন ধরে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'যতদিন না শহরগুলো বিধ্বস্ত ও নিবাস-বিহীন হয়, বাড়ি-ঘর জনশূন্য হয়, ভূমি ধ্বংসস্থান হয়ে একেবারে উৎসন্ন হয়, সেনাবাহিনীর প্রভু লোকদের দূর করেন, দেশ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়, ততদিন ধরে। তার দশ ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকলে তাও দাহনে আবার গ্রাস করা হবে, সেই ওক্ ও তার্পিন গাছের মত, যার পতন হলে তার শুধু গুঁড়ি থাকে; হ্যাঁ, এই জাতির মূলকাণ্ড হবে পবিত্র এক বংশ।'

শ্লোক প্রত্যা ৪:৮; ইসা ৬:৩ দ্রঃ

℣ পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু পরমেশ্বর সেই সর্বশক্তিমান, যিনি ছিলেন, যিনি আছেন,

যিনি আসছেন!
℟ সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ।
℣ সেই সেরাফ দল উচ্চকণ্ঠে একে অপরকে বলছিলেন, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র
সেনাবাহিনীর প্রভু।
℟ সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন খ্রীসোস্তম-লিখিত 'সেরাফদল বিষয়ক উপদেশ' উপদেশ ৬:৩

স্বর্গীয় বেদি মণ্ডলীর বেদির প্রতীক

তাঁরা উচ্চকণ্ঠে একে অপরকে বলছিলেন: পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র। তোমরা কি এ কণ্ঠ চিনতে পার? এ কি আমাদের, না সেরাফদের কণ্ঠ?

এ আমাদের কণ্ঠ, আবার সেরাফদেরও কণ্ঠ, আর তেমনটি ঘটেছে সেই খ্রীষ্টের গুণেই, যিনি বিচ্ছেদের সেই প্রাচীর ধ্বংস করলেন, ও সেই দুইকে নিয়ে এক করায় স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে পুনর্মিলিত করলেন।

আগে এ সঙ্গীত কেবল স্বর্গেই গান করা হত; কিন্তু যখন প্রভু প্রসন্ন হয়ে পৃথিবীতে নেমে এলেন, তখন সেই সঙ্গীত আমাদেরও মঞ্জুর করলেন। এজন্য এ মহাযাজক আত্মিক উপাসনা উদ্‌যাপন করতে ও রক্তপাতহীন বলি উৎসর্গ করতে পুণ্যবেদির ধারে এসে উপস্থিত হয়ে কেবল এ হর্ষধ্বনি শুনতে আমাদের আহ্বান করেন না, কিন্তু খেরুব ও সেরাফদের কথা উল্লেখ করার পর তিনি আমাদের সকলকেই এ মহা হর্ষধ্বনি তুলতে আহ্বান করেন; আর যাঁরা আমাদের গানে যোগ দিচ্ছেন, সেই মহাদূতদের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি আমাদের মন পৃথিবী থেকে উন্নীত করে একথা বলেই আমাদের আহ্বান করেন: 'সেরাফদের সঙ্গে গান কর, সেরাফদের সঙ্গে থাক, তাঁদের সঙ্গে ডানা মেলে রাজসিংহাসনের চারপাশে উড়ে বেড়াও।'

তুমি সেরাফদের সঙ্গে থাকতে থাকতে ঈশ্বর যে তোমাকে অবাধে তা-ই ব্যবহার করতে দেন যা সেই সেরাফ স্পর্শ করতেও সাহস করেন না, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, কেননা লেখা আছে, *সেরাফদের একজন আমার কাছে উড়ে এলেন, তাঁর হাতে এক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার, তা তিনি চিমটে দিয়ে বেদির উপর থেকে নিয়েছিলেন:* সেই যজ্ঞবেদি এ যজ্ঞবেদিরই প্রতীক ও দৃষ্টান্ত; সেই আগুন আত্মিক এ আগুনেরই প্রতীক ও দৃষ্টান্ত। সেই সেরাফ কিন্তু আগুনটা হাতে স্পর্শ করতে সাহস করেননি, চিমটে দিয়েই তা নিলেন: তুমি কিন্তু হাতেই তা গ্রহণ কর। কোন সন্দেহ নেই, তুমি যদি উপস্থাপিত বিষয়ের মর্যাদা লক্ষ কর, তাহলে সেরাফদের স্পর্শের চেয়েও এ বিষয়গুলি অধিক মহত্তর; কিন্তু তুমি যদি প্রভুর প্রসন্নতা লক্ষ কর, তাহলে তুমি এ উপলব্ধি করবে যে, তিনি যা আমাদের স্পর্শ করতে দিলেন, ঠিক সেই বিষয় গুণেই তিনি আমাদের নিজেদের অযোগ্যতা পর্যন্ত নত হতে লজ্জাবোধ করেন না। তাই, হে মানুষ, এ বিষয় ধ্যান-ধারণা কর, ও নিজের অন্তরে এ দানগুলির মাহাত্ম্য বিচার-বিবেচনা করে একবার উঠে দাঁড়াও, ও পৃথিবী থেকে নিজেকে উচ্ছিন্ন করে স্বর্গেই গিয়ে ওঠ।

দেহ কি আমাদের নিচে থাকতে বাধ্য করে? দেখ, সঙ্গে সঙ্গে উপবাস উপস্থিত: উপবাসই তো আত্মার পাখা লঘুভার করে ও দেহের বোঝা হালকা করে—যদিও আমাদের দেহ এমন, যা সীসার চেয়েও ভারী!

কিন্তু এসো, উপবাসের কথা এখনকার মত ফেলে রাখি, যাতে সঙ্গে সঙ্গে সেই রহস্যগুলির কথা উত্থাপন করতে পারি যা লক্ষ ক'রে উপবাসও আদিষ্ট; কেননা যেমন ক্রীড়ার বেলায় লড়াইয়ের উদ্দেশ্য হল জয়মালা, তেমনি উপবাসের লক্ষ্য হল শুদ্ধ হৃদয়ে গ্রহণ করা খ্রীষ্টপ্রসাদ। অতএব, এ দিনগুলিতে যুক্তিহীন ভাবে ও বৃথাই দুঃখ করে আমরা যদি এবিষয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হই, তবে উপবাস-লড়াই থেকে বিনা মালায় ও বিনা পুরস্কারেই চলে যাব। এজন্য আমাদের পিতৃপুরুষেরা উপবাসের মাত্রা প্রসারিত করলেন ও তপস্যার জন্য বিশেষ কাল স্থির করলেন, যাতে সমস্ত কালিমা থেকে শুচীকৃত ও ধৌত হয়ে আমরা খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করতে পারি।

শ্লোক ইসা ৬:২,৩; ১ যোহন ৫:৭ (লাতিন মূলপাঠ)

℣ সেই সেরাফ দল উচ্চকণ্ঠে একে অপরকে বলছিলেন: পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সেনাবাহিনীর প্রভু।
℟ সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ।

℣ যাঁরা স্বর্গে সাক্ষ্যদান করেন, তাঁরা তিনজন : পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা : আর এ তিনজন এক।
℟ সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - তোবিত ১:১–২:১ক

ধর্মপ্রাণ তোবিত

নেফ্‌তালি গোষ্ঠীর আসিয়েল-বংশধর তোবিতের জীবনচরিত-পুস্তক: তোবিত তোবিয়েলের সন্তান, তোবিয়েল আনানিয়েলের সন্তান, আনানিয়েল আদুয়েলের সন্তান, আদুয়েল গাবায়েলের সন্তান। আসিরিয়া-রাজ শাল্‌মানেসেরের আমলে তোবিতকে থিস্‌বে থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল; এই থিস্‌বে রয়েছে উত্তর গালিলেয়া প্রদেশে নেফ্‌তালি-কাদেশের দক্ষিণে, পশ্চিম দিকে, সেফাতের উত্তরে। আমি, তোবিত, আমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে সত্য ও ধর্মময়তার পথে চলেছি। আসিরিয়া অঞ্চলে অবস্থিত নিনিভেতে আমার সঙ্গে নির্বাসিত ভাইদের ও স্বজাতীয়দের আমি বহু অর্থদানে উপকৃত করেছি।

আমার পিতৃপুরুষ নেফ্‌তালির গোষ্ঠী যখন দাউদকুলকে ছেড়ে যেরুসালেম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখনও আমি ইস্রায়েল দেশে আমার গ্রামে ছিলাম, তখনও আমি যুবা। অথচ ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র যেরুসালেমই ছিল যজ্ঞবলি উৎসর্গের জন্য মনোনীত নগরী; এমনকি তার মধ্যে ঈশ্বরের আবাস সেই মন্দির নির্মিত হয়েছিল, যা ভাবী যুগের সকল মানুষের জন্য পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়াম দান শহরে যে বাছুর তৈরি করেছিলেন, আমার সকল ভাই ও আমার পিতৃপুরুষ নেফ্‌তালির গোষ্ঠীর সকলেই গালিলেয়ার পর্বতে পর্বতে সেই বাছুরের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করত। নানা পর্ব উপলক্ষে কেবল আমিই প্রায় যেরুসালেমে যেতাম; এভাবে আমি সেই বিধানের প্রতি বাধ্যতা দেখাতাম, যা চিরকালের মত সমগ্র ইস্রায়েলের জন্য আদিষ্ট। আমি তখন ফল ও পশুদের প্রথমাংশ, গবাদি পশুদের দশমাংশ ও আমার মেষগুলোর ছাঁটা প্রথম লোম সঙ্গে নিয়ে যেরুসালেমে দৌড়ে আরোন-সন্তান যাজকদের হাতে যজ্ঞবেদির উদ্দেশে সবই তুলে দিতাম। যেরুসালেমে সেবায় নিযুক্ত লেবীয়দের কাছেও আমি গম, আঙুররস, তেল, ডালিম, ডুমুর ও অন্যান্য ফলের প্রথমাংশ দিয়ে দিতাম। পর পর ছ'বছর ধরে আমি দ্বিতীয় দশমাংশটিকে টাকায় পরিণত করে প্রতি বছর যেরুসালেমে গিয়ে সেইখানে তা রাখতাম। যে সকল এতিম, বিধবা ও প্রবাসী মানুষ ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে বাস করে, তৃতীয় দশমাংশটি তাদেরই জন্য ছিল। তিন বছর অন্তর আমি তা উপহার রূপে সেখানে নিয়ে যেতাম, এবং মোশীর বিধানের বিধি অনুসারে ও আমাদের পিতৃপুরুষ আনানিয়েলের মাতা দেবোরার নির্দেশবাণী অনুসারে তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়াও করতাম; কেননা আমার পিতার মৃত্যুতে আমি এতিম হয়ে পড়েছিলাম। আমার বয়স হলে আমি আন্না নামে আমার কুলের একজন মহিলাকে বিবাহ করলাম; সে আমার ঘরে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিল, যার নাম তোবিয়াস রাখলাম।

আসিরিয়াতে নির্বাসনকাল এসে উপস্থিত হলে আমাকে দেশছাড়া করা হল, এবং শেষে আমি নিনিভেতে এসে পৌঁছলাম। আমার সকল ভাই ও আমার স্বজাতীয় লোক সকলেই বিজাতীয়দের খাবার খেত; কিন্তু আমার পক্ষ থেকে, বিজাতীয়দের তেমন খাবার না খেতে আমি খুবই সতর্ক ছিলাম; আর যেহেতু আমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি আমার বিশ্বস্ততা রক্ষা করলাম, সেজন্য পরাৎপর আমাকে শাল্‌মানেসেরের অনুগ্রহের পাত্র করলেন, ফলে আমি তাঁর সমস্ত বন্দোবস্তের দায়িত্বে নিযুক্ত হলাম। আমি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত মেদিয়া প্রদেশে যাত্রা করে তঁার হয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করতাম; সেসময়েই আমি মেদিয়ায় অবস্থিত রাজেশে গাব্রিয়াসের ভাই গাবায়েলের কাছে গিয়ে বস্তায় করে দশ রুপোর মোহর গচ্ছিত রাখলাম।

শাল্‌মানেসেরের মৃত্যুতে তাঁর সন্তান সেন্নাখেরিব তাঁর পদে রাজা হলেন; তখন মেদিয়ার সমস্ত রাস্তা অগম্য হওয়ায় আমি সেখানে আর ফিরে যেতে পারলাম না। শাল্‌মানেসেরের সময়ে আমি অর্থদানে আমার স্বজাতীয় লোকদের বহুবার উপকৃত করতাম; ক্ষুধিতদের দিতাম খাবার, বস্ত্রহীনদের কাপড়, এবং আমার স্বজাতীয় কোন মৃত মানুষকে নিনিভের নগরপ্রাচীরের পিছনে ফেলানো অবস্থায় দেখলে তাকে সমাধি দিতাম। সেন্নাখেরিবের ঈশ্বরনিন্দার জন্য স্বর্গের রাজা তাঁকে শাস্তি দিলে তিনি যুদেয়া থেকে পালাতে বাধ্য হয়ে যখন ফিরে এলেন,

তখন ফিরে এসে যাদের হত্যা করলেন, আমি তাদেরও সমাধি দিলাম—তাঁর ক্রোধে তিনি বহু বহু মানুষকেই হত্যা করেছিলেন। তাই আমি সমাধি দেবার জন্য তাদের মৃতদেহ চুরি করতাম, আর সেন্নাখেরিব বৃথাই তাদের খোঁজ করতেন। কিন্তু নিনিভে-নিবাসী একজন লোক গিয়ে রাজাকে জানালেন, আমিই গোপনে সেই মৃতদেহগুলোর সমাধি দিয়েছিলাম। যখন আমি জানতে পারলাম, রাজা ব্যাপারটা জানতে পেরে প্রাণদন্ড দেবার জন্য আমার খোঁজ করছেন, তখন ভয়ে অভিভূত হয়ে পালিয়ে গেলাম। আমার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল, সবই রাজার ধনভান্ডারে চলে গেল। আমার কিছুই আর থাকল না; কেবল আমার স্ত্রী আন্না ও আমার ছেলে তোবিয়াস থাকল। তবু চল্লিশ দিন কাটতে না কাটতেই রাজার সন্তানদের দু'জনে রাজাকে হত্যা করল; তারপর তারা আরারাট দেশে আশ্রয় নিল। তাঁর সন্তান এসার্‌হাদ্দোন তাঁর পদে রাজা হলেন। আমার ভাই আনায়েলের ছেলে আহিকারকে রাজ্যের কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হল, তাকে সমস্ত বন্দোবস্তের দায়িত্বও দেওয়া হল। তখন আহিকার আমার হয়ে প্রার্থনা করল, তাই আমি নিনিভেতে ফিরে আসতে পারলাম। আসিরিয়া-রাজ সেন্নাখেরিবের সময়ে আহিকার ছিল প্রধান পাত্রবাহক, ন্যায়-মন্ত্রী, সমস্ত বন্দোবস্তের প্রধান পরিচালক ও কোষাধ্যক্ষ; এসার্‌হাদ্দোন তাকে এই সমস্ত পদে রেখেছিলেন। সে ছিল আমার জ্ঞাতি, ছিল আমার আপন ভাইপো।

সুতরাং, এসার্‌হাদ্দোনের রাজত্বকালে আমি আবার আমার বাড়িতে ফিরে গেলাম, এবং আমার স্ত্রী আন্না ও ছেলে তোবিয়াসের সাহচর্যও আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল।

শ্লোক তোবিত ১:১৯,২০; ২:৯; ১:১৫ (লাতিন মূলপাঠ)

প্র তোবিত সাধ্যমত সকলকে নিজের সম্পদের অংশী করতেন, ও ক্ষুধিতদের খাদ্য দান করতেন;
উ রাজার চেয়ে ঈশ্বরকেই ভয় করে তিনি মৃত ও নিহতদের সমাধি দিতেন।
প্র তিনি কারারুদ্ধদের কাছে গিয়ে দেখা দিতেন, ও তাদের কাছে কল্যাণকর উপদেশ দিতেন;
উ রাজার চেয়ে ঈশ্বরকেই ভয় করে তিনি মৃত ও নিহতদের সমাধি দিতেন।

দ্বিতীয় পাঠ - তুরিনের ধর্মপাল সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি **উপদেশ ৭৩:১-৪**

সবই ঈশ্বরের গৌরবের জন্য!

উত্তম খ্রীষ্টভক্তের পক্ষে নিজ পিতা ও প্রভুকে নিত্য ধন্যবাদ জানানো ও সবকিছু তাঁর গৌরবার্থে সাধন করা সমীচীন, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা আহার কর, পান কর বা যাই কর, সবই কর ঈশ্বরের গৌরবের জন্য।* প্রেরিতদূতের মন অনুসারে খ্রীষ্টভক্তদের পবিত্র ভোজ এমন হওয়া উচিত, যাতে বাহ্যিক খাদ্যের চেয়ে খ্রীষ্টবিশ্বাসকেই বেশি আহার করা হয়, ও বহুপদ ও প্রাচুর্যপূর্ণ খাদ্যের চেয়ে প্রভুনামের পুনরোক্ত আহ্বানেই ভক্তজন অধিক পরিতৃপ্ত হয়, যেন খাদ্যের চেয়ে ভক্তিই ক্ষুধিতকে উত্তমরূপে পরিপুষ্ট করতে পারে। *সবই ঈশ্বরের গৌরবের জন্য!* খ্রীষ্ট হয় অংশী, না হয় সাক্ষী রূপে আমাদের সমস্ত কাজকর্মে অংশ নিতে চান; তাঁর উদ্দেশ্য, আমরা যেন আমাদের সৎকর্ম তাঁরই দ্বারা সাধন করতে পারি ও তাঁর সঙ্গে আমাদের সংযোগ গুণেই যেন অপকর্ম থেকে দূরে চলে যাই। যে সচেতন আছে, খ্রীষ্ট তাঁর সঙ্গী, সে অপকর্ম করতে লজ্জা করে; এজন্য প্রভু মঙ্গল সাধন করতে সহায়তা দান করেন ও অমঙ্গল সাধন করা থেকে আমাদের বিরত রাখেন।

তাই সকালে উঠে বাহ্যিক সমস্ত কাজের আগে গভীর ভক্তির সঙ্গে ত্রাণকর্তাকে ধন্যবাদ জানানো আমাদের কর্তব্য, কারণ আমরা শয্যায় শুয়ে নিদ্রাবস্থায় থাকাকালে তিনি আমাদের রক্ষা করলেন। উঠতে উঠতে আমরা খ্রীষ্টকে ধন্যবাদ জানাব, ও দিনের যত কাজ ত্রাণকর্তার চিহ্নে সম্পাদন করব। বস্তুত তুমি যখন বিধর্মী ছিলে, তখন খুবই তৎপর হয়ে নানা চিহ্ন ও লক্ষণের অনুসন্ধান করতে ও অধিক মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা করে দেখতে, কোন্ প্রকার কাজের জন্য সেগুলো শুভ। আমি কিন্তু চাই না, তুমি চিহ্নগুলির সংখ্যা দ্বারা প্রবঞ্চিত হবে। জেনে রেখ, সবকিছুর সমৃদ্ধি খ্রীষ্টের একটিমাত্র চিহ্নের উপর নির্ভর করে। সেই চিহ্নে যে বীজ বুনতে শুরু করবে, সে অনন্ত জীবনের ফল পাবে: সেই চিহ্নে যে যাত্রাপথে রওনা হয়, সে স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। অতএব, আমাদের সমস্ত কাজ সেই চিহ্নের দিকে ধাবিত হবে, আমাদের জীবনের সমস্ত গতিও সেই চিহ্ন লক্ষ করবে, কেননা প্রেরিতদূত বলেন, *তাঁরই মধ্যে আমরা জীবন, গতি ও অস্তিত্বমণ্ডিত।*

দিন শেষে সন্ধ্যাবেলায়ও সামসঙ্গীত গানে প্রভুর প্রশংসা করা ও নিপুণ কণ্ঠে তাঁর গৌরবের বন্দনা করা অধিক বাঞ্ছনীয়, যাতে কাজকর্মের সংগ্রাম সমাপ্ত করে আমরা বিজয়ী বীর রূপে আমাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত বিশ্রাম ও মজুরি গ্রহণ করি। ভাইবোনেরা, এ ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধি আমাদের উদ্বুদ্ধ করে বটে, তবু প্রকৃতির দৃষ্টান্তও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট উপকারিতা দান করে। আমরা কি এমনটি দেখি না যে, উষা নতুন দিন উদ্ভাসিত করতে না করতেই পাখি-শিশুরাও নিজ নিজ নীড়-কক্ষে বসে মিষ্ট কলরবে গান করতে শুরু করে ও নীড় ছাড়বার আগেই তৎপরতার সঙ্গে তাই করে, ঠিক যেন গানের মাধুর্যে সেই স্রষ্টাকে আলিঙ্গন করতে উৎসুক, যাঁর প্রশংসা কথায় প্রকাশ করতে অক্ষম? ঈশ্বরকে স্বীকার করতে না পারায় সেগুলি প্রত্যেকেই গান দ্বারা তাঁকে এমন ভাবে সম্মান আরোপ করে, যার ফলে মনে হচ্ছে যে, যে পাখি অধিক মিষ্ট গান গাইতে পারে, সে-ই অধিক ভক্তির সঙ্গে প্রভুকে কৃতজ্ঞতা জানায়। আর দিনের শেষেও পাখিরা কি তা পুনরায় করে না?

শ্লোক কল ৩:১৭; ১ করি ১০:৩১

℟ কথায় বা কাজে তোমরা যা কিছু কর,
℣ সবই যেন প্রভু যীশুর নামেই হয়—তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি স্বরূপ।
℟ তোমরা সবই কর ঈশ্বরের গৌরবের জন্য:
℣ সবই যেন প্রভু যীশুর নামেই হয়—তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি স্বরূপ।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৩:১-১৫

যেরুসালেমের প্রতি ভর্ৎসনা-বাণী

দেখ, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু যেরুসালেম ও যুদা থেকে
যত রকম সম্বল হরণ করতে যাচ্ছেন;
হরণ করতে যাচ্ছেন সমস্ত অন্নভাণ্ডার, সমস্ত জলভাণ্ডার,
বীর ও যোদ্ধা,
বিচারকর্তা ও নবী, গণক ও প্রবীণ,
পঞ্চাশপতি ও সম্ভ্রান্ত মানুষ,
মন্ত্রী, বিজ্ঞ জাদুকর, নিপুণ মন্ত্রজালিক—সকলকেই হরণ করতে যাচ্ছেন তিনি।
আমি তাদের নেতারূপে বালকদের নিযুক্ত করব,
রাস্তার ছেলেরাই তাদের উপর কর্তৃত্ব চালাবে।
লোকে একে অপরের হাতে,
প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবেশীর হাতে হবে দুর্ব্যবহারের বস্তু:
তরুণ বৃদ্ধের প্রতি ঔদ্ধত্য দেখাবে,
নিচু শ্রেণীর মানুষ উচ্চ বংশের মানুষকে অসম্মান করবে।
হ্যাঁ, পিতৃগৃহে মানুষ এই বলে তার আপন ভাইকে ধরবে,
'তোমার আলোয়ান আছে, আমাদের নেতা হও,
এই ধ্বংসস্তূপের ভার তুমিই হাতে নাও।'
কিন্তু সেদিন সেই লোক প্রত্যুত্তরে বলে উঠবে,
'আমি তো চিকিৎসক নই;
আমার ঘরে নেই রুটি, নেই বস্ত্র;
আমাকে জননেতা করো না।'
বস্তুত যেরুসালেম এবার বিধ্বস্ত, যুদা পতিত,

কারণ তাদের জিহ্বা ও কর্ম, সবই প্রভুর প্রতিকূল,
তাঁর গৌরবময় দৃষ্টির প্রতি অপমান!
তাদের ব্যক্তি-পক্ষপাত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে,
সদোমের মত তারা নিজেদের পাপ প্রচার করে বেড়াচ্ছে,
তা গোপন রাখে না। ধিক্ তাদের!
নিজেরাই নিজেদের অমঙ্গল ঘটাতে যাচ্ছে।
বল: ধার্মিক মানুষ সুখী! তার মঙ্গল হবে,
সে তার নিজের কর্মফল ভোগ করবে।
ধিক্ দুর্জনকে! তার অমঙ্গল ঘটবে,
সে নিজের হাতের অপকর্ম অনুযায়ী মজুরি পাবে।
আমার জনগণ! একটি বাচ্চাই তাদের পীড়ন করছে,
মেয়েরাই তাদের উপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে!
হে আমার আপন জাতি, তোমার পথদিশারীরাই তোমাকে পথভ্রষ্ট করছে,
তোমার চলার পথ তারাই নষ্ট করছে।
প্রভু অভিযোগ তোলার জন্য উঠেছেন,
জনগণের বিচার করতে দাঁড়িয়েছেন।
প্রভু আপন জনগণের প্রবীণদের ও নেতাদের বিচার করতে যাচ্ছেন:
'তোমরাই আঙুরখেত গ্রাস করে ফেলেছ,
দীনহীনের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া জিনিস তোমাদেরই ঘরে রয়েছে।
কোন্ অধিকারেই বা তোমরা আমার জনগণকে চূর্ণবিচূর্ণ করছ?
কোন্ অধিকারেই বা দীনহীনের মুখ গুঁড়ো করে দিচ্ছ?'
সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি!

শ্লোক ইসা ৩:১০,১১,১৩

প্র ধার্মিক মানুষ সুখী! তার মঙ্গল হবে, সে তার নিজের কর্মফল ভোগ করবে।
উ ধিক্ দুর্জনকে! সে নিজের হাতের অপকর্ম অনুযায়ী মজুরি পাবে।
প্র প্রভু অভিযোগ তোলার জন্য উঠেছেন, জনগণের বিচার করতে দাঁড়িয়েছেন।
উ ধিক্ দুর্জনকে! সে নিজের হাতের অপকর্ম অনুযায়ী মজুরি পাবে।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'যোব পুস্তকের ব্যাখ্যা' **৩য় পুস্তক ৩৯-৪৮**

বাইরে সংগ্রাম, ভিতরে সঙ্কট

পুণ্যবান মানুষ যারা, তারা পরীক্ষায় নিষ্পেষিত হয়েও নিজেদের নির্যাতনকারীকে সহ্য করতে পারে, ও একইসময়ে তাদেরও সামনে দাঁড়াতে পারে যারা ভুলভ্রান্তির পথে তাদের টেনে নিতে চায়। প্রথমজনদের বিরুদ্ধে তারা সহনশীলতার ঢাল উচ্চ করে, দ্বিতীয়জনদের বিরুদ্ধে সত্যের অস্ত্রশস্ত্র হাতে ধারণ করে। তাতে তারা দৃঢ়তার অপরাজেয় নৈপুণ্য হাতিয়ার ক'রে সংগ্রামের পদ্ধতি দু'টো একসঙ্গে প্রয়োগ করে।

আন্তর ক্ষেত্রে তারা নির্ভুল তত্ত্বের বিকৃতি উদ্বুদ্ধ শিক্ষাদানে আবার সোজা করে, বাহ্যিক ক্ষেত্রে সমস্ত নির্যাতন বীরের মত সহ্য করতে পারে। তারা শিক্ষাদান দ্বারা প্রথমজনদের সংস্কার করে, সহনশীলতা দ্বারা দ্বিতীয়জনদের পরাজিত করে। ধৈর্য দ্বারা তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে নিজেদের আরও শক্তিশালী অনুভব করে, ভালবাসা দ্বারা সেই আত্মাদের নিরাময় করতে নিজেদের অধিক উপযুক্ত অনুভব করে, যে আত্মা অমঙ্গল দ্বারা বিক্ষত। তারা ওদের প্রতিরোধ করে, ওরা যেন অন্যদেরও পথভ্রষ্ট না করে; আবার এদের তারা ভয় ও ব্যাকুল তৎপরতার সঙ্গে পালন করে যাতে এরা সরল পথ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ না করে।

এসো, ঈশ্বরের সেনানিবাসের সেই সৈন্যের দিকে তাকাই যিনি উভয় অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত: *বাইরে*

সংগ্রাম, ভিতরে সঙ্কট। তারপর তিনি বাইরের সংগ্রামের একটা তালিকা দেন: *নদীসঙ্কটে, দস্যু-সঙ্কটে, স্বজাতি-ঘটিত সঙ্কটে, বিজাতি-ঘটিত সঙ্কটে, নগরসঙ্কটে, মরুসঙ্কটে, সমুদ্রসঙ্কটে, ভণ্ড ভাইদের হাতে ঘটিত সঙ্কটে।* এ সংগ্রামে অতিরিক্ত যে যে অস্ত্র ব্যবহার করেন, সেগুলি এ: *পরিশ্রম ও ক্লেশ, বহুবার নিদ্রার অভাব, ক্ষুধা ও পিপাসা, বহুবার অনাহার, শীত ও বস্ত্রাভাব।*

এত বহুসংখ্যক যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যস্ত হয়েও তিনি কিন্তু সেনানিবাসের নিরাপত্তার দিকে মনোযোগ হালকা করেন না। বস্তুত তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেন, *এই সবকিছু ছাড়া একটা বিষয় প্রতিদিন আমার মাথায় চেপে রয়েছে, —সকল মণ্ডলীর চিন্তা।* তিনি যুদ্ধের সমস্ত কঠোরতা নিজের মাথায় তুলে নেন, ও একইসময়ে তৎপর হয়ে ভাইদের রক্ষায় নিয়োজিত থাকেন। তিনি সেই সমস্ত অমঙ্গল বর্ণনা করেন যা সহ্য করছেন, ও সেই মঙ্গলদানের কথাও উল্লেখ করেন যা বিতরণ করছেন।

এসো, আমরা এ কথাও উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি যে, বাইরের প্রতিকূলতা সহ্য করা ও একই সময়ে ভিতরে নিজের সমস্ত দুর্বলতার বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করা তাঁর পক্ষে কতই না কষ্টকর। বাইরের দিক থেকে তিনি সংগ্রাম সহ্য করেন: বাস্তবিকই তিনি আঘাতগ্রস্ত ও বেড়িতে আবদ্ধ; ভিতরের দিক থেকে তিনি ভয় সহ্য করেন: বাস্তবিকই তাঁর ভয় আছে, পাছে তাঁর নিজের কষ্ট নিজের প্রতি তত নয়, শিষ্যদেরই প্রতি ক্ষতিকর হয়। এজন্য তিনি তাদের একথা লিখে পাঠান, *এই সমস্ত ক্লেশের মধ্যে তোমরা কেউই যেন বিচলিত না হও। তোমরা তো জান, এই সমস্ত কিছু আমাদের প্রতি ঘটবে বলে অবধারিত।* দেখ, নিজের কষ্টের মধ্যে তিনি পরেরই পতন ভয় করছিলেন, অর্থাৎ কিনা তিনি এ ভয় করছিলেন যে, বিশ্বাসের কারণে তিনি আঘাতগ্রস্ত হয়েছিলেন জেনে শিষ্যেরা খ্রীষ্টবিশ্বাস ঘোষণা করতে অস্বীকার করবে।

আহা, কী অসীম ভালবাসা! তিনি নিজ যন্ত্রণা তুচ্ছ করেন ও ব্যস্ত থাকেন পাছে শিষ্যদের মধ্যে ভুল ধারণার উদয় হয়। নিজের দেহের ক্ষত অবজ্ঞা করেন ও পরের হৃদয়ের ক্ষত বেঁধে দেন। হ্যাঁ, যাঁরা মহাত্মা, তাঁদের এ বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান যে, নিজেদের সঙ্কটের যন্ত্রণায় থেকেও পরের উপকারিতা বিষয়ে ব্যস্ত থাকায় ক্ষান্ত হন না; ও নিজেদের ক্লেশ সহ্য করে নিজেদের মধ্যে কষ্টভোগ করতে করতে তাঁরা উপযুক্ত উপদেশ দানে পরের সেবাযত্ন করে থাকেন। তাঁরা তেমন বীরপুরুষ চিকিৎসকের মত যাঁরা নিজেরা রোগপীড়িত: নিজেদের রোগের ক্ষত সহ্য করেন ও পরের সুস্থতালাভের জন্য সেবাযত্ন ও ঔষধ ব্যবস্থা করেন।

শ্লোক সাম ২৭:৯; যোব ১৩:২১; যেরে ১০:২৪

প্‌ আমা থেকে লুকিয়ে রেখো না তোমার শ্রীমুখ, প্রভু; তোমার থাবা আমা থেকে দূরে সরিয়ে দাও,
উ তোমার বিভীষিকা যেন আমাকে আর আতঙ্কিত না করে।
প্‌ প্রভু, আমাকে সংশোধন কর—কিন্তু ন্যায়সঙ্গত ভাবে, ক্রুদ্ধ হয়ে নয়, পাছে আমি নিঃশেষিত হই,
উ তোমার বিভীষিকা যেন আমাকে আর আতঙ্কিত না করে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - তোবিত ২:১–৩:৬

সৎমানুষ তোবিতের ক্লেশ

আমাদের পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন উপলক্ষে, অর্থাৎ [সপ্ত] সপ্তাহের পর্বের দিন উপলক্ষে ভাল খাবার প্রস্তুত করা হয়েছিল, আর আমি ভোজে আসন নিলাম। আমার সামনে নানা রকম রান্না করা খাদ্য পরিবেশন করা হচ্ছে, এমন সময় আমি আমার ছেলে তোবিয়াসকে বললাম, 'সন্তান, এবার যাও; নিনিভেতে নির্বাসিত আমাদের ভাইদের মধ্য থেকে এমন কোন দরিদ্র মানুষকে খুঁজে বের কর যে সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর কথা স্মরণ করে; তাকে এখানে নিয়ে এসো, সে আমার সঙ্গে এই ভোজে সহভাগিতা করুক। দেখ, সন্তান, তুমি না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব।' তাই তোবিয়াস আমাদের ভাইদের মধ্যে এক দরিদ্র মানুষের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু ফিরে এসে বলল, 'পিতা!' আমি উত্তর দিলাম, 'তবে, সন্তান, কী হল?' সে বলে চলল, 'পিতা, আমাদের স্বজাতীয় মানুষদের একজনকে এইমাত্র গলা টিপে খুন করা হয়েছে; তার মৃতদেহ বাজারের খোলা জায়গায়

ফেলা হয়েছে, সে এখনও সেখানে পড়ে আছে।' আমি আমার খাবার আর স্পর্শ না করে তখনই লাফিয়ে উঠে লোকটিকে সেই খোলা জায়গা থেকে তুলে নিয়ে আমাদের একটা কক্ষে রাখলাম, যেন সূর্যাস্তের পরে তার সমাধি দিতে পারি। আবার ভিতরে এসে আমি স্নান করে শোকার্ত মনে খাওয়া-দাওয়া করলাম; হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছিল বেথেল সম্বন্ধে নবী আমোসের এই উক্তি:

তোমাদের সমস্ত উৎসব শোকে;
ও তোমাদের সকল ভোজ বিলাপে পরিণত হবে।

তখন আমি কাঁদলাম। সূর্য অস্ত গেলেই আমি গিয়ে একটা কবর খুঁড়ে তাকে সমাধি দিলাম। আমার প্রতিবেশীরা আমাকে বিদ্রূপ করে বলছিল, 'দেখ, তার আর ভয় নেই! অথচ ঠিক একারণেই ওরা গতবার প্রাণদণ্ডের জন্য তাকে খোঁজ করেছিল। তখন তাকে পালাতে হয়েছিল, আর এখন, দেখ, সে আবার মৃতদের সমাধি দিচ্ছে!'

সেই রাতে স্নান করলাম; পরে উঠানে গিয়ে উঠানের প্রাচীরের ধারে শুয়ে পড়লাম। গরমের কারণে মুখ না ঢেকেই রেখেছিলাম; আমি তো জানতাম না যে, আমার উপরে, সেই প্রাচীরে, কয়েকটা চড়ুই পাখি ছিল; তাদের গরম মল আমার চোখের মধ্যে পড়ল; তা কেমন সাদা সাদা দাগ জন্মাল, আর আমাকে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে হল। কিন্তু তারা যত মলম লাগাত, সেই সাদা দাগের কারণে আমার দৃষ্টিশক্তি তত ক্ষীণ হয়ে যেত; শেষে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেলাম। চার বছর ধরেই আমি অন্ধ হয়ে রইলাম, আর এই ব্যাপারে আমার সকল ভাই যথেষ্ট দুঃখ পেল। আহিকার দু'বছর ধরে আমার ভরণ-পোষণের ভার নিল, পরে তাকে এলিমাইসে যেতে হল।

সেসময় আমার স্ত্রী আন্না মজুরির ভিত্তিতে কাজকর্ম করতে লাগল; সে নিজের কাজ মালিকদের দিত, আর তারা তার প্রাপ্য মজুরি দিত। একদিন—দিস্ত্র মাসের সপ্তম দিনে—সে একটা বোনা কাপড় শেষ করে মালিকদের কাছে পৌঁছে দিল, আর তারা তার পুরো প্রাপ্য ছাড়া উপহার হিসাবে রান্নার জন্য একটা ছাগলছানাও তাকে দিল। ছাগলছানা আমার বাড়িতে ঢুকেই ডাকতে লাগল; আমার স্ত্রীকে ডেকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই প্রাণী কোথা থেকে আসে? এমনটি কি হতে পারে না যে, তা চুরি করা হয়েছে? তা তার মালিকদের ফিরিয়ে দাও, কেননা চুরি করা জিনিস খাওয়ার অধিকার আমাদের নেই!' সে আমাকে বলল, 'ছাগটা মজুরির ওপরি উপহার হিসাবেই তো আমাকে দেওয়া হয়েছে।' আমি তার কথা বিশ্বাস করলাম না, আর তাকে তা তার মালিকদের ফিরিয়ে দিতে বললাম; এই ব্যাপারে আমি তার জন্য লজ্জাবোধ করছিলাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে সে বলে উঠল, 'তোমার সমস্ত অর্থদান এখন কোথায়? তোমার সমস্ত দয়াকর্ম কোথায়? এই যে, তোমার এ দুরবস্থা দেখেই তা স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে!'

প্রাণে দুঃখ পেয়ে আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁদতে লাগলাম। পরে এই বিলাপ-প্রার্থনা উচ্চারণ করলাম:

প্রভু, তুমি ধর্মময়,
তোমার সকল কাজও ধর্মময়।
তোমার সমস্ত পথ দয়া ও সত্যমণ্ডিত।
তুমি বিশ্ববিচারক।
এখন, হে প্রভু, আমার কথা স্মরণ কর, আমার দিকে চেয়ে দেখ।
আমার পাপের জন্য আমাকে শাস্তি দিয়ো না,
আমার ও আমার পিতৃপুরুষদের ভুলভ্রান্তির জন্যও নয়।
তোমার আজ্ঞাগুলির প্রতি অবাধ্য হয়ে
তারা তোমার সম্মুখে পাপ করেছে।
তুমি আমাদের লুটপাট, বন্দিদশা ও মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়েছ;
যাদের মাঝে আমাদের বিক্ষিপ্ত করেছ, তুমি এমনটি হতে দিয়েছ,
আমরা হব সেই সকল জাতির গল্প, বিদ্রূপ ও অবজ্ঞার বস্তু।

এখন, আমার ও আমার পিতৃপুরুষদের অপরাধ অনুসারে
যখন তুমি আমার প্রতি ব্যবহার করতে যাচ্ছ,
তখন তোমার সকল বিচার সত্যময়,
কারণ আমরা তোমার আজ্ঞাগুলিও পালন করিনি,
সত্যের শরণে তোমার সম্মুখেও চলিনি।
এখন তোমার যেমন ইচ্ছা, আমার প্রতি সেইমত ব্যবহার কর,
দোহাই তোমার, আমার কাছ থেকে আত্মাকে কেড়ে নাও,
মাটি থেকে অপহৃত হয়ে আমি যেন আবার মাটি হই;
আমার পক্ষে জীবনের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়,
কেননা আমাকে কতগুলো অন্যায্য টিটকারি শুনতে হয়েছে,
আর আমার অন্তর বড় দুঃখেই ভরা।
দোহাই প্রভু, এই পীড়ন থেকে আমাকে মুক্ত কর;
আমার চিরন্তন স্থানের দিকে আমাকে রওনা হতে দাও;
প্রভু, আমা থেকে ফিরিয়ে নিয়ো না তোমার শ্রীমুখ।
কেননা এই মহা পীড়নের সম্মুখীন হয়ে জীবনযাপন করার চেয়ে
আমার পক্ষে বরং মৃত্যুই ভাল;
টিটকারি শোনা এবার আমার কাছে অসহ্য!

শ্লোক তোবিত ৩:১৩,৩,২; সিরা ৫১:৮ দ্রঃ (লাতিন মূলপাঠ)

℣ অনুনয় করি, প্রভু, হয় তুমি এ অবমাননার ফাঁদ থেকে আমাকে মুক্ত কর, না হয় আমাকে পৃথিবী থেকে উচ্ছেদ কর। আমার পাপের জন্য আমাকে শাস্তি দিয়ো না, আমার ও আমার পিতৃপুরুষদের ভুলভ্রান্তির জন্যও নয়:
℟ কারণ যারা তোমার উপর প্রত্যাশী, তাদের তুমি উদ্ধার কর।
℣ হ্যাঁ, তোমার সমস্ত পথ, সবই দয়া, সবই সত্য: এখন, হে প্রভু, আমার কথা স্মরণ কর;
℟ কারণ যারা তোমার উপর প্রত্যাশী, তাদের তুমি উদ্ধার কর।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি — মৃত্যুর সান্ত্বনা, উপদেশ ১:৫-৭

যারা এজগৎ ত্যাগ করে, তাদেরও জন্য যীশু জীবন

যিনি কোন মিথ্যা জানেন না, সেই প্রভু নিজে বলে ওঠেন, *আমিই পুনরুত্থান ও জীবন: আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে। আর জীবিত যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে কখনও মরবে না।* প্রিয়তম ভাইবোনেরা, ঐশকণ্ঠ সুস্পষ্ট, কারণ খ্রীষ্টে যে বিশ্বাস রাখে ও তাঁর আদেশগুলি পালন করে, সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে। তেমন কণ্ঠ গ্রহণ করে ও বিশ্বাসের সমস্ত শক্তি দিয়ে তা রক্ষা করে ধন্য প্রেরিতদূত পল একথা শেখাতেন: *ভ্রাতৃগণ, যারা শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে গেছে, তাদের সম্বন্ধে তোমরা যে অজ্ঞ হবে, তা আমরা চাচ্ছি না, ফলে তোমরা যেন শোকার্ত না হও।* আহা, কী অপরূপ বাণী! গোটা শিক্ষা ব্যক্ত করার আগেও তিনি এক বচনেই পুনরুত্থানের কথা ঘোষণা করেন; বস্তুত তিনি মৃতদের 'নিদ্রাগত' বলে অভিহিত করেন, ফলে তারা যে নিদ্রাগত, তিনি একথা বলতে বলতে, তারা যে পুনরুত্থান করবে এবিষয়টি তাদের সন্দেহমুক্ত করেন। আর তাঁর উদ্দেশ্য এই: *নিদ্রাগতদের বিষয়ে তোমরা যেন অন্যান্যদের মত শোকার্ত না হও।*

যাদের আশা নেই, তারা শোক করে, কিন্তু আশার সন্তান এই আমরা আনন্দই করি। প্রেরিতদূত নিজে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন এ আশা কী: *যীশু মরেছেন ও পুনরুত্থান করেছেন; তাই ঈশ্বর যীশুর মাধ্যমে নিদ্রাগত সকলকেও তাঁর সঙ্গে কাছে আনবেন,* কেননা আমরা যারা এখনও এসংসারে জীবনযাপন করি, আমাদের জন্য খ্রীষ্ট পরিত্রাণ, আর যারা এ জগৎকে ত্যাগ করে, তিনি তাদের জন্য জীবন। প্রেরিতদূত এ

কথাও বলেন, *আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ।* মৃত্যু যে লাভ, তা স্পষ্ট, কারণ মৃত্যু দ্রুত এলে দীর্ঘতর জীবনের বহু বহু সঙ্কট ও ক্লেশ এড়ানোর ফলে আমরা সত্যিই লাভবান হয়ে উঠি।

হয় তো তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে: 'যারা মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করবে, দেখতে তারা কেমন হবে?' তবে স্বয়ং প্রভুর এ বাণী শোন: *তখন ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে।* কিন্তু আমি কেনই বা সূর্যের দীপ্তির কথা উত্থাপন করি? ভক্তদের তো স্বয়ং খ্রীষ্ট প্রভুর গৌরবেই রূপান্তরিত হতে হবে, যেমনটি প্রেরিতদূত পল সপ্রমাণ করে বলেন, *আমাদের মাতৃভূমি স্বর্গেই রয়েছে, এবং সেই স্বর্গ থেকেই পরিত্রাতারূপে প্রভু যীশুখ্রীষ্টেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি আমরা। যে পরাক্রম গুণে তিনি সমস্ত কিছুই নিজের বশীভূত করতে পারেন, তিনি সেই পরাক্রম দ্বারাই আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন:* কোন সন্দেহ নেই, আমাদের এ মরণশীল দেহ খ্রীষ্টের গৌরবের সমরূপ হয়ে রূপান্তরিত হবে, অর্থাৎ যা মরণশীল তা অমরত্ব পরিধান করবে, কারণ *যা কিছু দুর্বলতায় বোনা হয়, তা সঙ্গে সঙ্গেই পরাক্রমে পুনরুত্থিত হয়।* তখন দেহ অবক্ষয় আর ভয় করবে না, ক্ষুধা, পিপাসা, অসুস্থতা ও প্রতিকূলতাও আর ভোগ করবে না। বস্তুত বিপদমুক্ত শান্তি হল জীবনের দৃঢ়তর নিরাপত্তা স্বরূপ। কিন্তু তবুও স্বর্গীয় গৌরব সম্পূর্ণরূপে আলাদা ব্যাপার, কারণ স্বর্গে আমাদের এমন আনন্দ মঞ্জুর করা হবে যা অন্তহীন।

নিজের মন ও চোখের সামনে এ সমস্ত কিছু রেখে ধন্য পল বলছিলেন, *আমার বাসনা এ, বিদায় নিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকি, কারণ এই তো বহুগুণে শ্রেয়।* তিনি আরও বলছিলেন, *যতদিন এই দেহে বাস করি ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী আছি, আমরা বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে এখনও নয়।* আর অল্পবিশ্বাসী মানুষ আমরা, আমরা কী করি? এই আমরা যারা, প্রিয়জনদের মধ্যে একজন প্রভুর কাছে গেলে, শোক করে নিরাশ হয়ে পড়ি! আমরা কী করি? এই আমরা যারা খ্রীষ্টের সম্মুখে উপনীত হওয়ার চেয়ে এসংসারে প্রবাসী হয়ে থাকতেই ভালবাসি!

হ্যাঁ, আমাদের সমস্ত জীবন সত্যিই প্রবাস: বস্তুত এসংসারে প্রবাসী আমাদের পক্ষে স্থায়ী আবাস নেই; দুর্গম ও বিপজ্জনক পথ চলে আমরা শ্রম করে শ্রান্ত হয়ে পড়ি। অথচ তত বিপদের সম্মুখীন হয়েও আমরা মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা করি না, আর শুধু তা নয়, যারা ইতিমধ্যে মুক্তি পেয়েছে আমরা তাদের জন্য শোকার্ত হয়ে চোখের জলও ফেলি—ঠিক যেন আমরা তাদের সম্পূর্ণ রূপে হারিয়েছি! আমরা যখন এখনও মৃত্যুকে ভয় পাই, তখন কিসের জন্যই বা ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্র দ্বারা আমাদের মুক্তিপণ দিলেন? এসংসার থেকে বিদায় নেওয়াই যখন আমাদের শোকার্ত করে, তখন আমরা কেনই বা জল ও আত্মা থেকে নবজন্ম নিয়েছি বলে গৌরববোধ করি? কেননা এই তো খ্রীষ্টবিশ্বাসের সারকথা: মৃত্যুর পরবর্তী সত্যকার জীবনের অপেক্ষায় থাকা, প্রবাসের পরবর্তী প্রত্যাগমনের প্রত্যাশা করা। সুতরাং প্রেরিতদূতের কণ্ঠ গ্রহণ করে, এসো, আমরা ভরসার সঙ্গে সেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি মৃত্যুর উপরে আমাদের বিজয়ী করলেন আমাদের প্রভু সেই খ্রীষ্টের দ্বারা যাঁর গৌরব ও পরাক্রম যুগযুগ ধরে সঙ্কীর্তিত। আমেন।

শ্লোক ১ করি ১৫:২০,২২,২১

প্র খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে।
উ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রীষ্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে।
প্র কেননা যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান।
উ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রীষ্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে।

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৫:৮-১৩,১৭-২৪

অপকর্মাদের প্রতি অভিশাপ

ধিক্ তোমাদের, যারা ঘরের সঙ্গে ঘর যোগ কর,
জমির সঙ্গে জমি যুক্ত কর ;
শেষে আর জায়গা থাকবে না,
ফলে কেবল তোমরাই হবে দেশের বাসিন্দা।
আমি নিজের কানেই সেনাবাহিনীর প্রভুর এই উক্তি শুনেছি,
'একথা নিশ্চিত! বহু বহু বাড়ি ধ্বংসস্তূপ হবে,
বড় বড় সুন্দর সুন্দর হলেও তা নিবাস-বিহীন হবে।'
কারণ ত্রিশ বিঘা আঙুরখেতে কেবল এক মণ আঙুররস উৎপন্ন হবে,
দশ মণ বীজে কেবল এক মণ শস্য উৎপন্ন হবে!
ধিক্ তাদের, যারা সকালে সকালে উঠে উগ্র পানীয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়,
যারা অনেক রাত করে যতক্ষণ না আঙুররস তাদের উত্তপ্ত করে তোলে!
তাদের ভোজসভার জন্য বীণা ও সেতার, খঞ্জনি ও বাঁশি ও আঙুররস আছে বটে,
কিন্তু প্রভুর কাজের দিকে তাদের নজর নেই,
তাঁর হাতের কাজ তারা দেখেই না।
এজন্যই আমার জনগণকে তাদের নির্বুদ্ধিতার ফলে দেশছাড়া করা হবে ;
তাদের জননায়কেরা ক্ষুধায়, তাদের লোকসমাজ তেষ্টার জ্বালায় নিঃশেষিত হবে।
তখন মেষশিশু যেন নিজ চারণমাঠে চরার মত চরে বেড়াবে,
ছাগশিশু ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘাস পাবে।
ধিক্ তাদের, যারা ছলনার সুতো দিয়ে শঠতা টেনে বেড়ায়,
যারা গরুর গাড়ির দড়ি দিয়ে পাপ টেনে নেয় ;
তারা বলে, 'তিনি দেরি না করে নিজ কাজ শীঘ্রই সেরে ফেলুন,
যেন আমরা তা দেখতে পাই ;
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের যত পরিকল্পনা ত্বরান্বিত হোক,
সিদ্ধিই লাভ করুক,
যেন আমরা তার অভিজ্ঞতা করতে পারি।'
ধিক্ তাদের, যারা মন্দকে ভাল, আর ভালকে মন্দ বলে,
অন্ধকার আলোয়, ও আলো অন্ধকারে পরিণত করে,
তিক্ততা মিষ্টতায়, ও মিষ্টতা তিক্ততায় রূপান্তরিত করে।
ধিক্ তাদের, যারা নিজেদের মনে করে প্রজ্ঞাবান,
নিজেদের গণ্য করে বুদ্ধিমান!
ধিক্ তাদের, যারা আঙুররস পান করতে মহান,
উগ্র পানীয় মেশাতে বীর,
যারা উপহারের বিনিময়ে দোষীকে নির্দোষ করে,
ও নির্দোষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।
এজন্যই অগ্নি-জিহ্বা যেমন খড়কুটো গ্রাস করে,
অগ্নিশিখা যেমন শুষ্ক ঘাস নিঃশেষ করে,
তেমনি তাদের শিকড় পচা কাঠের মত হবে,

তাদের ফুল ধুলার মত উড়ে যাবে;
কারণ তারা সেনাবাহিনীর প্রভুর নির্দেশবাণী প্রত্যাখ্যান করেছে,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের বচন অবজ্ঞা করেছে।

শ্লোক লুক ৬:২৫; যাকোব ৫:১

℣ এখন পরিতৃপ্ত যারা, তোমাদের ধিক্, কারণ ক্ষুধার্ত হবে, প্রভুর উক্তি।
℟ এখন হাসছ যারা, তোমাদের ধিক্, কারণ বিলাপ করবে ও কাঁদবে।
℣ এখন তোমাদেরই পালা, যারা ধনী মানুষ: তোমাদের উপরে যে সকল দুর্দশা আসছে, তার জন্য চোখের জল ফেল, হাহাকার কর।
℟ এখন হাসছ যারা, তোমাদের ধিক্, কারণ বিলাপ করবে ও কাঁদবে।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৩য় পুস্তক ১

মর্তবাসীরা, ধর্মময়তা শেখ

মর্তবাসীরা, ধর্মময়তা শেখ। নবীর মুখ দিয়ে ঈশ্বর একথা বলেন, *আর সকলেই প্রভুর কাছ থেকে শিক্ষা পাবে।* তাই তুমি দেখ কেমন করে এ বচন দ্বারা বাণী আমাদের দেখায় যে, খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের পক্ষে খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বর-রহস্যের একপ্রকার দীক্ষাগুরু। যারা একদিন তাঁর আদেশগুলি জেনেছিল, পৃথিবীতে তাদের জন্য যে একটা আলো উদ্ভাসিত হবে, তা ন্যায়সঙ্গত ছিল। আবার বলছি, এ ন্যায়সঙ্গত ছিল যে, যা উপকারী, তেমন জ্ঞান তাঁরই দ্বারা দেওয়া হবে। তিনি বলেন, *মর্তবাসী, ধর্মময়তা শেখ।* দাউদের বাণীও এ বাণীর সমান: *শোন, সকল জাতি, কান পেতে শোন, সকল জগদ্বাসী।* বিধান প্রথম শিক্ষণীয় বিষয় দ্বারা কেবল বাহ্যিক ইস্রায়েলকে শিক্ষা দিয়েছিল। অন্যদিকে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দয়ার জাল পেতে আকাশের নিচে বিস্তৃত প্রায় সমস্ত মর্তকে জড়িয়ে নিলেন; তাই সঙ্গতভাবেই তিনি মর্তবাসীদের উপদেশ দিয়ে বলেন, তাদের পক্ষে তাঁর প্রচারিত ধর্মময়তা, তথা সুসমাচারের ধর্মময়তা শেখা উচিত। আর মানুষ পাছে তাঁর বাণীর প্রতি অবাধ্যতা-বিপদে পতিত হয়, সেজন্য তিনি এ কথাও বলেন, *দুর্জন বিনষ্ট হবে।*

যে কেউ পৃথিবীতে ধর্মময়তা শেখে না, সে সত্যের সাধক হতে পারবে না। একই প্রকারে সেও বিনষ্ট, বিলুপ্ত ও উচ্ছিন্ন হবে, যে সুসমাচারের ধর্মময়তা সংক্রান্ত জ্ঞান গ্রহণ করবে না ও সত্যের সাধক হবে না। এখানেও তিনি খ্রীষ্টীয় জীবনধারণের শক্তি এবং আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা ও আরাধনাকে সত্য বলে অভিহিত করেন; কেননা ভাবী মঙ্গলদানগুলির প্রকৃত প্রতিমূর্তি না হওয়ায়, কিন্তু কেবল সেগুলির পূর্বদৃষ্টান্তই হওয়ায় বিধান প্রকৃত সত্য ছিল না। অপরদিকে খ্রীষ্ট ও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সঙ্গতভাবেই ধর্মময়তা ও সত্য বলে গণ্য হতে পারে; তেমন ধারণা আমি এ বাণী দ্বারাই ব্যক্ত মনে করি, তথা: *খ্রীষ্ট আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন পিতা থেকে আগত ধর্মময়তা;* তাছাড়া তিনি সত্যও। সুতরাং তিনি বলেন, ধর্মময়তা ও সত্য শেখ, অর্থাৎ যিনি সত্যিই পুত্র, বিশ্বনির্মাতা ও বিশ্বপ্রভু, তোমরা তাঁকে স্বীকার কর। প্রভুর গৌরব দেখে না বিধায় দুর্জনেরা সত্যিই বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হবে!

ইহুদী জাতিকে উদ্দেশ করে খ্রীষ্ট একথা বলেন, *আমি তো তোমাদের বলেছি, তোমরা যদি না বিশ্বাস কর যে, আমিই আছি, তাহলে তোমরা নিজেদের পাপে থেকে মরবে।* আরও: *তাঁর প্রতি যে বিশ্বাসী, তার বিচার হয় না; কিন্তু যে অবিশ্বাসী, তার বিচার হয়েই গেছে, যেহেতু ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের নামে বিশ্বাস করেনি।* তবে একবার যার বিচার হয়েছে ও নিজের পাপে থেকে মরল, সে কি প্রভুর গৌরব দেখতে পাবে? না, সে খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকবে না, ও তাঁর গৌরবের অংশী না হওয়ায় পুণ্যজনদের উত্তরাধিকারও দেখতে পাবে না।

শ্লোক রো ৩:২২-২৩,৯

℣ ঈশ্বরের দেওয়া এই ধর্মময়তা যীশুখ্রীষ্টে স্থাপিত বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাদের সকলেরই জন্য, যারা বিশ্বাস করে।
℟ আর কোন প্রভেদ নেই: যেহেতু সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত।
℣ আমরা একটু আগে ইহুদী বা গ্রীক সকলেরই বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছি যে, সকলেই পাপের অধীন।

ঊ আর কোন প্রভেদ নেই: যেহেতু সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - তোবিত ৩:৭-১৭

সারার দুঃখ ও তাঁর প্রার্থনা

সেই একই দিনে এমনটি ঘটল যে, মেদিয়া দেশে এক্‌বাতানা-নিবাসিনী রাগুয়েলের মেয়ে সারাকেও তার পিতার একটি দাসীর মুখে নানা টিটকারি শুনতে হল। ব্যাপারটা হল এই যে, তাকে সাতবারই বিয়ে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটবার আগেই অসৎ অপদূত আস্‌মদেয়স তার প্রত্যেকটি স্বামীকে মেরে ফেলেছিল। এই সারাকেই সেই দাসী বলল, 'তুমি, তুমি নিজেই তোমার স্বামীদের মেরে ফেল! দেখ, এর মধ্যে সাতবারই তোমাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের একজনকেও ভোগ করতে পারনি। তোমার স্বামীরা মারা গেছে বলে আমাদেরই মারছ কেন? তাদের সঙ্গে চলে যাও! আর আমাদের যেন তোমার গর্ভজাত কোন ছেলে বা মেয়েকে দেখতে না হয়!' সুতরাং সেদিনে সারা বড় দুঃখ পেল, চোখের জল ফেলল, এমনকি পিতার উপরতলার ঘরে গিয়ে গলায় ফাঁস দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু আবার চিন্তা-ভাবনা করে সে মনে মনে বলল, 'পাছে লোকে আমার পিতাকে অপমান করে! লোকে নিশ্চয় তাঁকে বলবে: "তোমার একটিমাত্র মেয়ে ছিল, মেয়েটি তোমার খুবই প্রিয়া ছিল, এখন মনের দুঃখে সে গলায় ফাঁস দিয়েছে।" তাতে আমি আমার পিতার এমন ব্যথাই ঘটাব, যা তার বৃদ্ধ বয়সকে পাতালে নামিয়ে দেবে। না, গলায় ফাঁস না দিয়ে আমি বরং মৃত্যুর জন্য প্রভুকে মিনতি করব, আমাকে যেন জীবনে আর কোন টিটকারি শুনতে না হয়।' ঠিক সেই ক্ষণে সে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে এই প্রার্থনা নিবেদন করল:

'ধন্য তুমি, দয়াবান ঈশ্বর,
যুগে যুগে ধন্য তোমার নাম।
তোমার নিখিল সৃষ্টি তোমাকে ধন্য বলুক চিরকাল।
আমি এখন তোমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তোমারই দিকে চোখ তুলি।
এমনটি বল আমি যেন পৃথিবী থেকে মুক্তি পাই,
তবেই আমাকে আর কোন টিটকারি শুনতে হবে না।
তুমি তো জান, প্রভু,
পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক থেকে আমি নিজেকে শুদ্ধ রেখেছি,
আমার নিজের নামের অমর্যাদা করিনি,
আমার পিতার নামেরও অমর্যাদা করিনি এই নির্বাসনের দেশে।
আমি আমার পিতার একমাত্র মেয়ে;
তাঁর উত্তরাধিকারী হবে এমন পুত্রসন্তান তাঁর নেই;
ঘনিষ্ঠ তাঁর এমন আর কোন জ্ঞাতি বা আত্মীয়ও নেই,
যার সঙ্গে বিয়ে করার জন্য আমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব।
সাত সাতজন স্বামীকেই তো এর মধ্যে হারিয়েছি:
এখনও বেঁচে থাকব তাতে কী লাভ?
আমার মৃত্যু ঘটাতে তুমি প্রীত না হলে,
তবে দয়ার চোখেই আমার দিকে তাকাও;
এমন টিটকারি শোনার ধৈর্য আমার আর নেই।'

সেসময়ে দু'জনেরই প্রার্থনা ঈশ্বরের গৌরবের সাক্ষাতে গ্রাহ্য হল; তাই দু'জনকে নিরাময় করতে রাফায়েল প্রেরিত হলেন; তিনি তোবিতের চোখ থেকে সেই সাদা দাগ সরিয়ে দেবেন, যেন তোবিত তাঁর নিজের চোখেই ঈশ্বরের আলো দেখতে পান; আবার তিনি রাগুয়েলের মেয়ে সারাকে তোবিতের ছেলে তোবিয়াসের হাতে বধূরূপে দান করবেন ও সেই অসৎ অপদূত আস্‌মদেয়স থেকে তাকে মুক্ত করে দেবেন। কেননা অন্য সকল

প্রার্থীর চেয়ে তোবিয়াসেরই সারাকে বিয়ে করার অধিকার ছিল। যেসময় তোবিত উঠান থেকে ঘরে ফিরে আসছিলেন, সেই একই সময় রাগুয়েলের মেয়ে সারা সেই উপরতলার ঘর থেকে নিচে নেমে আসছিল।

শ্লোক তোবিত ৩:১৩,২২ (লাতিন মূলপাঠ)

প্র ধন্য তোমার নাম, প্রভু, তুমি যে ক্রোধেও দয়াবান,
উ এবং ক্লেশের দিনে যারা তোমাকে ডাকে তাদের পাপ ক্ষমা কর।
প্র তুমি আমাদের সর্বনাশে প্রীত নও; কেননা ঝড়ের পরে শান্তি দান কর, ক্রন্দনের পরে আনন্দ সঞ্চার কর;
উ এবং ক্লেশের দিনে যারা তোমাকে ডাকে তাদের পাপ ক্ষমা কর।

দ্বিতীয় পাঠ - কনস্তান্তিনপলের ধর্মপাল সাধু জের্মানুস-লিখিত 'মণ্ডলী বিষয়ে ধ্যান'

আমরা সকলে গভীর শান্তিতে আমাদের ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করি

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা। তিনি সত্যিই আমাদের সকলের পিতা ও আমাদের সকলকে প্রতিপালন করেন। তুমি কি তাঁকে পিতা বলে ডাক? তবে তাঁর পুত্রের মত জীবন প্রতিষ্ঠা কর যেন তুমিও তোমার স্বর্গস্থ পিতারই গ্রহণীয় ও প্রীতিকর হতে পার। কিন্তু কেউ যদি পাতালের প্রভাবশালী অধিপতির অধীনে সৈন্যগিরি করে ও তার দ্বারা সন্তান বলে গৃহীত হয়ে থাকে, তাহলে সে কেমন করে নিখিল মঙ্গলের নির্মাতা ও প্রভুকে পিতা বলে ডাকতে সাহস করবে? স্পষ্টই দাঁড়াচ্ছে যে, সেনাবাহিনীর ঈশ্বর প্রভুকে নয়, কিন্তু যার কর্ম সাধন করে তাকেই সে পিতা বলে ডাকছে। হে মানুষ, তুমি কি ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাক? তা উত্তম, কারণ তিনি আমাদের সকলের পিতা ও নির্মাতা; কিন্তু তবুও তুমি দ্বিধা না করে সেই সমস্ত কর্মও সাধন কর যা তোমার পিতার গ্রহণীয়। অপরদিকে তুমি যদি অপকর্ম সাধন কর, তবে স্পষ্ট হবে যে তুমি শয়তানকেই পিতা বলে ডাক, কেননা সেই তো অপকর্মাদের নেতা। তাকে সঙ্গে সঙ্গে এড়াও, যাতে তুমি তোমার মঙ্গলময় পিতা ও স্রষ্টার প্রীতির পাত্র হতে পার।

তোমার নামের পবিত্রতা প্রকাশিত হোক। আমাদের রক্ষায় যাঁর নাম করা হয়েছে, তা ঈশ্বরের পুত্রেরই নাম। কেননা তিনি হলেন খ্রীষ্ট, আর আমরাও তাঁর নাম অনুসারে খ্রীষ্টপন্থী বলে অভিহিত। ঈশ্বর পবিত্রই বটে, আমরা কিন্তু তাঁর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের মধ্যে তাঁর নামের পবিত্রতা প্রকাশ করেন, কারণ এ হল আমাদের যুক্তিসঙ্গত কর্তব্য; আবার, তিনি যেন আমাদের দেহ পবিত্র ও সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলঙ্ক করে তোলেন, যাতে বিচারের দিনে এ দেহ অনিন্দনীয় হতে পারে। এমনটি হতে পারে কি যে, ঈশ্বর পবিত্র নন? অবশ্যই তিনি পবিত্র; কিন্তু তুমি তো প্রার্থনাকালে বল: আমার মধ্যে *তোমার নামের পবিত্রতা প্রকাশিত হোক,* যেন সকল মানুষ আমার শুভকর্ম দেখে ও তোমারই গৌরবকীর্তন করে, হে পিতা ও ত্রাণকর্তা আমার!

তোমার রাজ্যের আগমন হোক: ঈশ্বরের রাজ্য স্বয়ং পবিত্র আত্মা, যেমনটি প্রভু নিজে বলেন, *ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মধ্যেই রয়েছে।* তাই এ ন্যায়সঙ্গত যে, পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সেই পবিত্র আত্মাও রাজত্ব করবেন, যিনি আত্মিক ও দিব্য আধিপত্য সেই স্বর্গীয় সেনাবাহিনীকে পবিত্রিত ও আলোকিত করেন, সেই সকল মানুষকেও পবিত্রিত ও আলোকিত করেন, যে মানুষ এ জগতে এসে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বিশ্বাস রাখে। তিনিই পৃথিবী, দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত কিছুর প্রকৃত রাজা। কিন্তু শত্রু দ্বারা ঘেরা এক নগর যেমন রাজার কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠায়, তেমনি আমরা বিরোধী শক্তি ও পাপ দ্বারা ঘেরা বিধায় তাঁর সহায়তা প্রার্থনা করি, তিনি যেন এসে আমাদের মুক্তি সাধন করেন। তুমি কি রাজাকে ডাক? তবে আধ্যাত্মিক সৈন্য হও, তুমি যেন রাজার গ্রহণীয় হলে তিনি নিজ সেনাদলে তোমাকে গ্রহণ করেন। তাঁর রাজ্য এখনও আসেনি বিধায় ঈশ্বর কি রাজা নন? তিনি সবকিছুর রাজা বটে, কিন্তু, উপরের উদাহরণ অনুসারে তিনি এমন এক নগরের রাজা, যে নগর শত্রুদের দ্বারা ঘেরা। তবু তিনি অন্য প্রকারেও রাজা, কেননা নবী বলেন, *ঈশ্বর জাতিগুলির উপরে রাজত্ব করেন;* আর আমরা সমস্বরে বলে উঠব: *তোমার রাজ্যের আগমন হোক* এই আমাদের উপর, কেননা আমরাই সেই জাতিগুলি!

তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক। পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা হল তাঁর স্বয়ং পুত্রের রাজ্য। স্বর্গে দূতেরা একাত্ম ও একমন হয়ে জীবনযাপন করে থাকেন, যাতে আমরাও *সরল ভালবাসায়* জীবনযাপন করতে

যাচ্না করি।

প্রভু, স্বর্গে তোমার যা ইচ্ছা তা পূর্ণ হয়; তা যেন পৃথিবীতে ঘটে, এজন্য প্রয়োজন রয়েছে, তুমি নিজেই তা সাধন করবে; অন্য কথায়: প্রভু, স্বর্গে যেমন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয় ও দূতেরা সকলেই শান্তিতে আছেন, ও তাঁদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি আঘাত করেন বা আঘাতগ্রস্ত হন, এমন কেউ নেই যিনি অন্যকে দুঃখ দেন বা পরের দ্বারা দুঃখ পান, এমন কেউ নেই যিনি আক্রমণ করেন বা আক্রান্ত হন, বরং পরম শান্তি বজায় রেখে সকলে তোমার গৌরবকীর্তন করে থাকেন, তেমনি মর্তবাসী এই আমাদের মধ্যে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, যেন সকল জাতি, হে বিশ্বনির্মাতা ও আমাদের সকলের পিতা, এককণ্ঠে ও একহৃদয়ে তোমারই গৌরবকীর্তন করে।

শ্লোক রো ৮:১৫; গা ৪:৬

প্র তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওনি যে আবার ভয়ে পড়বে, তোমরা বরং পেয়েছ
উ দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা, যে আত্মায় আমরা 'আব্বা, পিতা!' বলে ডেকে উঠি।
প্র তোমরা পুত্রই বটে! ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন—
উ দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা, যে আত্মায় আমরা 'আব্বা, পিতা!' বলে ডেকে উঠি।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৭:১-১৭

ইম্মানুয়েলের চিহ্ন

যুদা-রাজ উজ্জিয়ার পৌত্র যোথামের সন্তান আহাজের সময়ে আরাম-রাজ রেজিন ও রেমালিয়ার সন্তান ইস্রায়েল-রাজ পেকা যেরুসালেম আক্রমণ করার জন্য রণ-অভিযানে এগিয়ে এলেন, কিন্তু তা জয় করতে পারলেন না। দাউদকুলকে এই খবর দেওয়া হল, 'আরামীয়েরা এফ্রাইম অঞ্চলে শিবির বসিয়েছে।' তখন তাঁর হৃদয় ও তাঁর প্রজাদের হৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠল, ঠিক যেমন বনের গাছপালা বাতাসের আঘাতে আলোড়িত হয়। তখন প্রভু ইসাইয়াকে বললেন, 'তুমি ও তোমার ছেলে শেয়ার-যাশুব দু'জনে বেরিয়ে পড়; উপরের দিঘির নালার শেষ মাথায় গিয়ে ধোপার মাঠের রাস্তায় আহাজের সঙ্গে দেখা কর। তুমি তাকে একথা বলবে: সাবধান, অস্থির হয়ো না; ওই দুই ধূমময় কাঠের টুকরোর জন্য, আরামীয়দের সেই রেজিনের ও রেমালিয়ার সন্তানের প্রচণ্ড ক্রোধের কারণে ভয় পেয়ো না, তোমার হৃদয় ভেঙে না পড়ুক। এই কারণেও ভয় পেয়ো না যে, আরাম, এফ্রাইম ও রেমালিয়ার সন্তান তোমার বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করছে; তারা নাকি বলছে, এসো, আমরা যুদার বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাই, তাকে ধ্বংস করি, আমাদের পক্ষে যোগ দিতে তাকে বাধ্য করি; তারপর সেখানে রাজপদে টাবেয়েলের সন্তানকে বসাব। প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:

তেমন কিছু ঘটবে না, তা কখনও হবে না!
কারণ আরামের মাথা দামাস্কাস,
  ও দামাস্কাসের মাথা রেজিন;
  আরও পঁয়ষট্টি বছর কেটে যাবে,
  পরে এফ্রাইম জাতিরূপে আর থাকবে না।
সামারিয়ার মাথা এফ্রাইম,
  ও এফ্রাইমের মাথা রেমালিয়ার সন্তান।
  কিন্তু তোমরা যদি আমার উপর আস্থা না রাখ,
  সুস্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।'

প্রভু আহাজের সঙ্গে আর একবার কথা বললেন; তাঁকে বললেন, 'তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে একটা চিহ্ন যাচ্না কর, তা অধোলোক কিংবা ঊর্ধ্বলোকের চিহ্ন হোক।' কিন্তু আহাজ উত্তরে বললেন, 'আমি যাচ্না করব

না; আমি প্রভুকে যাচাই করব না।' তখন তিনি বললেন,

'হে দাউদকুল, তোমরা একবার শোন:
মানুষের ধৈর্য যাচাই করতে তোমরা কি এখনও ক্ষান্ত নও যে,
এবার আমার পরমেশ্বরেরও ধৈর্য যাচাই করবে?
তাই প্রভু নিজেই তোমাদের একটা চিহ্ন দেবেন।
দেখ, যুবতীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে,
তাঁর নাম রাখবে ইম্মানুয়েল।
বালকটি দধি ও মধু খাবে
যতদিন যা অমঙ্গল তা অগ্রাহ্য করবার,
এবং যা মঙ্গল তা বেছে নেবার জ্ঞান না হয়।
যা অমঙ্গল তা অগ্রাহ্য করবার,
এবং যা মঙ্গল তা বেছে নেবার জ্ঞান বালকটির না হওয়ার আগেই
যে দেশের দুই রাজাকে তুমি ভয় পাচ্ছ,
সেই দেশ পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে।
তোমার প্রতি, তোমার জনগণের প্রতি ও তোমার পিতৃকুলের প্রতি
প্রভু এমন দিনগুলি প্রেরণ করবেন,
এফ্রাইম যেসময়ে যুদা থেকে পৃথক হল,
সেসময় থেকে যার মত দিন আর কখনও দেখা হয়নি:
তিনি আসিরিয়ার রাজাকে প্রেরণ করবেন।'

শ্লোক ইসা ৭:১৪; মথি ১:২১; লুক ১:৩০,৩১ দ্রঃ

℣ দেখ, যুবতীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে,
℟ তাঁর নাম হবে, ইম্মানুয়েল—আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।
℣ ভয় করো না, মারীয়া: গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে।
℟ তাঁর নাম হবে, ইম্মানুয়েল—আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **কুমারী জননীর প্রশংসায় উপদেশ ২:১-২,৪**

তিনি পরাৎপর দ্বারা তৈরী,
পূর্বপুরুষদের দ্বারা পূর্বঘোষিতা

ঈশ্বর কুমারী গর্ভেই জন্ম নেবেন, কেবল এমন জন্মগ্রহণই ঈশ্বরের পক্ষে উপযুক্ত ছিল; কুমারী ঈশ্বরকে প্রসব করবেন, কুমারীর পক্ষেও কেবল এমন প্রসবকরণই উপযুক্ত ছিল। এজন্য সেই মানবনির্মাতা যিনি মানুষ হবার জন্য মানবগর্ভে জন্ম নিতে উদ্যত হচ্ছিলেন, সমস্ত নারীকুলের মধ্যে নিজের জন্য একটি জননীকে তাঁকে বেছে নিতে হয়েছে, এমনকি এমন জননীকে সৃষ্টি করতে হয়েছে, যে জননী তিনি নিজের জন্য উপযুক্তা বলে মনে করতেন ও তাঁর গ্রহণীয় হবেন বলে জানতেন।

তাই তিনি এমন জননী চাইলেন যিনি কুমারী হবেন। সকলের কলঙ্ক তাঁর ধৌত করার কথা ছিল বিধায় নিষ্কলঙ্ক-তিনি নিষ্কলঙ্কিনী জননী থেকে জন্ম নিতে চাইলেন। পরিত্রাণের জন্য উপকারী, এমনকি প্রয়োজনীয় সদ্‌গুণ সেই কোমলতা ও বিনম্রতার আদর্শরূপে নিজেকে সকলের কাছে অর্পণ করার কথা ছিল বিধায় কোমল ও নম্রহৃদয়-তিনি কোমলতা ও বিনম্রতায় পূর্ণ এক জননীর গর্ভে জন্ম নিতে চাইলেন। যিনি সেই কুমারীকে কৌমার্য ব্রত নিতে অনুপ্রাণিতা করেছিলেন ও বিনম্রতা-সজ্জায় তাঁকে অলঙ্কৃতা করেছিলেন, তিনি সেই কুমারীকে মাতৃত্ব মর্যাদা মঞ্জুর করলেন।

তা না হলে, তাঁর অন্তরে ক্ষুদ্রতম এমন কিছুও যদি থাকত যা অনুগ্রহ থেকে নির্গত নয়, তবে কেমন করে স্বর্গদূত তাঁকে অনুগ্রহপূর্ণা বলে ঘোষণা করতে পারতেন? যিনি পরমপবিত্রজনকে গর্ভধারণ করতে ও প্রসব

করতে যাচ্ছিলেন, তিনি দেহে পবিত্র হবার জন্য কুমারীত্ব-অনুগ্রহদান পেলেন, ও অন্তরেও পবিত্র হবার জন্য বিনম্রতা-অনুগ্রহদান লাভ করলেন। পবিত্রতার রত্নমালায় ভূষিতা, দেহ ও অন্তরের দ্বিবিধ সৌন্দর্যে উজ্জ্বলতমা, নিজের লাবণ্য ও সৌন্দর্যের জন্য স্বর্গলোকে পরিচিতা সেই রাজবংশীয় কুমারী নিজের উপর স্বর্গবাসীদের দৃষ্টি এমনভাবে আকর্ষণ করলেন যে, রাজা অন্তরে তাঁর প্রতি আসক্ত হলেন ও স্বর্গ থেকে তাঁর কাছে দূত প্রেরণ করলেন।

এক দূত একজন কুমারীর কাছে প্রেরিত হলেন: তিনি দেহে কুমারী, আত্মায় কুমারী, ব্রতের জন্য কুমারী— প্রেরিতদূতের বর্ণনা অনুসারে এমন কুমারী যিনি আত্মা ও দেহে পবিত্রা; আরও, এমন কুমারী যিনি সম্প্রতিই মাত্র আবিষ্কৃতা নন, কিন্তু অনাদিকাল থেকেই মনোনীতা, পরাৎপরের কাছে আগে থেকেই পরিচিতা, তাঁর দ্বারাই নির্মিতা, স্বর্গদূতদের দ্বারা সংরক্ষিতা, পিতৃপুরুষদের দ্বারা পূর্বঘোষিতা, নবীদের দ্বারা প্রতিশ্রুতা।

শ্লোক লুক ১:৩৫; সাম ৪৫:১১,১২ দ্রঃ

প্র মারীয়া, পবিত্র আত্মা তোমার উপর নেমে আসবেন, পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে।
উ যাঁর জন্ম হবে, তিনি হবেন ঈশ্বরের পুত্র সেই পবিত্রজন।
প্র শোন, কন্যা, দেখ; তোমার সৌন্দর্যে রাজা আসক্ত হবেন।
উ যাঁর জন্ম হবে, তিনি হবেন ঈশ্বরের পুত্র সেই পবিত্রজন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - তোবিত ৪:১-৬,১৯–৫:১৭

তোবিয়াসের যাত্রা-শুরু

সেইদিনে তোবিতের সেই রুপোর কথা মনে পড়ল, যা তিনি মেদিয়ায় অবস্থিত রাজেশে গাবায়েলের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন; তখন তিনি ভাবলেন, ‘আমি যখন মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করেছি, তখন, মরবার আগে, আমার ছেলে তোবিয়াসকে ডেকে সেই রুপোর কথা তাকে জানাব না কেন?’ তিনি তাঁর ছেলে তোবিয়াসকে ডাকলেন, তাকে বললেন, ‘আমার মৃত্যু হলে তুমি আমাকে মর্যাদার সঙ্গে সমাধি দেবে; তোমার মাকে সম্মান করে চলবে, তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে তাঁকে ত্যাগ করবে না; তিনি যাতে প্রীতা, তা-ই তুমি করবে; তিনি দুঃখ পান, এমন অবকাশ তুমি কখনও সৃষ্টি করবে না। সন্তান, মনে রেখ, তুমি তাঁর গর্ভে থাকতে তিনি তোমার জন্য কতগুলো বিপদের সম্মুখীন না হয়েছেন। যখন তাঁর মৃত্যু হবে, তখন আমার পাশে একই সমাধিমন্দিরে তাঁকে সমাধি দেবে।

সন্তান, প্রতিদিন তুমি প্রভুকে স্মরণ করবে; পাপ কর্ম করবে না, তাঁর আজ্ঞাগুলো অমান্য করবে না। তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে সৎকর্ম করে চলবে; অন্যায্যতা-পথে পা বাড়াবে না। তুমি সত্যের সাধক হলে তোমার সমস্ত কর্ম সফল হবে, ঠিক যেমন তারই কর্ম সফল হয়, যে ধর্মময়তা পালন করে। সবকিছুতেই প্রভু পরমেশ্বরকে বল ধন্য। তাই চাও তাঁর কাছে: তিনি যেন তোমার পথসকল পরিচালনা করেন, যেন তোমার যত পথ ও সঙ্কল্প সফল করেন; কেননা এমন কোন জাতি নেই যা প্রজ্ঞার অধিকারী, বরং প্রভুই সমস্ত মঙ্গল মঞ্জুর করেন। প্রভু যাকে ইচ্ছা তাকে উন্নীত করেন কিংবা পাতালের গভীরে অবনমিত করেন। তাই এখন, সন্তান, এই সকল আজ্ঞা মনে রাখ; এগুলিকে তোমার হৃদয় থেকে মুছে যেতে দিয়ো না।

আর এখন, সন্তান, আমি তোমাকে এই কথা জানাচ্ছি যে, মেদিয়ায় অবস্থিত রাজেশে গাব্রিয়াসের ছেলে গাবায়েলের কাছে আমার দশ রুপোর মোহর গচ্ছিত রাখা আছে। আমরা গরিব হয়েছি, এর জন্য ভয় করো না। তোমার ঈশ্বরভয় থাকলে, তুমি সমস্ত পাপ এড়ালে, তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা মঙ্গলকর তা-ই করলে, তবেই তোমার মহত্তর ঐশ্বর্য হবে।’

তখন তোবিয়াস তাঁর পিতা তোবিতকে উত্তরে বলল, ‘পিতা, আপনি আমাকে যা করতে আজ্ঞা করেছেন, আমি তা করব। কিন্তু আমি যখন তাঁকে চিনি না, উনিও আমাকে চেনেন না, তখন পুঁজিটা কেমন করে ফিরিয়ে

নিতে পারব? উনি আমাকে চিনে যেন আমাকে বিশ্বাস করেন ও রুপোর তাল আমার হাতে তুলে দেন, এই উদ্দেশ্যে আমি তাঁকে কী চিহ্ন দিতে পারি? তাছাড়া মেদিয়ার মধ্যে এই যাত্রার জন্য যে কোন্ পথ আমাকে ধরতে হবে, তাও আমি জানি না।' উত্তরে তোবিত তাঁর ছেলে তোবিয়াসকে বললেন, 'আমরা দু'জনে এক দলিলে স্বাক্ষর দিয়েছিলাম, তা আমি দু'টুকরো করেছিলাম, যেন এক একজনের হাতে অর্ধেক দলিল থাকে। আমি সেই এক টুকরো নিয়েছিলাম, আর এক টুকরোটা রুপোর সঙ্গে রেখে এসেছিলাম। আজ কুড়ি বছর হল যখন আমি রুপোটা তার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম। এখন, সন্তান, এমন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজে বের কর যে তোমার সহযাত্রী হতে পারে। যতদিন তুমি ফিরে না আস, তাকে ততদিনের জন্য উপযুক্ত মজুরি দেব। পরে যাও, রুপোটা ফিরিয়ে আনতে গাবায়েলের কাছে যাত্রা কর।'

মেদিয়ার মধ্যে তার সঙ্গে যাত্রা করবে, পথ-জানা এমন লোকের খোঁজে তোবিয়াস বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়ে এসেই সে রাফায়েল দূতকে সামনে পেল—সে তো আদৌ জানত না, তিনি ঈশ্বরের এক দূত। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'বন্ধু, তুমি কোথাকার মানুষ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি তোমার ইস্রায়েলীয় ভাইদের একজন, কাজের অনুসন্ধানে এসেছি।' তোবিয়াস বলে চলল, 'তুমি কি মেদিয়ার মধ্যে যাবার পথ জান?' তিনি উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়! আমি বারবার সেখানে গিয়েছি, তার সকল পথ আমার ভালই জানা আছে। আমি মেদিয়ায় প্রায়ই গিয়েছি, গিয়ে মেদিয়ায় অবস্থিত রাজেশে বাস করে গাবায়েল নামে আমাদের এমন ভাইয়ের বাড়িতে থাকতাম। এক্‌বাতানা থেকে রাজেশ পর্যন্ত দু'দিনের পথ; রাজেশ পার্বত্য অঞ্চলে, আর এই এক্‌বাতানা সমতল ভূমিতে অবস্থিত।' তোবিয়াস তাঁকে বলল, 'বন্ধু, একটু অপেক্ষা কর, আমি আমার পিতাকে কথাটা জানিয়ে দিয়ে আসি। আমার দরকার আছে, তুমি আমার সঙ্গে যাত্রা করবে; আমি তোমাকে উপযুক্ত মজুরি দেব।' তিনি উত্তর দিলেন, 'দেখ, আমি অপেক্ষা করছি; কিন্তু বেশি দেরি করবে না।'

তোবিয়াস গিয়ে তাঁর পিতাকে কথা জানিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখুন, আমাদের ইস্রায়েলীয় ভাইদের মধ্য থেকে একজন লোককে পেয়েছি।' তিনি উত্তরে বললেন, 'তাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে এসো, যেন আমি জানতে পারি, সে কোন্ কুলের ও গোষ্ঠীর মানুষ; আবার, সন্তান, আমি যেন বুঝতে পারি, সে তোমার সঙ্গে যাত্রা করার মত বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি কিনা।' তোবিয়াস বাইরে গিয়ে লোকটিকে ডাকল, 'বন্ধু, আমার পিতা তোমাকে ডাকছেন।'

তিনি তাঁর বাড়ির ভিতরে গেলেন। তোবিত সর্বপ্রথমে তাঁকে স্বাগত জানালে অপরজন উত্তরে বললেন, 'আপনার প্রচুর আনন্দ হোক!' তোবিত বলে চললেন, 'আমার কী আনন্দ হতে পারে? আমি তো অন্ধ মানুষ; স্বর্গের আলো দেখতে পাই না; আমি সেই মৃতদেরই মত অন্ধকারে বসে আছি, যারা আলোর দর্শন আর পায় না। জীবিত হয়েও আমি মৃতদের সঙ্গেই বাস করছি; আমি মানুষদের কণ্ঠস্বর শুনি বটে, কিন্তু তাদের দেখতে পাই না।' তিনি তাঁকে উত্তর দিলেন, 'সাহস ধরুন! ঈশ্বর বেশি দেরি না করে আপনাকে নিরাময় করবেন। সাহস ধরুন!' তোবিত বলে চললেন, 'আমার ছেলে তোবিয়াস মেদিয়ার মধ্যে যাত্রা করতে ইচ্ছুক। তুমি কি তার সঙ্গে যাত্রা করে তাকে পথ দেখাতে পারবে? ভাই, আমি নিশ্চয় তোমাকে তোমার পাওনা দেব!' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি তার সঙ্গে যাত্রা করতে পারি; আমি সেই সকল পথ জানি। মেদিয়ার মধ্যে বারবার গিয়েছি; সেই অঞ্চলের সমস্ত সমতল ভূমি ও পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছি; তার সকল পথ জানি।' তোবিত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই, তুমি কোন্ কুল ও গোষ্ঠীর মানুষ? ভাই, একথা আমাকে জানাবে কি?' কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, 'আমার গোষ্ঠীর কথা জেনে আপনার কী লাভ?' তোবিত বললেন, 'তুমি যে কার্ ছেলে ও তোমার আসল নাম কী, এবিষয়ে আমি পুরা সত্য জানতে চাই।' দূত উত্তরে বললেন, 'আমি আজারিয়া, সেই মহান আনানিয়ার ছেলে, যিনি আপনার ভাইদের একজন।' তখন তোবিত বললেন, 'তোমায় স্বাগতম! তোমার মঙ্গল হোক, ভাই! ভাই, আমি যে তোমার কুল সম্বন্ধে পুরা সত্য জানতে চেয়েছি, এর জন্য কিছু মনে করো না। তাই তুমি আমার জ্ঞাতি; উত্তম ও সুনামের বংশের মানুষ! মহান সেই সেমেইয়ার দু'ছেলে আনানিয়া ও নাথানকে আমি চিনতাম। তারা আমার সঙ্গে যেরুসালেমে যাত্রা করে সেখানে আমার সঙ্গে উপাসনা করত; তারা সৎপথ ছেড়ে সরে যায়নি। তোমার ভাইয়েরা ভাল লোক; তুমি উত্তম মূলের মানুষ: স্বাগতম!'

তিনি বলে চললেন, 'তুমি ও আমার ছেলে—দু'জনের যা প্রয়োজন, তা ছাড়া আমি তোমাকে দিনে এক দ্রাক্মাও দেব। তাই তুমি এখন আমার ছেলের সঙ্গে যাত্রা কর, পরে এর চেয়ে আরও বেশি দেব।' দূত বললেন,

‘আমি তার সঙ্গে যাত্রা করব। আপনি ভয় করবেন না; আমরা সুস্থ হয়ে রওনা হব, সুস্থ হয়ে ফিরে আসব, কারণ পথ নিরাপদ।’ তোবিত তাঁকে বললেন, ‘ভাই, আশীর্বাদ তোমার উপর বিরাজ করুক!’ পরে ছেলেকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘সন্তান, যাত্রার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা প্রস্তুত করে তোমার এই ভাইয়ের সঙ্গে রওনা হও। স্বর্গে আছেন যিনি, সেই ঈশ্বর সেখান পর্যন্ত তোমাদের সুস্থ রাখুন, এবং সুস্থ শরীরে ও নিরাপদে তোমাদের আমার কাছে ফিরিয়ে আনুন। সন্তান, তাঁর দূত তোমাদের সঙ্গে পথ চলুন, তোমাদের রক্ষা করুন!’

তোবিয়াস যাত্রার জন্য নিজেকে তৈরি করল, তারপর পথে রওনা হওয়ার জন্য বেরিয়ে গিয়ে পিতামাতাকে চুম্বন করল। তোবিত তাকে বললেন, ‘তোমার যাত্রা শুভ হোক!’

শ্লোক তোবিত ৪:১৯; ১৪:৮ (লাতিন মূলপাঠ)

প্ সবকিছুতেই প্রভু পরমেশ্বরকে বল ধন্য। তাই চাও তাঁর কাছে: তিনি যেন তোমার পথসকল পরিচালনা করেন;
উ তোমার যত চিন্তা তাঁর উপরেই স্থাপিত হোক।
প্ সত্যের শরণে ও যথাশক্তিতে তা-ই করতে সচেষ্ট থাক, যা তাঁর গ্রহণীয়;
উ তোমার যত চিন্তা তাঁর উপরেই স্থাপিত হোক।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত ‘স্বীকারোক্তি’ ১০ম পুস্তক ৩৪

হে অনন্য আলো! তোমাকে দেখে ভাল না বেসে পারা যায় না!

হে আলো, যে আলো তোবিত দেখতে পাচ্ছিলেন যখন তাঁর মরচোখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হলেও তিনি নিজ সন্তানকে জীবনপথ দেখাচ্ছিলেন ও ভালবাসার পদক্ষেপে তাঁকে চালিত করছিলেন! হে আলো, যে আলো ইসায়াক দেখতে পাচ্ছিলেন যখন তাঁর দৈহিক চোখ বার্ধক্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ক্ষীণ হলেও তিনি নিজ সন্তানদের চিনে আশীর্বাদ করতে নয়, কিন্তু তাঁদের আশীর্বাদ করতে করতেই চিনতে যোগ্য হলেন। হে আলো, যে আলো যাকোব দেখতে পাচ্ছিলেন যখন বার্ধক্যের দরুন তিনিও চোখের আলো-বঞ্চিত হয়েও নিজ আলোময় হৃদয় দ্বারা নিজ সন্তানদের প্রতীকে উপস্থিত ভাবী জনগণের বংশধারাকে উদ্ভাসিত করলেন ও যোসেফ দ্বারা পাওয়া নাতিদের উপর হাত দু'টো রহস্যময়ভাবে আড়াআড়ি করে প্রসারিত করলেন: বাইরে থেকে তাঁদের পিতা যেভাবে ঠিক করতে চাচ্ছিলেন সেভাবে নয়, কিন্তু তিনি অন্তরে যেভাবে অনুভব করছিলেন সেইভাবে!

এ তো সেই আলো, যে আলো এক—যেভাবে তারাও এক, যারা তা দেখে ও ভালবাসে। কিন্তু যে পার্থিব আলোর কথা বলছিলাম, তা জগতের অন্ধ প্রেমিকদের জীবনে প্রবঞ্চনাপূর্ণ ও বিপজ্জনক মাধুর্য সঞ্চার করে। কিন্তু তবু, হে বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বর, তারা যখন জগতের মধ্য দিয়েও তোমার প্রশংসা করতে শেখে, তখন তা দ্বারা নিজেদের মগ্নতায় নিমজ্জিত হতে না দিয়ে বরং তোমার প্রশংসাগানে তা ধারণ করে: আর আমি তাই হতে আকাঙ্ক্ষা করি। আমি চক্ষু-লালসা রোধ করি, পাছে আমার পা জড়িয়ে পড়ে, যে পা দিয়ে আমি তোমার পথে এগিয়ে চলি; এবং তোমার দিকে অদৃশ্য চোখ তুলি, তুমি যেন *ফাঁদ থেকে আমার পা মুক্ত কর।* আমার পা মুক্ত করায় তুমি তো সদাই ব্যস্ত থাক, আমি কিন্তু ছড়িয়ে পড়া যত ফাঁদে অবিরতই হোঁচট খেয়ে থাকি; কারণ *হে ইস্রায়েলের রক্ষক, তুমি ঘুমিয়ে পড়বে না, নিদ্রামগ্নও হবে না।*

পোশাক, পাদুকা, বিভিন্ন দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি, ছবি ও চীনামাটি দিয়ে তৈরী নানা শিল্প ক্ষেত্রে মানুষ শিল্পকলা দ্বারা আর কতই না অগণিত কিছু চক্ষু-লালসায় যোগ করেছে যা প্রয়োজন, সদ্বিবেচনা ও ধর্মীয় প্রতীকের অতীত, যার ফলে বাইরে নিজেদের নির্মিত বস্তুর পিছনে যেতে যেতে, অন্তরে নিজেদের নির্মাতাকে ফেলে রেখে তাই ধ্বংস করে, যা দিয়ে তারা নির্মিত। আমি কিন্তু, হে আমার প্রভু, হে আমার গৌরব, আমি এ থেকেও তোমার উদ্দেশে একটা প্রশংসাগান জাগিয়ে তুলি, ও আমার পবিত্রতাদানকারীর কাছে স্তুতি-নৈবেদ্য নিবেদন করি। কেননা সেই সমস্ত সৌন্দর্য যা আত্মার মধ্য দিয়ে শিল্পীদের হাতে যায়, তা সেই সৌন্দর্য থেকেই আগত, যা আত্মার ঊর্ধ্বে, ও যার আকাঙ্ক্ষায় আমার আত্মা ব্যাকুল নিশিদিন।

কিন্তু যারা বাহ্যিক সৌন্দর্যের নির্মাতা ও তার অন্বেষী, তারা সৌন্দর্য থেকে তা অনুমোদন করার নিয়ম বের

করে, তা সদ্ব্যবহার করার নিয়ম কিন্তু বের করে না। অথচ নিয়মটা সেইখানে উপস্থিত, তারা কিন্তু তা দেখে না, তারা যদি তা দেখত, তবে তত দূরে যেত না, বরং নিজেদের শক্তি ক্লান্তিকর আমোদ-প্রমোদের মধ্যে ছড়িয়ে না দিয়ে তোমাতেই তা রক্ষা করত। আমি নিজে যে এসব কিছু বলছি ও বুঝতে পারছি, আমি নিজেও সেই সৌন্দর্য দ্বারা নিজেকে আসক্ত হতে দিই; কিন্তু তুমি তো আমাকে উদ্ধার কর, প্রভু; তুমি তো আমাকে উদ্ধার কর, কারণ *তোমার কৃপা আমার চোখের সামনে।* হ্যাঁ, এতে আমি হীনভাবেই ধরা পড়ি, আর তুমি দয়ার সঙ্গে আমাকে উদ্ধার কর—সময় সময় আমার অজান্তে, কারণ সামান্যই মাত্র পিছলে পড়েছিলাম; সময় সময় ব্যথারই সঙ্গে, কারণ তার মধ্যে সম্পূর্ণই নিমজ্জিত ছিলাম।

শ্লোক ১ থে ৫:৫,৬; সিরা ৩২:১৮ (লাতিন মূলপাঠ)

প্র তোমরা তো সকলে আলোরই সন্তান, দিনেরই সন্তান; আমরা তো রাত্রিরও নই, অন্ধকারেরও নই।
উ তাই আমরা যেন অন্য সকলের মত ঘুমিয়ে না থাকি, বরং জেগেই থাকি ও মিতাচারী হই।
প্র যে প্রত্যূষেই প্রভুর অন্বেষণ করে, সে আশীর্বাদ পায়।
উ তাই আমরা যেন অন্য সকলের মত ঘুমিয়ে না থাকি, বরং জেগেই থাকি ও মিতাচারী হই।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৯:৭–১০:৪

ইস্রায়েল-রাজ্যের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ

প্রভু যাকোবের প্রতি এক বাণী ছুড়লেন,
তা ইস্রায়েলের উপরে পড়ল।
সমস্ত জনগণ, এফ্রাইম ও সামারিয়ার অধিবাসীরা,
তারা সকলেই তা জানতে পারবে;
ওরাই তো দর্পে ও হৃদয়ের গর্বে বলছিল,
'ইট পড়ে গেল, আচ্ছা, আমরা পাথর দিয়েই গাঁথব;
ডুমুরগাছ কাটা হল, আচ্ছা, আমরা সেগুলোর জায়গায় এরসগাছ দেব।'
প্রভু ওদের বিরুদ্ধে রেজিনের বিরোধীদের প্রেরণা দিলেন,
ওদের শত্রুদের উত্তেজিত করলেন—
পুব থেকে আরামীয়েরা, পশ্চিম থেকে ফিলিস্তীনিরা,
তারাই হা করে ইস্রায়েলকে গ্রাস করল।
তা সত্ত্বেও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় না,
তাঁর হাত এখনও রয়েছে প্রসারিত।
আর যিনি তাদের প্রহার করছিলেন,
জনগণ তাঁর কাছে ফিরে আসেনি,
না, সেনাবাহিনীর প্রভুর অন্বেষণ তারা করেনি!
তাই প্রভু ইস্রায়েলের মাথা ও লেজ ছেঁটে দিলেন,
একদিনেই খেজুর ও ঝাউগাছ কেটে দিলেন।
প্রবীণ ও উচ্চপদস্থ মানুষই সেই মাথা;
মিথ্যার গুরু নবীই সেই লেজ।
এই জাতির পথদিশারীরাই এদের পথভ্রষ্ট করল,
তাতে চালিত যারা, তারা পথহারা হল।
এজন্য প্রভু তাদের যুবকদের রেহাই দেবেন না,

এতিম ও বিধবাদের প্রতিও করুণাবিষ্ট হবেন না,
কারণ তারা সকলে ধর্মভ্রষ্ট, সকলে ভক্তিহীন;
প্রতিটি মুখ জ্ঞানহীন কথা উচ্চারণ করে।
তা সত্ত্বেও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় না,
তাঁর হাত এখনও রয়েছে প্রসারিত।
হ্যাঁ, অধর্ম আগুনের মত জ্বলছে,
তা শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছ গ্রাস করছে;
বনের গভীরে জ্বলে উঠছে,
ঘন ঘন ধূম-স্তম্ভ উর্ধ্বের দিকে যাচ্ছে।
প্রভুর কোপে দেশে আগুন ধরেছে,
লোকেরা নিজেরাই যেন সেই আগুনের ইন্ধন;
আপন ভাইয়ের প্রতি কারও মমতা নেই!
তারা ডান দিকে সবকিছু ছিঁড়ে নেয়, অথচ এখনও ক্ষুধায় ভুগছে,
বাঁ দিকে গ্রাস করে, কিন্তু তাদের তৃপ্তি হয় না,
প্রত্যেকে নিজ বাহুর মাংস খেয়ে ফেলে।
মানাসে এফ্রাইমের বিরুদ্ধে,
এফ্রাইম মানাসের বিরুদ্ধে,
আবার উভয়ে মিলে যুদাকে আক্রমণ করছে।
তা সত্ত্বেও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় না,
তাঁর হাত এখনও রয়েছে প্রসারিত।
ধিক্ তাদের, যারা অন্যায়-বিধি জারি করে,
যারা অত্যাচারী বিধান রচনা করে,
ফলে যেন দুঃখীদের ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করতে পারে,
আমার জনগণের দীনহীনদের অধিকার চালাকি করে কেড়ে নিতে পারে,
বিধবাদের তাদের আপন শিকার করতে পারে,
এতিমদের সম্পদ লুট করতে পারে।
সেই শাস্তির দিনে, যখন দূর থেকে বিনাশ এসে পড়বে,
তখন তোমরা কী করবে?
রক্ষা পেতে কার্ কাছে ছুটে যাবে?
কোথায় রাখবে তোমাদের যত ধন?
বন্দিদের মধ্যে নত হওয়া,
মৃতদের মধ্যে পতিত হওয়া—এছাড়া তোমাদের জন্য অন্য পথ থাকবে না!
তা সত্ত্বেও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় না,
তাঁর হাত এখনও রয়েছে প্রসারিত।

শ্লোক বিলাপ ২:১ দ্রঃ

প্র সিয়োন কন্যা, আপন ক্রোধে প্রভু কেমন অন্ধকারে তোমাকে আচ্ছন্ন করেছেন!
উ তিনি স্বর্গ থেকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিলেন ইস্রায়েলের কান্তি।
প্র তিনি নিজের ক্রোধের দিনে স্মরণ করেননি তাঁর আপন পাদপীঠ।
উ তিনি স্বর্গ থেকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিলেন ইস্রায়েলের কান্তি।

শেষ পর্যন্ত যে নিষ্ঠাবান থাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে

যতবার আমরা সঙ্কট ও ক্লেশ সহ্য করি, ততবার এগুলো আমাদের পক্ষে সাবধান বাণী স্বরূপ, ও একইসঙ্গে আত্মসংস্কারের উপায় স্বরূপ; বস্তুতপক্ষে শাস্ত্র শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বস্তি দানের প্রতিশ্রুতি দেয় না; এমনকি সুসমাচার ক্লেশ, সঙ্কট ও স্খলনের কথা স্পষ্টই বলে। তবু সুসমাচার আমাদের নিশ্চিত করে যে, *যে কেউ শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে।* আদিপুরুষের কাছ থেকে আমরা কোন মঙ্গল পাইনি, বরং উত্তরাধিকার রূপে সেই মৃত্যু ও অভিশাপ পেলাম যার হাত থেকে আমাদের মুক্ত করতে খ্রীষ্টের আসবার কথা ছিল।

সুতরাং, ভাইবোনেরা, আমরা যেন অসন্তোষ না দেখাই, গজ গজ না করি। এবিষয়ে প্রেরিতদূত আমাদের সতর্ক করে বলেন, *তাদের মধ্যে কেউ কেউ গজ গজ করেছিল, যার ফলে সংহারক দূতের হাতে তাদের বিনাশ হয়েছিল।*

ভাইবোনেরা, আমাদের পিতৃপুরুষেরা যে যে যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন, আজকালের মানবজাতি তার চেয়ে নতুন ও অসাধারণ কী ভোগ করছে? আর শুধু তা নয়; আমরা কি এমন কথা বলতে পারি যে, তাঁদের যত যন্ত্রণা ও যত অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল, আমাদেরও তত যন্ত্রণা ও তত অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে? অথচ তুমি এমন মানুষকে পাবে, যারা নিজেদের কালের বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে; তারা নিশ্চিত আছে যে কেবল অতীতকাল মঙ্গলকর কাল ছিল। তবু আমরাও নিশ্চিত আছি যে, তারা যদি পিতৃপুরুষদের সেই অতীতকালে ফিরে যেতে পারত, তাহলে একই অসন্তোষ প্রকাশ করত। মূল কথা হচ্ছে এ, তুমি যদি অতীতকাল মঙ্গলময় বলে বিবেচনা কর, তাহলে এর কারণ হল, সেই কাল তোমার নিজের কাল আর নয়।

কিন্তু যখন তুমি অভিশাপ থেকে মুক্ত, ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি বিশ্বাসী, পবিত্র শাস্ত্রে দীক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ, তখন আমি বুঝতে পারি না কেমন করে তুমি ধারণা করতে পার যে, আদম এর চেয়ে মঙ্গলকর দিন দেখেছেন। তোমার পিতামাতাও আদমের উত্তরাধিকার বহন করেছেন।

আদমকেই বলা হয়েছিল, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তুমি খাবে ও মাটি চাষ করবে; তা থেকেই তুমি গৃহীত হয়েছিলে; আর মাটি তোমার জন্য কাঁটা ও শেয়ালকাঁটা উৎপন্ন করবে। এই তো আদমের কর্মের প্রতিফল, এই তো তাঁর লাভ, এই তো ঈশ্বরের ন্যায্য বিচারদন্ড। তবে তুমি কেন মনে কর, অতীতকাল তোমার একালের চেয়ে মঙ্গলকর? একথা ভেবে দেখ: প্রথম আদম থেকে আজকালের মানুষ পর্যন্ত পরিশ্রম, ঘাম, ক্লেশ ও কাঁটা ছাড়া আর কিছু নেই। আমাদের উপরেই কি কখনও জলপ্লাবন পড়ল? সেকালের মত আমাদের এ কালেও কি এমন ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের দিন কখনও দেখা দিল, যার ফলে আমরা এদিনের বিষয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সঙ্গতভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করব ও তাঁর সমালোচনা করব?

তাই চিন্তা কর সেই কাল কী প্রকার কাল ছিল। সেদিনের ইতিহাস শুনে বা পাঠ করে আমরা কি হতভম্ব হইনি? অতএব, আমাদের বর্তমানকাল নিয়ে গজ গজ করার চেয়ে আমাদের আনন্দই করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

শ্লোক সাম ৭৭:৬-৭,৩; ৫১:৩ দ্রঃ

℣ চিন্তা করি বিগত দিনগুলির কথা, অতীতকালের বছরগুলির কথা স্মরণ করি। রাতে আমার হৃদয়ে বাজতে থাকে একটি গান:

℟ আমাকে দয়া কর, পরমেশ্বর!

℣ সঙ্কটের দিনে প্রভুর অন্বেষণ করি, সারারাত আমার হাত অক্লান্তভাবে প্রসারিত থাকে; আমি চিৎকার করে বলি:

℟ আমাকে দয়া কর, পরমেশ্বর!

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - তোবিত ৬:১-১৯

দূতের সঙ্গে তোবিয়াসের যাত্রা

যুবকটি দূতের সঙ্গে রওনা হল; কুকুরও পিছু পিছু চলে তাদের সঙ্গে রওনা হল। তাঁরা একসঙ্গে হেঁটে চললেন; আর প্রথম সন্ধ্যা এলে তাঁরা রাত কাটাতে টাইগ্রীস নদীর ধারে থামলেন। পা ধুয়ে নেবার জন্য যুবকটি নদীতে নেমে গেছিল, এমন সময়ে, দেখ, বিরাট একটা মাছ জল থেকে লাফিয়ে উঠে ছেলেটির পা গ্রাস করতে চেষ্টা করল; আর সে চিৎকার করতে লাগল। কিন্তু দূত তাকে বললেন, 'মাছটা ধর! তাকে পালাতে দিয়ো না!' ছেলেটি মাছটাকে ধরতে পেরে ডাঙায় টেনে আনল। দূত তাকে বললেন, 'মাছটা কেটে পিত্তি, হৃৎপিন্ড ও যকৃত বের কর; সেগুলিকে রেখে অন্ত্ররাজি ফেলে দাও; কেননা পিত্তি, হৃৎপিন্ড ও যকৃত চিকিৎসার জন্য উপকারী হতে পারে।' ছেলেটি মাছটা কেটে পিত্তি, হৃৎপিন্ড ও যকৃত বের করল; পরে মাছের একটা অংশ রান্না করে খাওয়া-দাওয়া করল; এবং লবণ দিয়ে বাকি অংশটুকু বাঁচিয়ে রাখল।

পরে তাঁরা আবার যাত্রা করলেন যেপর্যন্ত মেদিয়ার কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন। তখন ছেলেটি দূতকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই আজারিয়া, মাছের পিত্তিতে, হৃৎপিন্ডে ও যকৃতে কেমন প্রতিকার থাকতে পারে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হৃৎপিন্ড ও যকৃত তুমি পুড়িয়ে দিলে তার ধূমে এমন পুরুষ বা মহিলা উপকৃত হবে, যাকে শয়তান বা অসৎ অপদূতে পেয়েছে; তেমন অসুস্থতা নিঃশেষ হয়ে যাবে, তার কোন চিহ্ন আর থাকবে না। অন্যদিকে পিত্তি তারই জন্য মলম হিসাবে ব্যবহার করা যায়, যার চোখের উপরে সাদা সাদা দাগ পড়েছে; মলম দেওয়ার পর সেই দাগের উপরে ফুঁ দিলে চোখ সুস্থ হয়ে ওঠে।'

তাঁরা মেদিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে এক্‌বাতানার বেশ কাছেই এগিয়ে আসছেন, এমন সময় রাফায়েল ছেলেটিকে বললেন, 'ভাই তোবিয়াস!' সে উত্তর দিল, 'এই যে আমি!' দূত বলে চললেন, 'আজ রাগুয়েলের বাড়িতে আমাদের রাত কাটাতে হবে; তিনি তোমার আপন জ্ঞাতি। তাঁর একটি মেয়ে আছে, তার নাম সারা; কিন্তু সারা ছাড়া তাঁর আর কোন ছেলে বা মেয়ে নেই। ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি বলে তোমারই অন্য কোন লোকের চেয়ে তাকে বিয়ে করার ও তার পিতার সম্পত্তি উত্তরাধিকাররূপে পাবার অধিকার আছে। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, সৎসাহসিনী, খুবই সুন্দরী; আর তার পিতা উত্তম মানুষ।' দূত বলে চললেন, 'তাকে বিয়ে করার অধিকার তোমার আছে। তবে, ভাই, শোন: আমি আজ সন্ধ্যায় মেয়েটির পিতার কাছে কথা বলব, যেন তিনি তাকে তোমার বাগ্‌দত্তা বধূ রূপে রাখেন। আমরা রাজেশ থেকে ফিরে এলে বিয়ের অনুষ্ঠান করব। আমি তো জানি, তিনি মেয়েটিকে তোমাকে দিতে অস্বীকার করতে পারেন না, অন্য কাউকে দেবেন বলেও কথা দিতে পারেন না; তেমনটি করলে মোশীর বিধান অনুসারে তিনি প্রাণদন্ডের যোগ্য হবেন, কেননা তিনি জানেন যে, অন্য সকলের আগে তোমারই তাঁর মেয়েকে পাওয়ার অধিকার আছে। তাই, ভাই, শোন। আজ সন্ধ্যায় আমরা মেয়েটির কথা উত্থাপন করে তাকে বধূরূপে গ্রহণ করতে যাচ্‌না করব। রাজেশ থেকে ফিরে আসার পথে আমরা তাকে তুলে আমাদের সঙ্গে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাব।'

তোবিয়াস রাফায়েলকে উত্তর দিলেন, 'ভাই আজারিয়া, আমি তো একথা শুনেছি যে, সাতবারই তার বিয়ে হয়েছে, আর তার প্রতিটি স্বামী যে রাতে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা, সেই রাতেই তার আপন মিলন-কক্ষেই মারা গেছে! তাছাড়া একথাও শুনেছি যে, একটা শয়তান তার সকল স্বামীকে খুন করে ফেলে। তাই আমার ভয় হয়: শয়তান ভালবাসায় কোন প্রতিযোগীকে সহ্য করে না; তার কোন অমঙ্গল ঘটায় না ঠিকই, কিন্তু যে কেউ তার কাছে যেতে চায়, শয়তান তাকে খুন করে ফেলে। এখন, আমি আমার পিতার একমাত্র সন্তান, আমার মরবার কোন ইচ্ছা নেই; আমার পিতামাতা সারা জীবন ধরে আমার উপরে শোক করবে, তা আমি চাই না; তাদের সমাধি দেওয়ার মত আমি ছাড়া তাদের আর অন্য সন্তান নেই।' দূত তাকে বললেন, 'তুমি কি তোমার পিতার নির্দেশবাণী ভুলে গেছ? তিনি তো তোমাকে সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়েছেন, যেন তুমি বধূরূপে তোমার কুলের একটি মেয়েকে নাও! তাই, ভাই, আমার কথা শোন: এই শয়তানের বিষয়ে তুমি তত ব্যস্ত হয়ো না; মেয়েটিকে নাও। আমি নিশ্চিত আছি, আজ সন্ধ্যায় মেয়েটিকে তোমাকে বধূরূপে দেওয়াই হবে! যখন তুমি

মিলন-কক্ষের ভিতরে যাবে, তখন সেই মাছের হৃৎপিণ্ড ও যকৃত নিয়ে তার এক টুকরো ধূপের আগুনের উপরে দাও। তাতে তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে, সেই শয়তান সেই দুর্গন্ধ ঘ্রাণ করতে বাধ্যই হবে, তখন পালিয়ে গিয়ে মেয়েটির কাছে আর কখনও দেখা দেবে না। পরে, তুমি তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে, তোমরা দু'জনে উঠে প্রার্থনা কর। স্বর্গের প্রভুকে মিনতি জানাও, যেন তাঁর অনুগ্রহ ও রক্ষা তোমাদের উপরে নেমে এসে অধিষ্ঠান করে। ভয় করো না: এই মেয়েটিকে অনাদিকাল থেকেই তোমার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে; তোমাকেই তাকে বাঁচাতে হবে; সে তোমার অনুসরণ করবে; আর আমি কথা দিচ্ছি, সে তোমাকে সন্তানাদি দেবে, যারা তোমার কাছে ভাইদের মত হবে। চিন্তা করো না!'

যখন তোবিয়াস রাফায়েলের কথা শুনে বুঝতে পারল যে, সারা তার বোন, অর্থাৎ তার নিজের পিতার কুলের জ্ঞাতিকন্যা, তখন তাকে এমনই ভালবেসে ফেলল যে, সারা থেকে নিজের হৃদয় আর ছিন্ন করতে পারল না।

শ্লোক তোবিত ৪:৫; ১৩:১১

প্র সন্তান, প্রতিদিন তুমি প্রভুকে স্মরণ করবে;
উ পাপ কর্ম করবে না, তাঁর আজ্ঞাগুলো অমান্য করবে না।
প্র যোগ্যরূপে প্রভুকে জানাও ধন্যবাদ, সর্বযুগের রাজাকে বল ধন্য।
উ পাপ কর্ম করবে না, তাঁর আজ্ঞাগুলো অমান্য করবে না।

দ্বিতীয় পাঠ - নিস্যার ধর্মপাল সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ, উপদেশ**

এই তো ঈশ্বরের অনুসন্ধানী বংশের মানুষ

আমাদের জীবনের যে কোন পরিস্থিতিতে সেই নবী দাউদ আমাদের কেমন মধুর সঙ্গী! সমস্ত আধ্যাত্মিক কালের জন্য তিনি কেমন উপযুক্ত! যে প্রাণগুলো আত্মার পথে অগ্রসর, সেই প্রাণগুলোর সমস্ত অবস্থা ও পর্যায়ের প্রতি তিনি কেমন সমরূপ! ঈশ্বরের সামনে যারা এখনও শিশু ও বালক, তিনি তাদের সঙ্গে খেলা করেন; পরিপক্ক মানুষের কাছে তিনি যুদ্ধ ও সংগ্রামে মিত্র বলে নিজেকে অর্পণ করেন; যুবকদের সুশিক্ষা দান করেন, বৃদ্ধদের সুস্থির করেন, সকলের প্রতি নিজেকে সবই করেন, যথা: সৈন্যদের অস্ত্র, কুশতিগিরদের ওস্তাদ, প্রতিযোগীদের ক্রীড়াঙ্গন, বিজয়ীদের জয়মালা, অন্নভোজে আনন্দ, আমাদের প্রিয়জনদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনে আমাদের কান্নায় সান্ত্বনা।

এ সামসঙ্গীতগুলির প্রথম সামসঙ্গীতে তিনি তোমাকে আদেশ দেন, তুমি যেন এমন মেষের মত হও, যে মেষ ঈশ্বর দ্বারা চারণমাঠে চালিত, ও ঘাস, খড় ও মিষ্টি জল পেয়ে মঙ্গলদানের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত। সর্বোত্তম পালক তোমার কাছে খাদ্য, আশ্রয়, পথ ও দিশারী রূপে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করেন, ও সমস্ত প্রয়োজনে উপযুক্তভাবে নিজ অনুগ্রহ বিতরণ করেন। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে দাউদ মণ্ডলীকে এ শিক্ষা দান করেন যে, সর্বপ্রথমে তোমাকে উত্তম পালকের মেষ হতে হবে, এমন মেষ যা উত্তম ধর্মশিক্ষা ও দীক্ষার মধ্য দিয়ে চারণমাঠে ও জলের উৎসধারায় চালিত, তুমি যেন দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে মৃত্যুতে সমাহিত হতে পার —যদিও তোমার পক্ষে তেমন মৃত্যু বরণ করতে ভয় করা নিষ্প্রয়োজন, কেননা এ মৃত্যু প্রকৃত মৃত্যু নয়, কিন্তু তার প্রতীক বা ছায়া মাত্র। বস্তুত *মৃত্যু-ছায়াতেও যদি চলি, আমি কোন অনিষ্টের ভয় করি না; তুমি যে আমার সঙ্গে আছ।*

তাছাড়া পবিত্রাত্মার পাচনি তোমাকে সান্ত্বনা দেয়, কারণ পবিত্র আত্মাই সান্ত্বনাদানকারী। তারপর তিনি আত্মিক অন্নভোজ সাজান, এমন অন্নভোজ যা অপদূতদের অন্নভোজের প্রতিরোধে সাজানো। পবিত্রাত্মার অন্নভোজ যাদের প্রতিরোধ, সেই অপদূতেরা প্রতিমাপূজা দ্বারা মানুষের জীবন বিকৃত করেছে; এজন্য তিনি আমাদের মাথা আত্মার তেলে অভিষিক্ত করেন, ও মানুষের অন্তর আনন্দিত করে তোলে এমন আঙুররসও ব্যবস্থা ক'রে তিনি আমাদের অন্তরে এমন মিতাচারী মত্ততা সঞ্চার করেন, যা নশ্বর ও অনিত্য বিষয় থেকে অনন্ত বিষয়েই মনকে উন্নীত করে। এজন্য তেমন মত্ততায় আসক্ত হলে মানুষ এ নিম্নলোকের জীবন ত্যাগ করে অনন্ত জীবন ধারণ করে ও চিরদিন ধরে প্রভুর গৃহে বাস করে।

এ সামসঙ্গীতে তেমন শিক্ষা বিস্তারিত ভাবে ব্যক্ত করার পর, দাউদ পরবর্তী সামসঙ্গীতে আমাদের প্রাণে এমন মহত্তর ও নিখুঁত আনন্দ জাগান, যার অর্থ স্বল্প কথায় ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি।

প্রভুরই তো পৃথিবী ও তার যত বস্তু। হে মানুষ, ঈশ্বর *পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন*, এতে বিস্মিত হওয়ার কী আছে? যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর স্রষ্টা, তিনি যে নিজ অধিকৃত স্থানে আসেন, এতে বিস্ময়কর ও অযৌক্তিক কিছু নেই। আসলে তিনি আলাদা এক জগতে নয়, নিজের দ্বারা নির্মিত ও সংগঠিত জগতেই তাঁবু খাটালেন : তিনি তো পৃথিবী জলরাশির উপরে স্থাপন করেছিলেন ও এমনটি করেছিলেন যেন তা নদনদীর উপরে উপযুক্ত ভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর তুমি যেন পাপের অতল থেকে মুক্ত হয়ে ও জয়যাত্রায় তথা সদ্‌গুণের শোভাযাত্রায় রাজ্যের রথে আসীন হয়ে তাঁর দ্বারা পর্বতে চালিত হতে পার, এ উদ্দেশ্যে ছাড়া তিনি কেনই বা সেই সব কিছু করেছিলেন? বস্তুত সদ্‌গুণাবলি তোমার সঙ্গী না হলে, তোমার হাত নিষ্কলঙ্ক না হলে, তোমার হৃদয় শুদ্ধ না হলে, অলীকতা থেকে প্রাণের দৃষ্টি না ফেরালে, ছলনা বর্জন না করলে সেই পর্বতে আরোহণ করতে তোমাকে দেওয়া হবে না। তেমন আরোহণের পুরস্কার হবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ; যারা আরোহণ করেছে, তারা ত্রাণেশ্বরের কাছ থেকে ধর্মময়তার ধন পাবে।

এই তো তাঁর অনুসন্ধানী বংশের মানুষ, যে মানুষ সদ্‌গুণাবলির মধ্য দিয়ে আরোহণ করে ও *তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করে, হে যাকোবের ঈশ্বর।*

শ্লোক সাম ১০৫:৩-৪; লুক ৯:৬২

প্‌ প্রভুর অন্বেষীদের অন্তর আনন্দিত হোক।
উ প্রভু ও তাঁর শক্তির সন্ধান কর, অনুক্ষণ তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর।
প্‌ যে কেউ লাঙলে হাত দিয়ে পিছনে ফিরে তাকায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযোগী নয়।
উ প্রভু ও তাঁর শক্তির সন্ধান কর, অনুক্ষণ তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ২৮:১-৬,১৪-২২

সামারিয়ার বিরুদ্ধে ও যুদা-নেতাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

এফ্রাইমের মাতালদের দর্পমুকুটকে ধিক্‌!
তার জ্যোতির্ময় শোভার যে ক্ষণস্থায়ী ফুল উর্বর উপত্যকার মাথায় রয়েছে,
আঙুররসে পরাভূত যত লোকদের সেই নগরকে ধিক্‌!
দেখ, প্রভু দ্বারা প্রেরিত হয়ে
প্রতাপশালী ও শক্তিমান এক পুরুষ
শিলা-ঝড়ের মত, প্রলয়ঙ্করী ঝঞ্ঝার মত,
প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত সবকিছুই নিজের হাতে ভূমিসাৎ করে।
এফ্রাইমের মাতালদের সেই দর্পমুকুট
পদতলে মাড়িয়ে দেওয়া হবে ;
এবং তার জ্যোতির্ময় ভূষণের সেই যে ক্ষণস্থায়ী ফল,
যা উর্বর উপত্যকার মাথায় রয়েছে,
তার দশা হবে এমন আশুপক্ক ডুমুরফলের মত,
যা উপযুক্ত কালের আগে দেখা দেয় :
তা দেখে লোকে পেড়ে নেয় ; হাতে পাওয়ামাত্রই তা খায়।
সেদিন সেনাবাহিনীর প্রভুই তাঁর আপন জনগণের অবশিষ্টাংশের জন্য

হবেন মহিমময় মুকুট ও জ্যোতির্ময় শিরোভূষণ;
যারা বিচারাসনে বসে,
তাদের জন্য তিনি হবেন ন্যায়বিচারের প্রেরণা,
যারা নগরদ্বারে আক্রমণ রোধ করে,
তাদের জন্য হবেন পরাক্রম।
সুতরাং, হে বিদ্রূপকারী মানুষের দল,
যেরুসালেমের এই জাতির শাসনকর্তারা,
প্রভুর বাণী শোন;
তোমরা নাকি বলছ:
'আমরা মৃত্যুর সঙ্গে সন্ধি স্থির করেছি,
পাতালের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি;
তাই সংহারকের কশা এদিক দিয়ে এলে আমাদের নাগাল পাবে না,
কারণ আমরা মিথ্যাকে আমাদের আশ্রয় করেছি,
ছলনার আড়ালে লুকিয়েছি।'
অতএব পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন:
'দেখ, আমি সিয়োনে ভিত্তিমূলের জন্য
যাচাই-করা মহামূল্যবান একটা সংযোগপ্রস্তর স্থাপন করছি;
যে কেউ বিশ্বাস করে, সে টলবে না।
আমি ন্যায়বিচারকে করব মানদণ্ড,
ধর্মময়তাকে করব ওলন।'
শিলাবৃষ্টি তোমাদের ওই মিথ্যার আশ্রয় দূরে ঝেড়ে ফেলবে,
জলরাশি তোমাদের ওই লুকোনোর স্থান ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।
মৃত্যুর সঙ্গে তোমাদের ওই সন্ধি মুছে ফেলা হবে,
পাতালের সঙ্গে তোমাদের ওই চুক্তি দাঁড়াতে পারবে না।
সংহারকের কশা যখন ওদিক দিয়ে যাবে,
তখন তার পায়ে তোমাদের মাড়িয়ে দেওয়া হবে।
তা যতবার আসবে, ততবার তোমাদের ধরবে,
আর আসলে তা প্রতি সকালেই আসবে—
দিনের পর দিন, রাতের পর রাত!
কেবল বিভীষিকার জোরেই তোমরা একথা বুঝবে।
কারণ গা প্রসারিত করার পক্ষে বিছানা খাটো,
গায়ে জড়াবার পক্ষে কম্বল ছোট!
হ্যাঁ, প্রভু উত্থিত হবেন,
যেমন পেরাজিম পর্বতের উপরে তিনি উত্থিত হয়েছিলেন;
তিনি ক্রুদ্ধ হবেন,
যেমন গিবেয়োন-উপত্যকায় ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন;
এভাবে তিনি তাঁর আপন কর্মের, তাঁর সেই রহস্যময় কর্মের সিদ্ধি ঘটাবেন,
তাঁর আপন কর্ম, তাঁর সেই অসাধারণ কর্ম সম্পন্ন করবেন।
সুতরাং তোমরা তোমাদের বিদ্রূপ বন্ধ কর,
পাছে তোমাদের শেকল আরও শক্ত হয়;
কারণ সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর কাছ থেকে
আমি সারা পৃথিবী সম্বন্ধে উচ্ছেদ-বিধির কথা শুনেছি।

শ্লোক ১ পি ২:৬; সাম ১১৮:২২

℟ দেখ, আমি সিয়োনে বেছে নেওয়া মহামূল্যবান একটা সংযোগপ্রস্তর স্থাপন করছি;
℣ যে কেউ তার উপর বিশ্বাস রাখে, সে আশাভ্রষ্ট হবে না।
℟ গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটি প্রত্যাখ্যান করল, তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর।
℣ যে কেউ তার উপর বিশ্বাস রাখে, সে আশাভ্রষ্ট হবে না।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৩য় পুস্তক ২

আমরা ভাবী বিচারের অপেক্ষায় আছি

দেখ, আমি সিয়োনে ভিত্তিমূলের জন্য যাচাই-করা মহামূল্যবান একটা সংযোগপ্রস্তর স্থাপন করছি; যে কেউ বিশ্বাস করে, সে টলবে না। সুতরাং, তিনি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে মনোনীত, মহামূল্যবান ও ঈশ্বরত্বের লাবণ্য ও গৌরবের জন্য উৎকৃষ্ট সংযোগপ্রস্তর বলে অভিহিত করেন। তিনিই তো সিয়োনের, অর্থাৎ মণ্ডলীর ভিত্তিমূল, প্রত্যাশা, কেন্দ্রবিন্দু ও অটল ভিত; আর একথা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, এ ভিত স্বয়ং পিতা দ্বারাই স্থাপিত।

তিনি খ্রীষ্টকে সংযোগপ্রস্তরই বলে অভিহিত করেন, কারণ তিনি অনন্য বিশ্বাস দ্বারা ইস্রায়েল জাতি ও বিজাতিকে সংযোগ করেন; বাস্তবিকই গৃহের কোণে পাশাপাশি দেওয়াল দু'টো এক দেওয়ালে সংযুক্ত হয়। আর যে ব্যক্তি তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, সে টলবে না। লক্ষ কর, তিনি কেমন করে বিশ্বাসীদের স্বস্তি দেন, ও দুঃখীদের কাছে সুসমাচারের আলোতে যাপিত জীবনের মুক্তি প্রকাশ করেন। বস্তুত তিনি বলেন, হে দুঃখী, সিয়োনের ভিত্তিমূলে আমি মনোনীত এক প্রস্তর স্থাপন করছি। তেমন প্রস্তরের উপযোগিতা কী? তাতে যে বিশ্বাস করবে, সে টলবে না। এ বচনে তিনি এমন উপদেশ দেন, মানুষ যেন নিষ্প্রয়োজন ও অকেজো প্রতীক থেকে দূরে গিয়ে বিধানের ভারী বোঝা থেকে মাথা সরিয়ে দেয়, এবং এর স্থানে সে যেন বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে অনুগ্রহই আলিঙ্গন করে ও খ্রীষ্টে সেই ভারমুক্ত ধর্মময়তা লাভ করে। তিনি বলেন, আমি বিচারকে আশায়, ও আমার দয়াকে দাঁড়িপাল্লায় রাখব; আর আসলে ত্রাণকর্তা নিজেও এপ্রকার কথা বলেছেন, *পিতা নিজে কারও বিচার না করে সমস্ত বিচারের ভার পুত্রের হাতে ন্যস্ত করেছেন, যেন সকলে যেমন পিতাকে সম্মান দিয়ে থাকে, তেমনি পুত্রকেও সম্মান করে।*

একথা উপলব্ধি করে পল বলেন, *আমাদের সকলকেই খ্রীষ্টের বিচারাসনের সামনে এসে প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়াতে হবে, যেন প্রত্যেকে দেহে থাকাকালে যা কিছু করেছে, তা ভাল হোক কি মন্দ হোক, সেই অনুসারে প্রতিফল পায়।* এজন্য আমরা ভাবী বিচারের অপেক্ষায় রয়েছি, ও প্রত্যেকের পক্ষে উপযুক্ত মাত্রা অনুসারে ও নিজ নিজ সৎকর্ম অনুসারে দয়ারও প্রত্যাশায় রয়েছি। এর অর্থ এ, আমাদের পক্ষে সেই দয়া বিচারকের দাঁড়িপাল্লায় রয়েছে, অর্থাৎ ন্যায় ও মমতার মাত্রা অনুসারেই দয়া বর্ষিত।

শ্লোক ১ পি ২:৪,৫; শিষ্য ৪:১১

℟ জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে এগিয়ে এসে
℣ তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক বলি উৎসর্গ করতে পার।
℟ এই তো সেই প্রস্তর, যা সংযোগপ্রস্তর হয়ে উঠেছে।
℣ তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক বলি উৎসর্গ করতে পার।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - তোবিত ৭:১,৮-১৭; ৮:৪-১৬

সারার সঙ্গে বোবিয়াসের বিবাহ

এক্‌বাতানায় একবার প্রবেশ করে তোবিয়াস বলল, 'ভাই আজারিয়া, আমাকে সরাসরি আমাদের ভাই রাগুয়েলের কাছে নিয়ে যাও।' দূত তাকে রাগুয়েলের বাড়িতে নিয়ে গেলেন; তাঁরা তাঁকে পেলেন, তিনি উঠানের দরজার কাছে বসে ছিলেন। তাঁরা সর্বপ্রথমে তাঁকে স্বাগত জানালে তিনি উত্তর দিলেন, 'স্বাগতম, ভাই; তোমাদের মঙ্গল হোক!' তাই বলে তিনি তাঁদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। পরে তিনি পালের একটা ভেড়া কাটলেন এবং তাঁদের হৃদ্যতাপূর্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁরা স্নান করলেন, আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া সেরে নিলেন, এবং একবার ভোজে বসলে তোবিয়াস রাফায়েলকে বলল, 'ভাই আজারিয়া, রাগুয়েলকে বল, তিনি যেন আমার বোন সারাকে বধূরূপে আমাকে দেন।' রাগুয়েল কথাটা শুনে ফেললেন; তিনি যুবকটিকে বললেন, 'এখন তুমি খাও-দাও; আনন্দ করেই এই সন্ধ্যা কাটাও, কারণ আমার জ্ঞাতি এই তুমি ছাড়া আমার মেয়ে সারাকে নেবার অধিকার আর কারও নেই; আর আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে তাকে দেব এমন অধিকার আমারও নেই, কারণ তুমি আমার ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি। তথাপি, সন্তান, আমি মুক্তকণ্ঠেই তোমার কাছে সত্য প্রকাশ করতে চাই। আমি সাতবার তার বিয়ে দিয়েছি: সকল স্বামী আমাদের ভাইদের মধ্য থেকেই বেছে নেওয়া; আর সকলে সেই প্রথম রাতেই তার কক্ষে যেতে না যেতেই মারা গেল। কিন্তু আপাতত, সন্তান, তুমি খাও-দাও; প্রভু আমাদের জন্য চিন্তা করবেন।' কিন্তু তোবিয়াস বলল, 'না, আপনি আমার সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত আমি খাব না।' রাগুয়েল উত্তর দিলেন, 'আচ্ছা, সিদ্ধান্ত নিলাম! যখন মোশীর পুস্তকের নির্দেশ অনুসারেই মেয়েটিকে তোমাকে দেওয়া হচ্ছে, তখন স্বর্গই নির্ধারণ করেছে, মেয়েটিকে তোমাকে দেওয়া হোক। সুতরাং তোমার বোনকে গ্রহণ করে নাও, এখন থেকে তুমি তার ভাই আর সে তোমার বোন। মেয়েটিকে আজ থেকে সবসময়ের জন্যই তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। সন্তান, স্বর্গের প্রভু এই রাতে তাঁর অনুগ্রহ দানে তোমাদের আশীর্বাদ করুন, তাঁর দয়া ও শান্তি তোমাদের মঞ্জুর করুন!' রাগুয়েল মেয়ে সারাকে ডাকিয়ে আনলেন; সে এসে উপস্থিত হলে তিনি তার হাত ধরে তাকে তোবিয়াসের হাতে এই বলে সম্প্রদান করলেন: 'আমি একে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি; বিধান এবং মোশীর পুস্তকে লেখা বিধি অনুসারে একে তোমার বধূরূপে দেওয়া হচ্ছে। একে গ্রহণ করে নাও, এবং সুস্থ শরীরে ও নিরাপদেই একে তোমার পিতার বাড়িতে নিয়ে যাও। স্বর্গেশ্বর তাঁর শান্তি দানে তোমাদের আশীর্বাদ করুন।' তখন তিনি মেয়েটির মাকে ডেকে লেখার জন্য কিছু কাগজ চেয়ে বিবাহ-চুক্তি লিখে নিলেন, আর এইভাবে মোশীর বিধানের নির্দেশমত তাঁর আপন মেয়েকে বধূরূপে তোবিয়াসের হাতে তুলে দিলেন। এরপর তাঁরা খাওয়া-দাওয়া শুরু করলেন।

পরে রাগুয়েল তাঁর স্ত্রী এদ্‌নাকে কাছে ডেকে বললেন, 'বোন আমার, অপর কক্ষটা প্রস্তুত করে মেয়েটিকে তার ভিতরে নিয়ে যাও।' তিনি গিয়ে আদেশমত কক্ষের বিছানা প্রস্তুত করলেন, পরে মেয়েটিকে সেখানে নিয়ে গেলেন। তিনি মেয়েটির জন্য চোখের জল ফেললেন, পরে চোখের জল মুছে তাকে বললেন, 'কন্যা আমার, সাহস ধর; স্বর্গের প্রভু তোমার দুঃখ আনন্দে পরিণত করুন। কন্যা আমার, সাহস ধর!' আর তাই বলে তিনি বাইরে চলে গেলেন।

এদিকে অন্যান্যরা বাইরে গিয়ে কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তোবিয়াস বিছানা ছেড়ে উঠে সারাকে বলল, 'বোন, ওঠ! এসো, প্রার্থনা করি, প্রভুর কাছে যাচ্‌না করি, যেন তাঁর অনুগ্রহ ও রক্ষা পেতে পারি।' সারা উঠে দাঁড়াল, এবং দু'জনে প্রার্থনা করতে লাগল, যাচ্‌না করল যেন তাদের উপরে রক্ষা নেমে এসে অধিষ্ঠান করে; তোবিয়াস বলল:

'হে আমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর, তুমি ধন্য,
  যুগযুগ ধরে তোমার নামও ধন্য!
  আকাশমণ্ডল ও নিখিল সৃষ্টি চিরকাল ধরে তোমাকে বলুক, ধন্য!
তুমিই আদমকে গড়েছ,

তাঁর বধূ হবাকেও তুমিই গড়েছ,
তিনি যেন হন আদমের সাহায্য ও অবলম্বন স্বরূপ।
তাঁদের দু'জন থেকে গোটা মানবজাতির জন্ম হল।
তুমিই বলেছ:
মানুষের একা থাকা ভাল নয়;
তার জন্য আমরা তার মত এক সাহায্যকারিণী নির্মাণ করব।
তাই আমি এখন আমার এই বোনকে বরণ করে নিচ্ছি
দেহলালসার আকর্ষণে নয়, বরং সৎ অভিপ্রায়ের সঙ্গে।
প্রসন্ন হয়ে তার প্রতি ও আমার প্রতি তোমার দয়া দেখাও,
বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত একসঙ্গেই আমাদের চালনা কর।'

এবং দু'জনে একসঙ্গে বলল, 'আমেন, আমেন!' তারপর সারারাত ধরে ঘুমাল।

কিন্তু রাগুয়েল বিছানা ছেড়ে উঠলেন; চাকরদের ডেকে তিনি তাদের সঙ্গে একটা কবর খুঁড়তে গেলেন; কেননা মনে মনে তিনি বলছিলেন, 'সে যেন না মরে! আমরা তো বিদ্রূপ ও ঘৃণার বস্তু হয়ে যাব!' তাঁরা কবরটা খোঁড়া শেষ করলে রাগুয়েল বাড়ির মধ্যে ফিরে গেলেন; স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'চাকরানীদের একজনকে কক্ষে পাঠাও, সে দেখুক, তোবিয়াস বেঁচে আছে কিনা; কেননা সে যদি মরে গিয়ে থাকে আমরা তাকে সমাধি দেব, আর কেউই কিছু জানতে পারবে না।' তাঁরা চাকরানীকে আগে আগে পাঠিয়ে দিলেন, এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে দরজা খুলে দিলেন; চাকরানী কক্ষের ভিতরে গেল, সে দেখল, দু'জনে একসঙ্গে ঘুমিয়ে আছে, গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। চাকরানী বেরিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে তাঁদের বলল, ছেলেটি বেঁচে আছে, অমঙ্গলকর কিছুই ঘটেনি। তাঁরা তখন স্বর্গেশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে উঠলেন: 'হে পরমেশ্বর, তুমি সমস্ত শুদ্ধ-পবিত্র ধন্যবাদে ধন্য! তুমি যেন অধিক ধন্যবাদের পাত্র হতে পার! তুমি ধন্য, কারণ আমাকে আনন্দিত করে তুলেছ। আমি যা ভয় করছিলাম, তা ঘটেনি, তুমি বরং মহাদয়াই আমাদের প্রতি দেখিয়েছ।'

শ্লোক তোবিত ১২:৬ দ্রঃ

℟ ধন্য ঈশ্বর! তোমরা সকল প্রাণীর সামনে তাঁর মহিমাকীর্তন কর,
℣ কারণ তোমাদের প্রতি তিনি মঙ্গল সাধন করেছেন।
℟ ধন্য কর তাঁর নাম, কর তাঁর নামগান! সর্বজাতির সামনে ঈশ্বরের কর্মকীর্তি যোগ্যরূপে ঘোষণা কর,
℣ কারণ তোমাদের প্রতি তিনি মঙ্গল সাধন করেছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৪**

সে-ই বিবাহোৎসবের ক্ষণ, যে ক্ষণে দেহধারণ রহস্য গুণে প্রভু মণ্ডলীকে নিজের সঙ্গে মিলিত করলেন

বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যে প্রসন্ন হয়ে উৎসবে যোগ দিলেন, এমনকি নিমন্ত্রিতদের আনন্দিত করার জন্য একটা অলৌকিক কর্মও সাধন করলেন, তেমন ব্যাপার স্বর্গীয় রহস্যগুলির প্রতীকমূলক অর্থ ছাড়া আক্ষরিক বর্ণনায়ও আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করে তোলে।

কেননা নির্মল বাসরে ও যথোচিত শুচিতা অনুযায়ী উদ্‌যাপিত বিবাহে যদি লেশমাত্র দোষ থাকত, তবে প্রভু বিবাহোৎসবে মোটেই যোগ দিতেন না, প্রথম চিহ্নকর্ম দ্বারা বিবাহ পবিত্র করতেও সম্মত হতেন না। কিন্তু দাম্পত্য-শুচিতা শ্রেয়, বিধবাদের যৌনসঙ্গম বিরতি শ্রেয়তর, ও সিদ্ধ কৌমার্য শ্রেষ্ঠ; এজন্য সমস্ত জীবনাশ্রমের প্রতি নিজ সম্মতি জানানোর অভিপ্রায়ে, কিন্তু একইসময়ে প্রতিটি জীবনাশ্রমের গুণ নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে তিনি কুমারী মারীয়ার অক্ষুণ্ন গর্ভে জন্ম নিতে প্রসন্ন হলেন, নবজাত অবস্থায় বিধবা আন্নার ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা আশীর্বাদপূত হলেন, এবং যৌবনকালে দম্পতি দ্বারা বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে নিজ সর্বশক্তিশালী উপস্থিতিতে তাদের মর্যাদা দেখালেন।

কিন্তু প্রতীকমূলক অর্থের আনন্দ এর চেয়ে গভীরতম, কেননা পৃথিবীতে যাঁর অলৌকিক কাজ করার কথা ছিল, সেই ঈশ্বরের পুত্র বিবাহোৎসবে যোগ দিলেন যাতে এ শিক্ষা দিতে পারেন যে, তিনিই সেই ব্যক্তি, নবীয় অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে সামসঙ্গীত-রচয়িতা যাঁর কথা সূর্যের প্রতীকাকারে গান করেছিলেন: *বরের মত বাসর থেকে বেরিয়ে এসে সূর্য বীরের মত মেতে ওঠে পথে দৌড়োবার জন্য। আকাশের এক প্রান্ত থেকে উঠে সে অপর প্রান্তে পরিক্রমা করে।* অন্যত্র তিনি নিজেই নিজের বিষয়ে ও তাঁর আপনজনদের বিষয়ে একথা বলেন, *বর সঙ্গে থাকতে কি বরযাত্রীরা বিলাপ করতে পারে? কিন্তু এমন দিনগুলি আসবে, যখন বরকে তাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হবে; তখন তারা উপবাস করবে।* বাস্তবিকই, যেসময় আমাদের ত্রাণকর্তার দেহধারণের কথা পিতৃপুরুষদের কাছে প্রথম প্রতিশ্রুত হয়েছিল, সেসময় থেকে বরাবর সেই দেহধারণ পুণ্যজনদের অশ্রু ও বিলাপের মধ্যে প্রতীক্ষিত হয়েছে—যতদিন না প্রতিশ্রুতি সিদ্ধি লাভ করল।

একই প্রকারে পুনরুত্থানের পর খ্রীষ্ট যখন স্বর্গে আরোহণ করলেন, তখন থেকে ভক্তদের প্রত্যাশা তাঁর পুনরাগমনের উপরেই নির্ভর করে। সুতরাং, যেসময় তিনি মানুষদের মাঝে জীবনযাপন করছিলেন, কেবল সেই সময়েই শিষ্যেরা কাঁদতে ও বিলাপ করতে পারেননি, কারণ যাঁকে তাঁরা আধ্যাত্মিক ভাবে ভালবাসছিলেন, তাঁর উপস্থিতি শারীরিক রূপেও ভোগ করছিলেন। অতএব, খ্রীষ্ট হলেন বর, ও মণ্ডলী তাঁর কনে: বরের সন্তানেরা, অর্থাৎ বর-কনের মিলনের সন্তানেরা হল সেই সকল মানুষ যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী; আর সে-ই হলো বিবাহোৎসবের ক্ষণ, যে ক্ষণে দেহধারণ রহস্য গুণে তিনি পুণ্যময়ী মণ্ডলীকে নিজের সঙ্গে মিলিত করলেন।

তাই অনুমান করা যায়, দৈবাৎ নয় বরং প্রকৃত রহস্যের ভিত্তিতেই তিনি পৃথিবীতে উদ্‌যাপিত পার্থিব বিবাহোৎসবে যোগ দিলেন—তিনি তো মণ্ডলীকে নিজের সঙ্গে আত্মিক ভালবাসায় মিলিত করতেই স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন, আর তাঁর বাসর ছিল তাঁর পরমশুচি জননীর গর্ভ: তেমন গর্ভেই ঈশ্বর মানবস্বরূপের সঙ্গে মিলিত হলেন, এবং মণ্ডলীকে নিজের সঙ্গে মিলিত করার জন্য তিনি বর রূপে সেই গর্ভ থেকে বেরিয়ে এলেন। বিবাহোৎসব প্রথম উদ্‌যাপিত হল সেই যুদেয়ায়, যেখানে ঈশ্বরের পুত্র প্রসন্ন হয়ে মানুষ হলেন, নিজ দেহের সহযোগিতায় মণ্ডলীকে পবিত্রিত করলেন, ও পবিত্রাত্মাকে অগ্রিমদান রূপে দান করে মণ্ডলীকে বিশ্বাসে সুস্থির করলেন। কিন্তু সকল জাতি যখন বিশ্বাসে আহূত হল, তখন সেই বিবাহোৎসবের আনন্দ পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

শ্লোক ১ যোহন ৩:১; ২ পি ১:৪ দ্রঃ

প্র পিতা কি অগাধ ভালবাসা আমাদের দান করেছেন:
উ এখন আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই!
প্র খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বর আমাদের ঐশস্বরূপের সহভাগী হবার অধিকার দান করলেন:
উ এখন আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই!

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - মিখা ১:১-৯; ২:১-১১

সামারিয়া ও যেরুসালেমের বিরুদ্ধে বাণী

যুদা-রাজ যোথাম, আহাজ ও হেজেকিয়ার সময়ে প্রভুর এই বাণী মোরেসেৎ-বাসী মিখার কাছে এসে উপস্থিত হল। তিনি সামারিয়া ও যেরুসালেম সম্বন্ধে এই দর্শন পান।

হে জাতিসকল, তোমরা সকলে শোন!
হে পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, মনোযোগ দাও!
প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হোন,
তাঁর পবিত্র মন্দির থেকেই প্রভু সাক্ষী হোন!

কেননা দেখ, প্রভু তাঁর আবাস ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন,
তিনি নেমে দেশের উচ্চস্থানগুলির পথে পথে চলাচল করছেন;
তাঁর নিচে পর্বতমালা গলে যায়,
যত উপত্যকা ফেটে যায় আগুনের সামনে মোমের মত,
ঢালু স্থানের উপরে ঢালা জলের মত।
তেমন কিছু ঘটছে যাকোবের বিদ্রোহ-কর্মের কারণে,
ঘটছে ইস্রায়েলকুলের পাপকর্মের কারণে।
যাকোবের বিদ্রোহ-কর্ম কী? সামারিয়া কি নয়?
যুদার পাপ কী? যেরুসালেম কি নয়?
তাই আমি সামারিয়াকে খোলা মাঠে ফেলানো ধ্বংসস্তূপ করব,
আঙুরলতা পোঁতবার স্থান করব।
তার পাথরগুলো উপত্যকায় গড়িয়ে ফেলে দেব,
তার ভিত্তিমূল অনাবৃত করব।
তার যত প্রতিমা টুকরো টুকরো করা হবে,
তার যত উপহার আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে,
আমি তার সেই সকল দেবমূর্তি একেবারে বিধ্বস্ত করব,
কেননা বেশ্যাচারের মূল্যেই তা সঞ্চিত হয়েছে,
তাই আবার বেশ্যাচারের মূল্য হয়ে যাবে।
এজন্য আমি গর্জন করব ও হাহাকার করব,
খালি পায়ে ও উলঙ্গ হয়েই আমি বেড়াব,
শিয়ালের মত গর্জন-তর্জন করব,
উটপাখির মত শোকার্ত স্বরধ্বনি তুলব;
কারণ তার ক্ষতস্থান নিরাময়ের অতীত,
তা যুদা পর্যন্তই বিস্তৃত,
আমার আপন জাতির নগরদ্বার পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত,
যেরুসালেমে পর্যন্তই বর্তমান!
ধিক্ তাদের, যারা শয্যায় শুয়ে শুয়ে
অধর্মের কথা ভাবে ও দুরভিসন্ধি করে;
ভোরের প্রথম আলোয় তারা তা সাধন করে,
কারণ ক্ষমতা তাদেরই হাতে।
তারা জমির প্রতি লোভ করে সবই জোর করে দখল করে,
বাড়ি-ঘরের প্রতিও লোভ করে সবই কেড়ে নেয়;
তাতে তারা মানুষ ও তার ঘরের উপর,
মালিক ও তার উত্তরাধিকারের উপর অত্যাচার চালায়।
এজন্য প্রভু একথা বলছেন:
দেখ, এই বংশের মানুষদের বিরুদ্ধে আমি এমন অমঙ্গল কল্পনা করি,
যা থেকে তোমরা তোমাদের ঘাড়কেও রেহাই দিতে পারবে না,
মাথা উঁচু করেও হেঁটে বেড়াতে পারবে না,
কারণ সেই সময় অমঙ্গলের সময়।
সেইদিন তোমাদের বিষয়ে এক প্রবাদ রচিত হবে,
এবং এই বিলাপগান গাওয়া হবে:
'আমাদের নিতান্ত সর্বনাশ হয়েছে!

আমার জাতির অধিকার হস্তান্তর করা হচ্ছে;
আহা, তা আমার কাছ থেকে কেমন কেড়ে নেওয়া হয়েছে!—
আমাদের বিপক্ষদের মধ্যেই আমাদের জমি ভাগ ভাগ করা হচ্ছে।'
এজন্য প্রভুর জনসমাবেশে গুলিবাঁটের জন্য
দড়ি টানতে তোমার কেউ থাকবে না।
'তোমরা প্রলাপ করো না!'—কিন্তু তারা প্রলাপ করে চলে;
'এবিষয়ে প্রলাপ করো না, দুর্নাম তো ঘুচবেই না।
হে যাকোবকুল, এমন কিছু কি আগে কখনও বলা হয়েছে?
প্রভুর ধৈর্য কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে?
তিনি এভাবেই কি কখনও ব্যবহার করেছেন?
সরল পথে যে চলে,
তার পক্ষে কি আমার সকল বাণী মঙ্গলকর নয়?'
গতকাল আমার জনগণ একটা শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছিল,
আজ তোমরা পোশাকের উপর থেকে তারই চাদর কেড়ে নিচ্ছ
যে যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে নিরুদ্বিগ্ন হয়ে বেড়াচ্ছে।
তোমরা আমার জনগণের নারীদের তাদের প্রীতির ঘর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ,
তাদের শিশুদের কাছ থেকে আমার দেওয়া সম্মান চিরকালের মত ছিনিয়ে নিচ্ছ।
ওঠ, চলে যাও,
কারণ এই স্থান বিশ্রামস্থান আর নয়;
তোমার অশুচিতার কারণে বিনাশ ডেকে আনছ,
আর সেই বিনাশ হবে ভয়ঙ্কর!
বাতাসের অনুগামী কোন মানুষ যদি এই মিথ্যাকথা বলত যে,
'আমি আঙুররস ও উগ্র পানীয় গুণে তোমার পক্ষে প্রলাপ করব,'
তবে এই জনগণের কাছে সে নবীই হত!

শ্লোক মিখা ২:১,৭; এজে ১৮:৩১

প্‌ ধিক্ তাদের, যারা শয্যায় শুয়ে শুয়ে অধর্মের কথা ভাবে ও দুরভিসন্ধি করে।
উ প্রভুর ধৈর্য কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে? তিনি এভাবেই কি কখনও ব্যবহার করেছেন?
প্‌ তোমাদের সাধিত সমস্ত অন্যায় ছেড়ে নিজেদের মুক্ত কর; নিজেদের জন্য গড়ে তোল এক নতুন হৃদয়, এক নতুন আত্মা।
উ প্রভুর ধৈর্য কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে? তিনি এভাবেই কি কখনও ব্যবহার করেছেন?

দ্বিতীয় পাঠ - নাজিয়াঞ্জুসের সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **উপদেশ ১৪:২১-২২**

**এসো, আমাদের সমস্ত ধন-সম্পদ গরিবদের দিই
যেন স্বর্গীয় বিষয় লাভে ধনবান হই**

যে কেউ প্রজ্ঞাবান, সে এসব কিছু ভেবে দেখুক। অস্থায়ী বস্তু কেইবা অবহেলা করবে? পরিবর্তনশীল বস্তুর দিকে কেইবা নজর রাখবে? এমন কেউ কি আছে, যে বর্তমান বিষয়গুলো অস্তিত্বহীন, ও প্রত্যাশায় স্থাপিত বিষয়গুলো নিশ্চিত বলে গণ্য করবে? কেইবা বাহ্যিক চেহারা থেকে বাস্তব রূপ, স্বর্গীয় নগরী থেকে পার্থিব তাঁবু, স্থায়ী আবাস থেকে প্রবাস অবস্থা, আলো থেকে অন্ধকার, আত্মা থেকে দেহ নির্ণয় করতে পারবে? সত্যিই সুখী সেই ব্যক্তি, যে ঐশবাণীর খড়্গ দ্বারা অমঙ্গল থেকে মঙ্গল নির্ণয় ক'রে ও ভাগ ভাগ ক'রে ধন্য দাউদের কথামত *পুণ্য যাত্রার জন্য নিজ অন্তরে প্রস্তুতি নেয়,* এবং এ অশ্রুময় সংসার যথাসাধ্য ত্যাগ করতে চেষ্টা ক'রে ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ করে, ও খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান করে ও এমন জীবনের উত্তরাধিকারী হয়ে যা অস্থায়ী ও অসার নয় তাঁর সঙ্গে স্বর্গে আরোহণ করে।

উদাত্ত কণ্ঠের ঘোষক সেই দাউদ কিন্তু উচ্চঃস্বরে ও প্রকাশ্য ঘোষণায় আমাদেরই উদ্দেশ করে কথা বলেন, যারা এখনও এ নিম্নলোকে জীবনযাপন করি: তিনি বলেন, আমরা শক্তহৃদয় ও মিথ্যার প্রেমিক; আবার আমাদের আবেদন জানান, আমরা যেন দৃশ্য বিষয়ের প্রতি হৃদয় তত আসক্ত না করি, ও সহজে প্রাপ্য সেই আঙুররস ও তেলের প্রাচুর্যের ভিত্তিতেই যেন এজীবনের মঙ্গল গণনা না করি।

সেই ধন্য মিখা নিজেও ব্যাপারটা ভেবে দে'খে ও সাপজাতীয় সমস্ত জীব ও তাদের সকলকেও অবজ্ঞা ক'রে যারা কেবল দেখতেই ধার্মিক, বলে ওঠেন, *এসো, আমরা প্রভুর পর্বতে গিয়ে উঠি। ওঠ, এখান থেকে চলে যাও, কারণ এ স্থান আর বিশ্রামস্থান নয়।* এবাণী মোটামুটি সেই বাণীরই মত, যা আমাদের উদ্দেশ্য করে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা উচ্চারণ করেন: *ওঠ, এখান থেকে চলে যাই।* একথা বলে তিনি সেকালের শিষ্যদের সেস্থান থেকে শুধু নয়, তিনি বরং সর্বকালের মত তাঁর সকল শিষ্যকে পৃথিবী থেকে ও পার্থিব মঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্ন করছিলেন যেন স্বর্গের দিকে ও স্বর্গীয় বিষয়ের দিকেই তাদের নিয়ে যেতে পারেন।

সুতরাং এসো, আমরা ঐশবাণীর অনুসরণ করি; এসো, সেই বিশ্রামস্থানের অন্বেষণ করি; এসো, এজীবনের ধনসম্পদ ও অভিলাষ অবজ্ঞা করি; এবং সেই সব কিছুতেই মাত্র ধনবান হই যা সেগুলির মধ্যে মঙ্গলকর: অর্থাৎ কিনা, স্বর্গীয় মঙ্গল লাভে ধনবান হবার জন্য নিজেদের ধনসম্পদ গরিবদের দিয়ে, এসো, ভিক্ষাদানে নিজেদের আত্মার পরিত্রাণ সাধন করি।

শ্লোক তোবিত ৪:৮; সিরা ৩৫:৮-৯

প্‌ তোমার অর্থদান তোমার সম্পদের অনুপাতে হোক:
উ তোমার বেশি থাকলে বেশি দাও, অল্প থাকলে, সেই অল্প অনুসারে দিতে দ্বিধা করো না।
প্‌ অর্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে সর্বদাই উৎফুল্ল মুখ দেখাও। পরাৎপর যেমন তোমার প্রতি দানশীল হলেন, তেমনি তুমিও তাঁর প্রতি দানশীল হও।
উ তোমার বেশি থাকলে বেশি দাও, অল্প থাকলে, সেই অল্প অনুসারে দিতে দ্বিধা করো না।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - তোবিত ১০:৮–১১:১৭

পিতৃগৃহে তোবিয়াসের প্রত্যাগমন

বিবাহোৎসবের চৌদ্দ দিন কেটে গেলে পর—রাগুয়েল তো তাঁর মেয়ের জন্য তা-ই করবেন বলে শপথ করেছিলেন—তোবিয়াস তাঁকে গিয়ে বলল, 'এবার আমাকে বিদায় দিন। আমার পিতামাতা নিশ্চয়ই আমাকে দেখবার শেষ আশাও ছেড়ে দিয়েছেন! তাই, পিতা, মিনতি করি, আমাকে বিদায় দিন, যেন আমার পিতার কাছে ফিরে যেতে পারি। আমি তো আপনাকে বলেছিলাম, কেমন অবস্থায় তাঁকে ছেড়ে এসেছিলাম।' রাগুয়েল উত্তরে তোবিয়াসকে বললেন, 'এখানে থেকে যাও, সন্তান; আমার সঙ্গে থেকে যাও। আমি তোমার পিতা তোবিতের কাছে দূত পাঠাব, তারা তাঁকে তোমার খবর জানাবে।' কিন্তু সে বলল, 'না, আপনার কাছে ভিক্ষা রাখি, আমার পিতার কাছে আমাকে যেতে দিন।' তখন রাগুয়েল উঠে তোবিয়াসের হাতে বধূ সারাকে তুলে দিলেন; সেইসঙ্গে দিলেন তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক অংশ, দাস-দাসীকে, বলদ ও মেষ, গাধা ও উট, নানা পোশাক, টাকা ও কতগুলো জিনিসপত্র। এইভাবে তিনি তাদের বিদায় দিলেন যেন আনন্দের মধ্যে যেতে পারে। তোবিয়াসের কাছে তিনি এই বিশেষ শুভেচ্ছা জানালেন: 'সন্তান, সুস্থ থাক, তোমার শুভযাত্রা হোক! স্বর্গের প্রভু তোমাকে ও তোমার বধূ সারাকে প্রতিপালন করুন; মরার আগে আমি যেন তোমাদের সন্তানদের দেখতে পাই!' তাঁর মেয়ে সারাকে তিনি বললেন, 'তোমার শ্বশুর ও তোমার শাশুড়ীর প্রতি সম্মান দেখাও, কারণ যাঁরা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন, ঠিক তাঁদের মত তাঁরাই এখন থেকে তোমার পিতামাতা। কন্যা, শান্তিতে যাও; যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন আমি যেন তোমার সম্বন্ধে কেবল শুভসংবাদই পেতে পারি।' তাদের শুভেচ্ছা জানাবার পর তিনি তাদের বিদায় দিলেন। নিজের পক্ষ থেকে এদ্‌না তোবিয়াসকে বললেন, 'প্রিয়তম সন্তান ও ভাই, প্রভু তোমাকে এখানে আবার ফিরিয়ে আনুন! আর মরবার আগে আমি যেন তোমার ও আমার মেয়ে সারার সন্তানদের দেখতে পাই। প্রভুর সামনেই আমি তোমার রক্ষায় আমার মেয়েকে তুলে দিলাম; তার জীবনে তাকে কখনও দুঃখ দিয়ো

না। সন্তান, শান্তিতে যাও। এখন থেকে আমি তোমার মা ও সারা তোমার বোন। আমরা যেন একসঙ্গেই মঙ্গল ভোগ করতে পারি আমাদের জীবনের সমস্ত দিন ধরে।' তাদের দু'জনকে চুম্বন করে তিনি তাদের বিদায় দিলেন; তারা আনন্দের মধ্যেই ছিল। তোবিয়াস সুস্থ শরীরে ও আনন্দচিত্তে রাগুয়েলের কাছ থেকে বিদায় নিল; সে স্বর্গমর্তের প্রভু সেই বিশ্বরাজকে ধন্যবাদ-স্তুতি জানাচ্ছিল, কারণ তিনি তার যাত্রা শুভ করেছিলেন। সে এই বলে রাগুয়েল ও এদ্‌নাকে আশীর্বাদ করল: 'আমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে যেন আপনাদের সম্মান দেখাতে পারি, এ হোক আমার আনন্দ!'

তাঁরা প্রায় নিনিভের উল্টো দিকে অবস্থিত কাসেরিনের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিলেন, এমন সময় রাফায়েল বললেন, 'তুমি তো জান, আমরা তোমার পিতাকে কেমন অবস্থায় ছেড়ে গেছিলাম। এসো, তোমার স্ত্রীর আগে আগে আমরাই এগিয়ে যাই; অন্যেরা আসতে আসতে আমরা বাড়ি সাজিয়ে দিই।' তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে রাফায়েল তাকে বললেন, 'পিত্তিটা হাতে নাও।' কুকুর তখনও তাঁদের পিছু পিছু চলছিল। সেসময়ে আন্না বসে ছিলেন; ছেলে যে পথে ফেরার কথা, সেদিকে তাকাচ্ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত হলেন যে, সে-ই আসছে, তাই তার পিতাকে বললেন, 'দেখ, তোমার ছেলে আসছে, যে লোকটি তার সঙ্গে যাত্রা করছিল, সেও তার সঙ্গে আছে।' তোবিয়াস পিতার কাছে এগিয়ে যাবার আগে রাফায়েল তাকে বললেন, 'আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমার পিতার চোখ খুলেই যাবে। মাছটার পিত্তি তাঁর চোখের উপরে লেপে দাও; ঔষধটা সক্রিয় হয়ে তাঁর চোখ থেকে সেই সাদা চামড়াগুলো টেনে বের করবে। তবে তোমার পিতা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে আলো দেখতে পাবেন।'

আন্না আগে আগে দৌড়ে ছেলেকে গলা ধরে বললেন, 'আমি তোমাকে আবার দেখতে পেয়েছি, এবার মরতে পারি!' আর কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তোবিত উঠে দাঁড়ালেন ও পায়ে হোঁচট খেতে খেতে উঠানের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তোবিয়াস সেই মাছের পিত্তি হাতে করে তাঁর কাছে এগিয়ে এল। তাঁর চোখের উপরে ফুঁ দিয়ে তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'পিতা, সাহস ধরুন!' তাই বলে সে সেই ঔষধ লেপে দিল, আর ঔষধটা কামড়ের মত কাজ করল; তখন তোবিয়াস দু'হাত দিয়ে চোখের কোণ থেকে সেই সাদা চামড়া তুলে নিল। তোবিত তার গলা ধরে কাঁদতে লাগলেন; তিনি বললেন, 'হে সন্তান, হে আমার চোখের আলো, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি!' এবং বলে চললেন:

'ধন্য পরমেশ্বর!
ধন্য তাঁর মহানাম!
ধন্য তাঁর সকল পবিত্র দূত!
আমাদের উপরে ধন্য তাঁর মহানাম,
ধন্য তাঁর সকল দূত চিরকাল!
কারণ তিনি আমাকে আঘাত করেছেন,
আবার আমাকে দয়া করেছেন,
আর আমি এখন আমার ছেলে তোবিয়াসকে দেখতে পাচ্ছি!'

তোবিয়াস আনন্দের সঙ্গে ও জোর গলায় ঈশ্বরের ধন্যবাদ-স্তুতি করতে করতে বাড়ির ভিতরে গেল; পরে সে পিতাকে সবকিছু জানিয়ে দিল: তার যাত্রা কেমন সফল হয়েছে ও সে কেমন করে রুপোর তাল ফিরিয়ে এনেছে, কি করে সে রাগুয়েলের মেয়েকে বিবাহ করেছে, কেমন করে সারা এখন পিছু পিছু আসছিল, এমনকি, এর মধ্যে নিনিভের নগরদ্বারের কাছাকাছিই ছিল।

তোবিত আনন্দের সঙ্গে ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ-স্তুতি করতে করতে পুত্রবধূর সঙ্গে দেখা করার জন্য নিনিভের নগরদ্বারের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। নিনিভের অধিবাসীরা যখন দেখল, তোবিত কারও সাহায্য ছাড়াই হেঁটে বেড়াচ্ছেন ও এককালের মত তেজের সঙ্গেই পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন তারা আশ্চর্য হল; তোবিত বিস্তারিত ভাবে তাদের বলছিলেন, কেমন করে ঈশ্বর তাঁকে দয়া দেখিয়ে তাঁর চোখ খুলে দিয়েছিলেন। পরে তোবিত তাঁর ছেলে তোবিয়াসের বধূ সারার কাছে এসে তাকে আশীর্বাদ করলেন: 'স্বাগতম, কন্যা! ধন্য তোমার ঈশ্বর, যিনি, হে কন্যা, তোমাকে আমাদের কাছে চালনা করেছেন। তোমার পিতা আশিসধন্য হোন,

আমার ছেলে তোবিয়াস আশিসধন্য হোক, তুমিও, কন্যা, আশিসধন্যা হও! আশিসপূর্ণ আনন্দে তোমার এই নিজের বাড়িতে প্রবেশ কর; স্বাগতম! কন্যা, প্রবেশ কর!'

শ্লোক তোবিত ১২:৮,৯; লুক ১১:৪১

প্র উপবাসের সঙ্গে প্রার্থনা ও ন্যায়পরতার সঙ্গে অর্থদান, এ উত্তম কর্ম—সোনা সঞ্চয় করার চেয়ে অর্থদান অনুশীলন করা শ্রেয়।

উ অর্থদান মৃত্যু থেকে নিস্তার করে; তা দ্বারা দয়া ও অনন্ত জীবন পাওয়া যায়।

প্র অভাবীদের দান কর, তবেই তোমাদের পক্ষে সবই শুচি হবে।

উ অর্থদান মৃত্যু থেকে নিস্তার করে; তা দ্বারা দয়া ও অনন্ত জীবন পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **উপদেশ ৫:২-৩,৬**

যাঁরা আমাদের অপেক্ষায় রয়েছেন, এসো, শীঘ্রই তাঁদের কাছে এগিয়ে চলি

অধিক সম্মাননীয় এমন বিশেষ প্রকার সাধুতা রয়েছে, যা তাঁদেরই অলঙ্কার *যাঁরা মহাক্লেশ পার হয়ে এসেছেন ও মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছেন,* ও উপযুক্ত ভাবে লড়াই করেছেন বিধায় বহু সংগ্রামের পর এখন স্বর্গে জয়মালাতে ভূষিত রয়েছেন।

আর এক প্রকার সাধুসাধ্বী কি আছেন? হ্যাঁ, আছেন, কিন্তু তেমন সাধুতা গুপ্ত। কেননা এমন সাধুসাধ্বী রয়েছেন, যাঁরা এখনও সংগ্রাম করছেন; তাঁরা দৌড় দিচ্ছেন বটে, কিন্তু এখনও পুরস্কার লাভ করেননি।

হয় তো এঁদের সাধুসাধ্বী বলা কারও কাছে দুঃসাহস মনে হচ্ছে; অথচ আমি জানি, এঁদের একজন সৎসাহসের সঙ্গে ঈশ্বরকে বলতেন: *আমার জীবন রক্ষা কর, আমি যে সাধু।* এবং যিনি ঐশরহস্যগুলির সহভাগী হয়ে উঠেছিলেন, সেই প্রেরিতদূত আরও স্পষ্টভাবে বলতেন, *আমরা তো জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে যারা সাধু বলে অভিহিত, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে।* এই যে কতগুলো অর্থ অনুসারে সাধুতা উল্লিখিত: কেউ পরমসিদ্ধি লাভ করেছেন বিধায় সাধু বলে অভিহিত, আবার কেউ কেবল ঈশ্বরের পূর্বনিরূপণের ভিত্তিতেই সাধু। এপ্রকার সাধুতা ঈশ্বরে গুপ্ত; এবং গুপ্ত হওয়ায় গোপনেই উদ্‌যাপিত; কেননা *সে ভালবাসার কি ঘৃণার পাত্র, মানুষ তা জানে না,* তার ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত। তাই এ সাধুসাধ্বীর গুণকীর্তন ঈশ্বরের হৃদয়েই উদ্‌যাপিত, কারণ তিনি তাঁর আপনজনদের জানেন, তাদেরও জানেন, যাদের তিনি আদিকাল থেকে মনোনীত করেছেন। তাই তাঁদের সাধুতা সেই প্রাণীদেরও দ্বারা কীর্তিত হোক, যাঁরা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করেন ও তাদের কাছে প্রেরিত, যাদের পরিত্রাণের উত্তরাধিকারী হওয়ার কথা; কিন্তু যারা এখনও জীবিত, তাদের গুণকীর্তন করা আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ; প্রকৃতপক্ষে জীবন যখন এখনও নিশ্চিত নয়, তখন গুণকীর্তন কেমন করে নিশ্চিত হতে পারবে? এবিষয়ে সেই স্বর্গীয় তুরি বলেন, *সে-ই মাত্র জয়মুকুট পায়, সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে নিয়েই যে প্রতিযোগিতা করেছে।* আর লড়াইয়ের বিধি কী, কথাটা স্বয়ং বিধানকর্তার মুখ থেকেই শোন: *যে কেউ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে।* কে নিষ্ঠাবান থাকবে, কে বিধিমত লড়াই করবে, কে জয়মালা লাভ করবে—এসম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না।

তাঁদেরই গুণকীর্তন কর, যাঁদের বিজয় এর মধ্যে নিশ্চিত; ভক্তিভরে তাঁদেরই গুণগান কর, যাঁদের জয়মালা বিষয়ে তুমি নিশ্চিতভাবে আনন্দ করতে পার। তাঁদের প্রত্যেকের স্মৃতি ঠিক যেন স্ফুলিঙ্গেরই মত, এমনকি উজ্জ্বল মশালেরই মত ভক্তদের প্রাণে তাঁদের দেখবার ও আলিঙ্গন করার উত্তপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগায়।

সেই প্রথমফসল-মণ্ডলী অধৈর্যের সঙ্গেই আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে, আর আমরা শিথিল হয়ে থাকি! সাধুসাধ্বীরা আমাদের দেখতে বাসনা করেন, আর আমাদের কাছে তাঁদের বাসনা মূল্যহীন; ধার্মিকেরা আমাদের প্রতীক্ষায় আছেন, আর আমরা স্বেচ্ছায় তাঁদের কথা ভুলে থাকি!

এসো, ভ্রাতৃগণ, একবার জেগে উঠি; খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান করি, ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ করি, তার মাধুর্য আস্বাদন করি। যাঁরা আমাদের সাহচর্য আকাঙ্ক্ষা করেন, এসো, আমরাও তাঁদের সাহচর্য আকাঙ্ক্ষা করি; যাঁরা আমাদের গ্রহণ করতে তৈরী, এসো, তাঁদের দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হই; যাঁরা আমাদের আগমনের দিকে

চেয়ে আছেন, তাঁদের সামনে আমাদের মনোবাঞ্ছা তুলে ধরি।

শ্লোক তোবিত ২:১৮; রো ৫:২ (লাতিন মূলপাঠ)

℟ আমরা পবিত্রজনদের সন্তান;
℣ ও সেই জীবন লাভের প্রত্যাশায় রয়েছি, যে জীবন ঈশ্বর তাদেরই দেবেন, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস কখনও হারায় না।
℟ আমরা ঈশ্বরের গৌরবলাভের প্রত্যাশায় গর্ববোধ করি;
℣ ও সেই জীবন লাভের প্রত্যাশায় রয়েছি, যে জীবন ঈশ্বর তাদেরই দেবেন, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস কখনও হারায় না।

২৬শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - মিখা ৩:১-১২

আপন জননেতাদের অপরাধের কারণে যেরুসালেম বিনষ্ট হবে

‘হে যাকোবের নেতারা ও ইস্রায়েলকুলের গণশাসকেরা,
দোহাই তোমাদের, একটু শোন:
ন্যায়বিচার জানা কি তোমাদেরই ব্যাপার নয়?
অথচ তোমরা সৎকর্ম ঘৃণা কর ও দুষ্কর্ম ভালবাস,
লোকদের দেহ থেকে চামড়া ও হাড় থেকে মাংস ছিঁড়ে নিচ্ছ!’
এরা আমার জনগণের মাংস খাচ্ছে,
তাদের চামড়া খুলে হাড় ভেঙে ফেলছে;
যেমন হাঁড়ির জন্য খাদ্যদ্রব্য বা কড়াইয়ের জন্য মাংস,
তেমনি এরা তা কুচি কুচি করে কাটছে।
পরে তারা প্রভুর কাছে চিৎকার করবে,
কিন্তু তিনি সাড়া দেবেন না;
সেসময়ে তিনি তাদের কাছ থেকে আপন শ্রীমুখ লুকাবেন,
কারণ তারা দুষ্কর্ম সাধন করেছে।
যে নবীরা আমার আপন জনগণকে ভ্রান্ত করে,
তাদের বিরুদ্ধে প্রভু একথা বলছেন:
যতদিন তারা দাঁত দিয়ে কিছুতে কামড় দিতে পারে,
ততদিন তারা চিৎকার করে বলে, শান্তি!
কিন্তু তাদের মুখে কিছু দেওয়ার মত যার কিছু নেই,
তার বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধই ঘোষণা করে।
এজন্য তোমাদের কাছে সবই রাত্রি হবে, কোন দর্শন থাকবে না;
তোমাদের কাছে সবই অন্ধকার হবে, কোন মন্ত্র থাকবে না।
তেমন নবীদের উপরে সূর্য অস্ত যাবে,
তাদের উপরে দিন তমসাপূর্ণ হবে।
তখন দৈবদ্রষ্টারা লজ্জায় আচ্ছন্ন হবে,
মন্ত্রপাঠকেরা লজ্জায় লাল হবে;

তারা সকলে নিজ নিজ ওষ্ঠ ঢাকবে,
কেননা পরমেশ্বর থেকে কোন সাড়া নেই।
কিন্তু আমার বেলায় তেমন নয়,
যাকোবকে তার অপরাধ ও ইস্রায়েলকে তার পাপ জানাবার জন্য
আমি শক্তিতে পরিপূর্ণ, প্রভুর আত্মায়ই পরিপূর্ণ,
হ্যাঁ, আমি ন্যায়বোধ ও সৎসাহসে পরিপূর্ণ।
হে যাকোবকুলের নেতারা ও ইস্রায়েলকুলের গণশাসকেরা,
তোমাদের দোহাই, একথা শোন,
তোমরাই, যারা ন্যায় ঘৃণা কর ও যা কিছু সরল তা বাঁকা কর,
যারা সিয়োনকে রক্তের উপরে,
ও যেরুসালেমকে অত্যাচারের উপরে গাঁথ!
তার নেতারা উপহারের আশাতেই বিচার সম্পাদন করে,
তার যাজকেরা অর্থলালসাতেই নির্দেশবাণী দেয়,
তার নবীরা টাকার লোভে দৈববাণী উচ্চারণ করে।
এমনকি প্রভুর উপর নির্ভর করে বলে:
'আমাদের মধ্যে কি প্রভু নেই?
কোন অমঙ্গল আমাদের নাগাল পাবে না!'
এজন্য, তোমাদের কারণে, সিয়োন লাঙল দ্বারা চাষ করা মাটির মত হবে,
যেরুসালেম ধ্বংসস্তূপের ঢিপি হবে,
এবং গৃহের পর্বত হবে ঝোপে ভরা উচ্চস্থান।

শ্লোক সাম ৭৯:১; দা ৩:৪২,২৯

℣ পরমেশ্বর, ওরা অশুচি করেছে তোমার পবিত্র মন্দির, ধ্বংসস্তূপেই পরিণত করেছে যেরুসালেম।
℟ তোমার দয়ারই মহত্ত্ব অনুসারে আমাদের প্রতি ব্যবহার কর।
℣ আমরা পাপ করেছি, তোমাকে ত্যাগ করে অন্যায় করেছি।
℟ তোমার দয়ারই মহত্ত্ব অনুসারে আমাদের প্রতি ব্যবহার কর।

দ্বিতীয় পাঠ - ধর্মপাল থেওদরেতোস-লিখিত 'প্রভুর দেহধারণ' **২৮**

আমাদের নিরাময় প্রভুর ক্ষতস্থান থেকেই আগত

আমাদের ত্রাণকর্তার যন্ত্রণাই আমাদের ঔষধ; তেমন কথা আমাদের শিখিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই নবী বললেন, *তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন; বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট; আর আমরা নাকি মনে করছিলাম, তিনি প্রহারিত, পরমেশ্বর দ্বারা আঘাতগ্রস্ত, জর্জরিত! তিনি কিন্তু আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য বিদ্ধ হয়েছেন; আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন; আমাদের শান্তির পণ সেই শাস্তি তাঁর উপরে নেমে পড়ল। তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম। আমরা সকলে মেষপালের মত পথভ্রষ্ট ছিলাম, তাই তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত, লোম-কাটিয়ের সামনে নীরব মেষেরই মত।*

মেষগুলিকে চারদিকে বিক্ষিপ্ত দেখে পালক যেমন একটাকে হাতে করে নিজের গ্রহণযোগ্য চারণমাঠে চালিত করেন, ও এ মেষের আদর্শের মধ্য দিয়ে বাকিগুলোকেও নিজের কাছে আকর্ষণ করেন, তেমনি ঈশ্বরের বাণী মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট দেখে দাসের স্বরূপ গ্রহণ করলেন ও সেই স্বরূপকে নিজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম ভাবে মিলিত করে তার মধ্য দিয়ে গোটা মানবসমাজকে নিজের কাছে আকর্ষণ করে তাদের সকলকে ঐশচারণভূমিতে চালিত করলেন যারা ছিল ক্ষুধার্ত ও নেকড়ের মাঝে পরিত্যক্ত।

তাই এ উদ্দেশ্যেই আমাদের ত্রাণকর্তা আমাদের মাংস ধারণ করলেন, এ উদ্দেশ্যেই খ্রীষ্ট প্রভু পরিত্রাণদায়ী

যন্ত্রণা ভোগ করলেন, ও মৃত্যুর হাতে ও সমাধিতে সমর্পিত হয়ে সেই প্রাচীন স্বৈরাচার ধ্বংস করলেন ও ক্ষয়ের বন্দিদের কাছে অক্ষয়শীলতা দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন।

বিধ্বস্ত মন্দিরকে পুনর্নির্মিত করে ও মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করে তিনি মৃতদের কাছে, ও যারা তাঁর পুনরুত্থানের প্রতীক্ষায় ছিল, তাদেরও কাছে সত্যাশ্রয়ী ও অপরিবর্তনশীল প্রতিশ্রুতিগুলো প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কাছ থেকে আমি যে স্বরূপ ধারণ করেছি, ঈশ্বরত্ব তার মধ্যে বিদ্যমান ও তার সঙ্গে মিলিত ছিল বিধায়ই সেই স্বরূপ যেমন পুনরুত্থান পেল ও ঈশ্বরত্ব গুণে ক্ষয়শীলতা ও মরণশীলতা থেকে মুক্ত হয়ে অক্ষয়শীলতা ও অমরত্ব লাভ করল, তেমনি তোমরাও মৃত্যুর কঠোর দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে, ও ক্ষয়শীলতা ও তার যত বিশৃঙ্খল ভাবাবেগ পরিত্যাগ করে অমরত্বে পরিবৃত হবে। অতএব প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়ে তিনি সকল মানুষকে দীক্ষাস্নান দান করে বললেন, *তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের দীক্ষাস্নাত কর।* দীক্ষাস্নান হল প্রভুর মৃত্যুর এক প্রতীক ও দৃষ্টান্ত; এবিষয়ে প্রেরিতদূত পল বলেন, *আমাদের যখন তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, তখন একথা নিশ্চিত যে, তাঁর পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও আমাদের তেমনি হবে।*

শ্লোক যোহন ১০:১৫,১৮; এজে ৩৪:১৬ দ্রঃ

℣ আমি মেষগুলির জন্য আমার নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই—প্রভুর উক্তি; কেউই আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয় না, নিজে থেকেই আমি তা বিসর্জন দিই:
℟ তেমন আজ্ঞা আমি আমার পিতা থেকেই পেয়েছি।
℣ যে মেষ পথহারা আমি তাকে খোঁজ করব, যেটা ক্ষত-বিক্ষত তার ক্ষতস্থান বেঁধে দেব: আমি ন্যায়ের সঙ্গেই তাদের চরাব:
℟ তেমন আজ্ঞা আমি আমার পিতা থেকেই পেয়েছি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যুদিথ ২:১-৬; ৩:৬ক; ৪:১-২,৯-১৫

বিপদাপন্ন জনগণের প্রার্থনা

অষ্টাদশ বর্ষে, প্রথম মাসের দ্বাবিংশ দিনে, আসিরিয়া-রাজ নেবুকাদ্‌নেজারের প্রাসাদে একথা ছড়িয়ে পড়ল যে, তিনি সকল দেশের উপর প্রতিশোধ নেবেন, যেইভাবে হুমকি দিয়েছিলেন। তাঁর সকল পরিষদ ও সেনাপতিকে কাছে আহ্বান করে তিনি তাদের সঙ্গে গোপন মন্ত্রণাসভায় বসে নিজেরই মুখে তাদের কাছে সেই দেশগুলির সমস্ত শঠতা বিস্তারিত ভাবেই ব্যক্ত করলেন। তারা তখন এই সিদ্ধান্ত নিল যে, যে কেউ রাজার আহ্বানে সাড়া দেয়নি, তাকে শাস্তি দিয়ে নিঃশেষে ধ্বংস করা হবে। মন্ত্রণাসভা শেষ হলে আসিরিয়া-রাজ নেবুকাদ্‌নেজার যাঁকে কেবল নিজেরই অধীনে রাখছিলেন, তাঁর সৈন্যসামন্তের প্রধান সেনাপতি সেই অলোফের্নেকে ডেকে বললেন, 'সারা পৃথিবীর প্রভু মহারাজ এই কথা বলছেন: দেখ, তুমি আমার অধিনায়ক রূপে বেরিয়ে পড়ে বীরযোদ্ধাদের সঙ্গে করে নাও: এক লক্ষ কুড়ি হাজার পদাতিক সৈন্য, ও অশ্বারোহী সহ বারো হাজার ঘোড়ার দল; তারপর পাশ্চাত্য সকল দেশের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাও, কারণ সেই সকল অঞ্চল আমার আহ্বান অমান্য করেছে।' তখন তিনি তাঁর সৈন্যদল সঙ্গে করে সমুদ্রতীরের দিকে এগিয়ে গিয়ে যত দুর্গে তাঁর নিজের প্রহরী দল মোতায়েন রাখলেন।

যে সকল ইস্রায়েল সন্তান সমগ্র যুদেয়ায় বাস করছিল, তারা যখন শুনতে পেল, আসিরিয়া-রাজ নেবুকাদ্‌নেজারের প্রধান সেনাপতি সেই অলোফের্নে অন্য জাতিগুলোর প্রতি কী না করেছিলেন, তাদের সকল মন্দির কীভাবেই না লুট করেছিলেন এবং তাদের কেমন বিনাশ-মানতের বস্তু করে ফেলেছিলেন, তখন অলোফের্নে এগিয়ে আসছেন বিধায় তারা নিদারুণ ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল, এবং যেরুসালেমের জন্য ও তাদের ঈশ্বর প্রভুর মন্দিরের জন্য কম্পান্বিত হল।

তখন ইস্রায়েলের সমস্ত লোক মহাভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করল, মহা তৎপরতার সঙ্গে সকলেই

নিজেদের নমিত করল। তারা, ও তাদের সঙ্গে তাদের স্ত্রী-সন্তানেরা, তাদের মেষ ও ছাগের পাল, ক্রীতদাস হোক বা স্বাধীন মানুষই হোক প্রবাসী যত মানুষ কোমরে চটের কাপড় বাঁধল। যেরুসালেমে বাস করছিল ইস্রায়েলীয় প্রতিটি পুরুষমানুষ বা স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়ে মন্দিরের সামনে প্রণিপাত করল, এবং মাথায় ছাই মেখে ও চটের কাপড় পরে প্রভুর উদ্দেশে দু'হাত তুলল। তারা যজ্ঞবেদিটাকেও চটের কাপড়ে ঢেকে দিল, এবং সকলে মিলে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে অবিরত চিৎকার করল; তাঁকে মিনতি জানাচ্ছিল, তিনি যেন এমনটি হতে না দেন যে, তাদের ছেলেমেয়েদের নিঃশেষ ধ্বংসের হাতে পড়তে দেওয়া হয়, তাদের বধূরা লুটের বস্তু হয়, তাদের অধিকৃত শহরগুলো বিলুপ্ত হয়, পবিত্রধাম কলুষিত হয় ও বিজাতীয়দের অবজ্ঞার বস্তু হয়ে যায়। প্রভু তাদের এই চিৎকার শুনলেন, তাদের ক্লেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, বাস্তবিকই জনগণ সমগ্র যুদেয়া জুড়ে ও যেরুসালেমে সর্বশক্তিমান প্রভুর পবিত্রধামের সামনে অনেক দিন থেকেই উপবাস করছিল। প্রধান যাজক যোয়াকিম আর সেই অন্য সকল যাজক যারা প্রভুর সামনে দাঁড়াত, এবং দিব্য উপাসনার সকল সেবক, সকলেই কোমরে চটের কাপড় বেঁধে চিরন্তন আহুতি, মানতের যজ্ঞবলি ও জনগণের স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য উৎসর্গ করছিল। ছাই-মাটিতে মাখা কিরীট মাথায় পরে তারা সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রভুকে ডাকত, যেন তিনি মঙ্গলের উদ্দেশে সমগ্র ইস্রায়েলকুলকে দেখতে আসেন।

শ্লোক যুদিথ ৭:২৮ দ্রঃ; সাম ১০৬:৬

প্র সেই নগরগুলির দশার কথা শুনে আমরা নিঃশেষিত হলাম; আশঙ্কা ও ভয় আমাদের ও আমাদের সন্তানদের দখল করল।

উ পাহাড়পর্বতও পলাতক এই আমাদের গ্রহণ করতে চায় না: প্রভু দয়া কর।

প্র আমাদের পিতৃগণের মত আমরাও করেছি পাপ, করেছি শঠতা, করেছি দুষ্কর্ম।

উ পাহাড়পর্বতও পলাতক এই আমাদের গ্রহণ করতে চায় না: প্রভু দয়া কর।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **প্রার্থনা প্রসঙ্গ, উপদেশ ৬**

প্রার্থনা হল আত্মার আলো ও প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান

প্রার্থনা বা ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ হল উত্তম মঙ্গল: কেননা প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সঙ্গে সাহচর্য ও তাঁর সঙ্গে ঐক্যলাভ। দেহের চোখ যেমন আলোর দর্শনে আলোময় হয়ে ওঠে, তেমনি ঈশ্বরে নিবিষ্ট প্রাণও তাঁর অবর্ণনীয় আলোতে আলোময় হয়ে ওঠে। আমি এমন প্রার্থনার কথা বলছি, যা অভ্যাসের ব্যাপার নয় বরং অন্তর থেকেই নির্গত, যা নির্দিষ্ট সময় বা ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং দিবারাত্র অবিরতই নিবেদিত। কেননা যখন আমরা প্রার্থনায় মগ্ন আছি, তখনই শুধু যে ইতস্তত না করে প্রাণকে ঈশ্বরে নিবদ্ধ রাখতে হবে এমন নয়, বরং যখন অন্য যে কোন ব্যাপারে ব্যস্ত আছি—গরিবদের সেবা, পরের যত্ন, উপকারী দয়াধর্ম যাই হোক না কেন—তখন তেমন কাজগুলির সঙ্গে ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতিও মেশাতে হবে, যাতে ঈশ্বরপ্রেম দ্বারা কেমন যেন লবণ দ্বারাই স্বাদযুক্ত হয়ে সেই সমস্ত কর্ম বিশ্বপ্রভুর কাছে রুচিকর খাদ্য হতে পারে। এতে অনেক সময় দিলে তবে সারা জীবন ধরে অবিরতই আমরা তেমন উপকার ভোগ করতে পারব।

প্রার্থনা হল আত্মার আলো, প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান, ঈশ্বরে মানুষে মধ্যস্থ, উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগের জন্য ঔষধ, রোগের জ্বালায় প্রতিকার, প্রাণের আরাম, স্বর্গের পথে পথদিশারী: এমন পথদিশারী যা পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট নয়, কিন্তু স্বর্গের সর্বোচ্চ চূড়ার দিকেই ধাবিত। প্রার্থনা প্রাণীদের উপর দিয়ে উড়ে বেড়ায়, প্রাণ দিয়ে বাতাসকে ভেদ করে অতিক্রম করে, ও তারকা-বাহিনীর মধ্য থেকে অগ্রসর হয়ে স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করে, ও দূতদের ঊর্ধ্বে আরোহণ করে স্বয়ং ত্রিত্বের চরণে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে এসে প্রার্থনা ঈশ্বরত্বকে প্রণাম করে, ও সেইখানে স্বর্গেশ্বরের সঙ্গে মিলন লাভের যোগ্য বলে গণ্য হয়। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে স্বর্গের ঊর্ধ্বে উপনীত হয়ে প্রাণ অবর্ণনীয় আলিঙ্গনে প্রভুকে আলিঙ্গন করে, ও জননীর কাছে চিৎকার করে তেমন শিশুর মত আত্মিক দুধের আকাঙ্ক্ষা করে: নিজের মিনতি সজোরে উপস্থাপন করে ও এমন দানগুলো গ্রহণ করে যা সমস্ত দৃশ্য বস্তুর চেয়ে শ্রেয়তর।

প্রার্থনা ঈশ্বরের সাক্ষাতে নির্ভরযোগ্য দূত স্বরূপ, আত্মাকে আনন্দিত করে তোলে, আত্মার আকাঙ্ক্ষা পূরণ

করে। কিন্তু আমি যে প্রার্থনার কথা বলছি, তা কেবল কথা উচ্চারণে সীমাবদ্ধ নয়। প্রার্থনা ঈশ্বরের এমন আকাঙ্ক্ষা, অনির্বচনীয় এমন ভক্তি যা মানুষের কাছ থেকে আগত নয়, বরং ঐশঅনুগ্রহ দ্বারাই সৃষ্ট, যা সম্বন্ধে প্রেরিতদূতও বলেন, *কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন।* প্রভু যদি কারও কাছে তেমন প্রার্থনার মনোভাব মঞ্জুর করেন, তাহলে সেই ব্যক্তির পক্ষে সেই প্রার্থনা এমন সম্পদ যা হস্তান্তরের অতীত, ও এমন খাদ্য যা প্রাণকে পরিতৃপ্ত করে: যে কেউ তেমন প্রার্থনার স্বাদ পেয়েছে, সে প্রভুর প্রতি এমন আকাঙ্ক্ষায় প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, যে আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনাপূর্ণ আগুনের মত প্রাণে জ্বলে ওঠে।

তেমন সাধনা অবলম্বন করে তোমার গৃহকে শালীনতা ও বিনম্রতায় সজ্জিত কর, ধর্মময়তা-সূচিত আলোতে উজ্জ্বল কর, খাঁটি সোনায় তথা শুভকর্মে অলঙ্কৃত কর, মূল্যবান রত্ন দিয়ে নয়, বিশ্বাস ও মনের উদারতায় ভূষিত কর; ও গৃহকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এমন সর্বোচ্চ ভূষণ স্বরূপ সবকিছুর উর্ধ্বে প্রার্থনাই রাখ। তবেই তুমি প্রভুর জন্য উপযুক্ত আবাস নিখুঁতরূপে সাজাবে, ও তাঁকে তোমার গৃহে ঠিক যেন দীপ্তিময় রাজপ্রাসাদেই বরণ করবে—তুমি তাঁকে ও তাঁর অনুগ্রহ প্রাণ-মন্দিরে নির্মিত মূর্তির মতই লাভ করবে। তাঁর গৌরব ও পরাক্রম হোক চিরকাল। আমেন।

শ্লোক সাম ৩৪:৪,৬; কল ১:১৩,১২

প্ আমার সঙ্গে প্রভুর মহিমাকীর্তন কর, এসো, আমরা একসঙ্গে তাঁর নাম বন্দনা করি।
উ তাঁর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, লজ্জায় ঢেকে যাবে না কো তোমাদের মুখ।
প্ তিনিই অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার ক'রে আলোয় তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশে অংশীদার হবার যোগ্যতা আমাদের দান করেছেন।
উ তাঁর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, লজ্জায় ঢেকে যাবে না কো তোমাদের মুখ।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - মিখা ৬:১-১৬

আপন জনগণের বিরুদ্ধে প্রভুর বিবাদ

তোমরা এখন শোন, প্রভু কি বলছেন:
'তুমি ওঠ, পাহাড়পর্বতের সামনে বিবাদ কর,
উপপর্বতগুলো তোমার বক্তব্য শুনুক!
হে পাহাড়পর্বত, প্রভু যে বিবাদ উপস্থাপন করছেন, তা শোন;
হে পৃথিবীর সনাতন ভিত, কান দাও!
কারণ তাঁর আপন জনগণের সঙ্গে প্রভুর বিবাদ হচ্ছে,
তিনি ইস্রায়েলের সঙ্গে তর্ক করবেন।
হে আমার আপন জাতি, আমি তোমার কী করলাম?
কিসেতেই বা তোমাকে ক্লান্ত করলাম? উত্তর দাও।
আমি তো মিশর দেশ থেকে তোমাকে এখানে এনেছি,
দাসত্ব-অবস্থা থেকে তোমার মুক্তিকর্ম সাধন করেছি,
এবং তোমাকে চালনা করতে
মোশী, আরোন ও মরিয়মকে প্রেরণ করেছি!
হে আমার আপন জনগণ,
একবার স্মরণ কর মোয়াবের রাজা বালাকের সেই ষড়যন্ত্র,

স্মরণ কর তাকে কি উত্তর দিয়েছিল বেয়োরের সন্তান বালায়াক।
স্মরণ কর সিত্তিম থেকে গিল্‌গাল পর্যন্ত কী ঘটেছিল,
যেন তোমরা প্রভুর ধর্মময়তার সকল কাজ জানতে পার।'
আমি কি নিয়েই বা প্রভুর সাক্ষাতে এসে দাঁড়াব
ও সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের সামনে প্রণত হব?
আমি কি আহুতি নিয়ে,
একবছরের বাছুরদের নিয়েই কি তাঁর সাক্ষাতে এসে দাঁড়াব?
হাজার হাজার ভেড়া
ও লক্ষ লক্ষ তেলপ্রবাহেই কি প্রভু প্রসন্ন হবেন?
আমার অপরাধের জন্য আমি কি আমার প্রথমজাত সন্তানকে নিবেদন করব?
আমার নিজের পাপের জন্য কি আমার ঔরসের ফল দান করব?
হে মানুষ, যা মঙ্গলকর, এবং প্রভু তোমার কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করেন,
তা তোমাকে বলাই হয়েছে;
শুধু এ: তুমি সদাচরণ করবে,
দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে,
ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।
এই যে প্রভুর কণ্ঠস্বর! তিনি নগরীর কাছে চিৎকার করছেন,
যারা তাঁর নাম ভয় করে, তাদের তিনি পরিত্রাণ করবেন;
তোমরা, হে সকল গোষ্ঠী ও এখানে সমবেত নগরবাসী সকল, শোন:
দুর্জনের ঘরে কি এখনও আছে দুষ্কর্মের ভাণ্ডার?
এখনও আছে সেই ঘৃণ্য লঘুভার-করা এফা?
আমি কি সেই দুষ্কর্মের নিক্তি,
ও সেই ছলনার বাটখারা সহ্য করতে পারব?
নগরীর ধনীরা অত্যাচারে পরিপূর্ণ,
নগরবাসী সকলে শুধু মিথ্যা কথা বলে।
তাই আমি নিজেই তোমাকে প্রহার করতে শুরু করেছি,
তোমার পাপের জন্য তোমাকে সংহার করতে আরম্ভ করেছি।
তুমি খাবে, কিন্তু তৃপ্তি পাবে না,
তোমার ক্ষুধাও তোমার মধ্যে থাকবে;
তুমি জমিয়ে রাখবে, তবু কিছুই বাঁচাতে পারবে না;
যা বাঁচাবে, তা আমি খড়্গের হাতে তুলে দেব।
তুমি বীজ বুনবে, তবু কিছুই কাটবে না,
জলপাই পেষাই করবে, তবু গায়ে তেল মাখাবে না,
আঙুরফল মাড়াই করবে, তবু আঙুররস পান করবে না।

শ্লোক মিখা ৬:৮; সাম ৩৭:৩

℟ হে মানুষ, যা মঙ্গলকর, তা তোমাকে বলাই হয়েছে:
℣ তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।
℟ প্রভুতে ভরসা রাখ, সৎকর্ম কর, এ দেশে বসবাস কর, বিশ্বস্ততা পালন কর।
℣ তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৩য় পুস্তক ৫

তপস্যার মধ্য দিয়ে আমার কাছে ফিরে এসো

ভুলভ্রান্তি ও পাপের বার্ধক্য ছেড়ে আমার কাছে ফিরে এসো, ও তোমাদের অন্তর থেকে রিপু দূর করে দিয়ে তপস্যার মধ্য দিয়ে নিজেদের নবায়ন কর। মঙ্গল বিষয় ভাব, অনুগ্রহ গ্রহণ কর—সেই খ্রীষ্টেরই অনুগ্রহ যা জীবনের নবীনতার উদ্দেশে নবায়ন ঘটায়।

হে দ্বীপপুঞ্জ, আমার কাছে ফিরে এসো। সম্ভবত দ্বীপপুঞ্জ বলতে এখানে মণ্ডলীগুলো বোঝায়, সেই যে মণ্ডলীগুলো এসংসারের প্রতিকূলতা ও বিপদ দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েও ও তাদের বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়ায় তাদের তরঙ্গমালায় আলোড়িত হয়েও তবু অটল ও স্থিতমূল হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত সেই মণ্ডলীগুলো এমন প্রস্তরের উপরে স্থাপিত, যে প্রস্তর স্বয়ং খ্রীষ্ট।

এ কথা বলতে তাদেরও বোঝায়, যারা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আহূত হয়েছে: এক কালে পাপে লিপ্ত হয়ে, নিন্দার পাত্র ও অশুচি হয়ে, রিপুতে ভরা ও বলিরেখায় পূর্ণ হয়ে তারা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে জীবনের নবীনতায় উত্তীর্ণ হল, ও এমন শুচি কুমারী হয়ে উঠল যে কালিমা ও বলিরেখা থেকে মুক্ত, এমনকি পুণ্যময়ী ও অক্ষুণ্ন। তাই তোমরা আমার কাছে ফিরে এসো।

পুব থেকে কে ধর্মময়তা জাগিয়ে তুললেন, নিজ পদতলে তা আহ্বান করলেন, আর তা তাঁর কাছে গেল? কেবল সৃষ্টির সৌন্দর্যের জন্যই বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের প্রশংসা করা যথেষ্ট নয়; সেই সমস্ত মঙ্গলদানের জন্যও তাঁর প্রশংসা করা উচিত, যা মঞ্জুর করে তিনি আমাদের তাঁর নিজের শান্তি ও প্রসন্নতার চিহ্ন দান করেন। কেননা যে মানবজাতি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট ছিল, মৃত্যু, ক্ষয় ও শয়তানের স্বৈরশাসন থেকে তাকে মুক্ত করে তিনি মরমানুষদের পরিত্রাণ সাধন করলেন: তিনি শয়তানকে ও তার যত সঙ্গীদের নিঃশেষ করে দিলেন, ও সেই পাপ যা আমাদের বিরুদ্ধে স্বৈরাচার করছিল, সেই পাপ বিনষ্ট করে তিনি বিশ্বাস দ্বারা আমাদের ধর্মময় করে তুললেন। কিন্তু এ সমস্ত বিষয় আমাদের কাছে সেই খ্রীষ্টেরই মধ্য দিয়ে অপরূপভাবে দান করা হয়, *যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি।*

তাই দয়া ও ভালবাসায় সহভাগিতা ক'রে, তাতেও সহভাগিতা ক'রে যা পরিত্রাণের জন্য উপযোগী, আমরা গৌরবমন্ডিত হয়ে উঠলাম। তেমন কথাও আমাদের কাছে নবী দ্বারা পূর্বঘোষিত হয়েছিল: *তোমরা যারা আমার নাম ভয় কর, তোমাদের জন্য ধর্মময়তার সূর্য উদিত হবেন, যাঁর ডানায় থাকবে আরোগ্যদান।* তবে কেই বা পুব থেকে সূর্যের মত ধর্মময়তা তথা খ্রীষ্টের উদয় ঘটালেন? কেই বা ধর্মময়তাকে আহ্বান করলেন, অর্থাৎ ধর্মময়তাকে নিয়ে এসে জগদ্বাসীদের কাছে তার আবির্ভাব ঘটালেন? এবং তার আবির্ভাব এমন ভাবেই ঘটালেন যাতে ধর্মময়তা কেবল ঈশ্বরের পদতলে না থেকে বরং যারা তাকে আহ্বান করে তা তাদের কাছে যায়?

প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্ট পৃথিবীতে এভাবেই জীবনযাপন করলেন: তিনি পিতার কর্ম সাধন করলেন ও আমাদের কাছে তাঁর স্বরূপ অনুসারেই তাঁকে দেখালেন; কেননা তিনি পরাক্রমে পিতার সমতুল্য ছিলেন, এখনও তাঁর সমতুল্য; আর এজন্য নিজ কর্ম দ্বারা মানুষকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করলেন যে, তিনি সবদিক দিয়েই পিতার অধিকারের অধিকারী। পূর্ণ সচেতনতায় তিনি বললেন, *আমার পিতার কাজ আমি যদি না করি, তবেই আমাকে বিশ্বাস করো না; কিন্তু যদি করি, তবে আমাকে বিশ্বাস না করলেও সেই সমস্ত কাজেই বিশ্বাস রাখ।*

শ্লোক এজে ১৮:৩১,৩২; ২ পি ৩:৯

℟ তোমাদের সাধিত সমস্ত অন্যায় ছেড়ে নিজেদের মুক্ত কর; নিজেদের জন্য গড়ে তোল এক নতুন হৃদয়, এক নতুন আত্মা।
℣ আমি তো কারও মৃত্যুতে প্রীত নই—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। মন ফেরাও, তবেই বাঁচবে।
℟ তোমাদের প্রতি প্রভু অসীম সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছেন: কেননা তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা এই নয় যে, কেউ বিনষ্ট হবে, বরং সকলে যেন মনপরিবর্তন করার একটা সুযোগ পায়।
℣ আমি তো কারও মৃত্যুতে প্রীত নই—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। মন ফেরাও, তবেই বাঁচবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যুদিথ ৫:১-২১

অলোফের্নের মন্ত্রণা-সভা

ইতিমধ্যে আসিরিয়ার সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি অলোফের্নেকে এই খবর জানানো হয়েছিল যে, ইস্রায়েল সন্তানেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে: তারা পার্বত্য যত প্রবেশপথ বন্ধ করে দিয়েছে, যত পর্বতচূড়ায় গড় স্থাপন করেছে, ও সমতল ভূমিতে কতগুলো বাধা বসিয়েছে। তিনি মহাক্রোধে জ্বলে উঠলেন, এবং মোয়াবের সকল নেতাকে, আম্মোনের সমস্ত অধিনায়ক ও সমুদ্রতীরের অঞ্চলগুলোর সকল সমাজনেতাকে কাছে আহ্বান করে তাদের বললেন, 'হে কানানের মানুষ, তোমরা আমাকে একটু অবগত কর, এই জাতি পর্বতমালায় যার বসতি, তা কেমন জাতি? তারা যে শহরগুলিতে বাস করে, সেগুলো কেমন? তাদের সৈন্যদের সংখ্যা কত? তাদের শক্তি ও তাদের তেজের উৎস কী? তাদের সৈন্যদলের রাজা ও নেতা হিসাবে কে দাঁড়িয়েছে? পাশ্চাত্য জাতিগুলো যেমন করেছে, তারা তেমনিভাবে আমার অপেক্ষায় থাকতে কেন রাজি হয়নি?'

সকল আম্মোনীয়দের নেতা আকিওর তাঁকে উত্তরে বললেন, 'আমার প্রভু তাঁর এই দাসের মুখের উত্তর মনোযোগ দিয়ে শুনুন! আপনি এই যে জায়গায় আছেন, তার কাছাকাছি পর্বতমালার উপরে যে জাতি বাস করে, তার সম্বন্ধে আমি আপনাকে সত্যকথা বলব, আপনার এই দাসের মুখ থেকে কোন মিথ্যা বের হবে না। এই জাতি কাল্‌দীয়দের বংশধরদের নিয়েই গড়া। প্রথমে ওরা মেসোপটেমিয়ায় গিয়ে বসতি করল, কারণ ওদের যে পিতৃপুরুষেরা কাল্‌দীয়দের দেশে বসবাস করছিল, ওরা তাদের দেব-দেবীর অনুগামী হতে চাচ্ছিল না। ওরা তাদের পিতৃপুরুষদের ঐতিহ্য ত্যাগ করে স্বর্গেশ্বরকে উপাসনা করেছিল, সেই যে ঈশ্বরকে ওরা জানতে পেরেছিল। এজন্য ওদের পিতৃপুরুষেরা নিজেদের দেব-দেবীর সামনে থেকে ওদের দূর করে দিল, আর ওরা মেসোপটেমিয়ায় আশ্রয় নিয়ে সেখানে বহুদিন ধরে থাকল। কিন্তু যে দেশ ওদের আশ্রয় দিয়েছিল, ওদের ঈশ্বর সেই দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে ও কানান দেশে আসতে ওদের আজ্ঞা দিলেন। আর আসলে ওরা এখানে বসতি করল, এবং প্রচুর পরিমাণ সোনা-রুপো ও গবাদি পশু অর্জন করে ধনবান হয়ে উঠল। তারপর, সমস্ত কানান দেশ দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত হওয়ায় ওরা মিশরে গেল, এবং যতদিন ওদের বাঁচিয়ে রাখা হল, ওরা সেইখানে থাকল। এমনকি, সেখানে ওরা এমন বিপুল এক লোকসমাজ হয়ে উঠল যে, ওদের বংশধরদের সংখ্যা গণনা করা আর সম্ভব হল না। কিন্তু মিশর-রাজ ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন, তিনি ইট তৈরি করতে ওদের বাধ্য করলেন, ওদের নত করা হল, ক্রীতদাসেরই মত ওদের সঙ্গে ব্যবহার করা হল। ওরা ওদের ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করল, আর তিনি সমগ্র মিশর দেশ এমন শাস্তি দানে আঘাত করলেন, যার প্রতিকার ছিল না। সেজন্য মিশরীয়েরা নিজ দেশ থেকে ওদের দূর করে দিল। ঈশ্বর ওদের সামনে লোহিত সাগর শুষ্ক করে দিলেন এবং সিনাই ও কাদেশ-বার্নেয়ার পথ দিয়ে ওদের চালনা করলেন। মরুপ্রান্তরের যত অধিবাসীদের দূর করে দিয়ে ওরা আমোরীয়দের দেশে বসতি করল, এবং ওদের শক্তি হেশ্‌বোন-নিবাসীদের নিঃশেষ করে দিল; পরে যর্দন পার হয়ে ওরা এই সমস্ত পর্বত দখল করে নিল। নিজেদের সামনে থেকে ওরা কানানীয়, পেরিজীয়, যেবুসীয়, সিখেমীয় ও সকল গির্গাশীয়কে দেশছাড়া করে বহু বছর ধরে তাদের অঞ্চলে বসবাস করল। প্রকৃতপক্ষে, যতদিন ওরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করল না, ততদিন ওদের মধ্যে সমৃদ্ধি ছিল, কেননা ওদের সঙ্গে যে ঈশ্বর, তিনি তো দুষ্কর্ম ঘৃণাই করেন। কিন্তু, তিনি যে পথ ওদের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন, যখন ওরা তা ছেড়ে সরে গেল, তখন বহু যুদ্ধ-সংগ্রামে নিদারুণ ভাবেই পরাজিত হল, বন্দি অবস্থায় বিদেশেই ওদের নিয়ে যাওয়া হল, ওদের ঈশ্বরের মন্দির ধূলিসাৎ করা হল, আর ওদের শহরগুলো ওদের শত্রুদের হাতে পড়ল। আচ্ছা, এখন ওদের ঈশ্বরের কাছে আবার ফিরে, যে সমস্ত জায়গা থেকে ওদের ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, ওরা সেই সমস্ত জায়গায় ফিরে এসেছে; ওদের পবিত্রধাম যেখানে রয়েছে, সেই যেরুসালেমকে আবার দখল করেছে, এবং যে সমস্ত পর্বত আগে জনশূন্য ছিল, ওরা সেইখানে বসতি স্থাপন করেছে। এখন, হে মহারাজ, হে প্রভু আমার, এই জাতি তার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে যদি তাদের মধ্যে কোন অপরাধ থাকে, অর্থাৎ আমরা যদি বুঝি যে, ওদের মধ্যে এই বাধা রয়েছে, তবে আসুন, এগিয়ে গিয়ে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। অন্যদিকে ওদের লোকদের মধ্যে যদি কোন অপরাধ না থাকে, তবে আমার প্রভু পিছটান দিন, পাছে তাদের ঈশ্বর যিনি, সেই প্রভু তাদের

ঢালস্বরূপ হয়ে দাঁড়ান আর আমরা সারা পৃথিবীর সামনে তাচ্ছিল্যের বস্তু হই।’

শ্লোক যুদিথ ১৬:১৩,৫; ৬:১৭; সিরা ৩৬:১৫-১৬ দ্রঃ

প্র হে সর্বশক্তিমান প্রভু, হে মহান ও গৌরবময় ঈশ্বর, তুমি একটা নারীর হাত দ্বারা বিজয় মঞ্জুর করেছ,
উ তোমার দাসদের প্রার্থনা শোন।
প্র হে প্রভু, তুমি ধন্য; যারা তোমাতে ভরসা রাখে তাদের তুমি তো ফেলে রাখ না, ও যারা নিজেদের পরাক্রমে গর্ব করে, তাদের তুমি তো নামিয়ে দাও।
উ তোমার দাসদের প্রার্থনা শোন।

দ্বিতীয় পাঠ - অরিজেন-লিখিত ‘প্রার্থনা প্রসঙ্গ’ **১-২**

প্রার্থনার বিষয়বস্তু

সর্বোচ্চ বিষয়গুলো, আমাদের ভঙ্গুর প্রকৃতির পক্ষে বহুগুণে দূরবর্তী হওয়ায়, মানববোধের অতীত হয়েও তবু ঈশ্বরের ইচ্ছায় বোধগম্য হয়ে ওঠে সেই বিবিধ ও অসীম অনুগ্রহ গুণে যা তিনি যীশুখ্রীষ্টের সেবাকর্ম ও পরমাত্মার সহযোগিতার মধ্য দিয়ে মানুষের উপর বর্ষণ করেন। যদিও মানব প্রকৃতির পক্ষে সেই প্রজ্ঞাই অর্জন করা অসাধ্য, যা দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছিল—বাস্তবিকই দাউদের বাণী অনুসারে *ঈশ্বর প্রজ্ঞা দ্বারাই সবকিছু গড়েছেন*—তবু যা অসাধ্য ছিল, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তা আমাদের পক্ষে সাধ্য হয়েছে, কারণ *তিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি।*

স্বর্গীয় বিষয়ের অনুসন্ধান করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য, তেমন কথা কেবা অস্বীকার করতে পারবে? অথচ ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহ গুণে তা সাধ্য হয়ে ওঠে; আর আসলে যিনি তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত উপনীত হয়েছিলেন, তিনি সম্ভবত তিনটে স্বর্গের বিষয়ের অনুসন্ধান করলেন, কারণ *অকথনীয় এমন কথা শুনেছিল, যা মানুষের উচ্চারণ করতে নেই।*

আর কেইবা বলতে পারবে যে মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের মন জানা সাধ্য? যখন ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বরের ভাবনা জানে না, তখন মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের ভাবনা জানা সম্ভব নয়। অথচ দেখ তা কেমন করে সম্ভব হল: *আমরা তো এজগতের আত্মা পাইনি, ঈশ্বরের আপন আত্মাকেই পেয়েছি, ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাদের যা যা দান করেছেন, তা যেন জানতে পারি। এই সকল বিষয়ে আমরা তো মানবীয় প্রজ্ঞার শেখানো ভাষায় নয়, আত্মার শেখানো ভাষাতেই কথা বলি।*

মানবদুর্দশার কারণে যা কিছু আমাদের পক্ষে অসাধ্য, তার মধ্যে প্রার্থনা প্রসঙ্গে সূক্ষ্মরূপে ও ঈশ্বরোপযোগী ভাষায় কথা বলা অন্যতম—কেমন ও কেন প্রার্থনা করা প্রয়োজন, প্রার্থনায় ঈশ্বরকে কী বলা উচিত, প্রার্থনার বিশেষ বিশেষ উপযুক্ত সময় ইত্যাদি বিষয় জানা ও শেখানো সম্ভব নয়; তাছাড়া প্রেরিতদূত বলেছেন, *কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না।* কেননা প্রার্থনা করা শুধু নয়, উপযুক্ত ভাবেও প্রার্থনা করা ও উচিত যাচ্‌নাও নিবেদন করা প্রয়োজন; কারণ যদিও আমরা বুঝতে পারতাম প্রার্থনায় কী যাচ্‌না করা উচিত, তবু তাও যথেষ্ট হত না, যদি না সেভাবে যাচ্‌না করতাম যেভাবে প্রয়োজন। তথাপি যথোপযুক্ত ভাবে প্রার্থনা করায় কী লাভ, যদি না জানি কিবা যাচ্‌না করা উচিত?

যা যাচ্‌না করা উচিত, তা প্রার্থনার বস্তু সংক্রান্ত বিষয়; যথোপযুক্ত ভাবে প্রার্থনা করা, তা প্রার্থীর মনোভাব সংক্রান্ত বিষয়। উদাহরণ স্বরূপ এ হল কয়েকটা বিষয়, যা প্রার্থনাকালে যাচ্‌না করা উচিত: *তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তার ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, তাহলে সেই সবকিছু তোমাদের বাড়তি হিসাবে দেওয়া হবে* যার বিশেষ মূল্য নেই, অর্থাৎ তোমরা স্বর্গীয় বিষয় যাচ্‌না কর, তাহলে পার্থিব বিষয়ও বাড়তি হিসাবে তোমাদের দেওয়া হবে; *তোমাদের নির্যাতকদের জন্য প্রার্থনা কর; তোমরা শস্যখেতের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, যেন তিনি নিজ শস্যখেতে কর্মী পাঠান; আর প্রার্থনাকালে তোমরা বেশি কথা ব্যয় করো না।*

শ্লোক রো ৮:২৬; জাখা ১২:৯,১০

℣ কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না ;

℟ স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন।

℣ প্রভুর উক্তি : সেদিন আমি দাউদকুলের উপর ও যেরুসালেমের অধিবাসীদের উপর অনুগ্রহ ও মিনতির আত্মা বর্ষণ করব :

℟ স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ১৭:১-১৮

ইস্রায়েল-রাজ্য-সমাপ্তি

যুদা-রাজ আহাজের দ্বাদশ বর্ষে এলাহ্‌র সন্তান হোসেয়া সামারিয়ায় ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে নয় বছর রাজত্ব করেন। প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই

করলেন, তবু তাঁর আগে ইস্রায়েলে যে রাজারা ছিলেন, তাঁদের মত নয়। তাঁর বিরুদ্ধে আসিরিয়া-রাজ শাল্‌মানেসের রণ-অভিযানে বেরিয়ে এলেন ; হোসেয়া তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন ও তাঁর করদাতা হলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আসিরিয়ার রাজা হোসেয়ার একটা চক্রান্তের কথা জানতে পারলেন, কেননা তিনি মিশরের সো রাজার কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন, এবং বছরে বছরে যেমন করে আসছিলেন, আসিরিয়া-রাজের কাছে সেইমত কর আর পাঠাতেন না ; এজন্য আসিরিয়ার রাজা তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়ে কারাবাসে আটকে দিলেন। আসিরিয়ার রাজা এসে সমস্ত দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়লেন, এবং সামারিয়ায় এসে তিন বছর ধরে তা অবরোধ করে রাখলেন। হোসেয়ার নবম বর্ষে আসিরিয়ার রাজা সামারিয়া হস্তগত করে ইস্রায়েলীয়দের দেশছাড়া করে আসিরিয়ায় নিয়ে গেলেন, এবং গোজানের হাবোর নদীর ধারে অবস্থিত হালাহে ও মেদীয়দের নানা শহরে বসিয়ে দিলেন।

এমনটি ঘটবার কারণ এই : মিশর-রাজ ফারাওর হাত থেকে মুক্ত করে যিনি ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন, তাদের সেই পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে তারা পাপ করেছিল যেহেতু অন্য দেবতাদেরই পূজা করেছিল ; আর প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে থেকে যে জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছিলেন, তারা তাদেরই আচার-আচরণ, ও ইস্রায়েল-রাজাদের প্রবর্তিত আচার-আচরণ মেনে চলেছিল। ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের পরমেশ্বর প্রভুর সম্বন্ধে অবজ্ঞা-ভরা কথা বলেছিল ; সবচেয়ে ক্ষুদ্র গ্রাম থেকে দুর্গমিনার পর্যন্ত সমস্ত শহরেই তারা উচ্চস্থানগুলিতে নানা দেবালয় নির্মাণ করেছিল। যত উঁচু পাহাড়ে বা সবুজ গাছের তলায় তারা স্মৃতিস্তম্ভ ও পবিত্র দন্ডগুলো দাঁড় করিয়েছিল। প্রভু তাদের সামনে থেকে যে জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছিলেন, তাদের মত তারা সেই সমস্ত উচ্চস্থানে ধূপ জ্বালিয়েছিল ; এবং কুকর্ম করে প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তারা পুতুল-পূজা করেছিল, অথচ এই বিষয়ে প্রভু বলেছিলেন, 'তেমন কাজ তোমরা করবে না !'

অথচ প্রভু সমস্ত নবী ও দৈবদ্রষ্টার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলকে ও যুদাকে বারবার সাবধান করে বলেছিলেন, 'তোমাদের যত কুপথ ত্যাগ করে ফিরে এসো, এবং আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের জন্য যে সমস্ত বিধান জারি করেছি ও আমার দাস সেই নবীদের মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে যা পাঠিয়েছি, সেই সমস্ত বিধান অনুসারে আমার সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি-নিয়ম পালন কর।' কিন্তু তারা কান দিল না ; তাদের যে পিতৃপুরুষেরা তাদের পরমেশ্বর প্রভুতে বিশ্বাস করেনি, তাদের গ্রীবার মত নিজেদের গ্রীবাও শক্ত করল। তারা তাঁর বিধি-নিয়ম, তাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে স্থাপন করা সন্ধি, ও তাদের কাছে দেওয়া সমস্ত সাক্ষ্য-বাণী অগ্রাহ্য করল ; তারা অসার বস্তুর অনুগামী হল, ফলে তারা নিজেরাও অসার হল—ঠিক সেই জাতিগুলির মত, যাদের আচার-আচরণ অনুকরণ করতে প্রভু তাদের নিষেধ করেছিলেন। তারা তাদের আপন পরমেশ্বর প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ত্যাগ করল,

নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই করা দু'টো বাছুরের মূর্তি তৈরি করল, পবিত্র দণ্ডগুলো প্রস্তুত করল, আকাশের সমস্ত বাহিনীর উদ্দেশে প্রণিপাত করল, ও বায়াল-দেবতাদের সেবা করল। তারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের আগুনের মধ্য দিয়ে পার করাল, মন্ত্রতন্ত্র ও জাদুবিদ্যা ব্যবহার করল, এবং প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজ করার জন্য নিজেদের বিক্রি করে দিল, আর এইভাবে তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলল। এজন্য প্রভু ইস্রায়েলের উপরে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন, নিজের সামনে থেকে তাদের দূর করে দিলেন; তখন কেবল যুদা গোষ্ঠী অবশিষ্ট রইল!

শ্লোক সিরা ৪৮:১৫-১৬

℟ জনগণ মনপরিবর্তন করল না, নিজেদের পাপকর্মও তারা ত্যাগ করল না, যে পর্যন্ত তাদের নিজেদের দেশ থেকে পাল ধরে তাদের ঠেলে দেওয়া হল।
℣ তাদের সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হল; কেবল অল্প সংখ্যক এক জনগণই অবশিষ্ট থাকল।
℟ এদের কয়েকজন ঈশ্বরের যা গ্রহণীয় তা-ই করল, অন্যেরা পাপের সংখ্যা বাড়াল।
℣ তাদের সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হল; কেবল অল্প সংখ্যক এক জনগণই অবশিষ্ট থাকল।

দ্বিতীয় পাঠ - কন্‌স্তান্তিনপলের ধর্মপাল সাধু জের্মানুস-লিখিত 'মণ্ডলী বিষয়ে ধ্যান'

মণ্ডলী ও সাক্রামেন্তগুলি

মণ্ডলী হল ঈশ্বরের মন্দির, পবিত্র মন্দির, প্রার্থনা-গৃহ, জনসমাবেশ, খ্রীষ্টের দেহ, খ্রীষ্টের নাম, খ্রীষ্টের কনে; মণ্ডলী সর্বজাতিকে তপস্যা ও প্রার্থনায় আহ্বান করে; মণ্ডলী দীক্ষাস্নানের জলে শুচীকৃতা, মূল্যবান রক্তে ধৌতা, কনের অলঙ্কারে সজ্জিতা, পবিত্র আত্মার তেলে চিহ্নিতা—যেমনটি নবী বলেন, *ছড়িয়ে পড়া সুগন্ধি তেলের মতই তোমার নাম; তোমার সুগন্ধি দ্রব্যের সুবাসে আকর্ষিত হয়ে আমরা ছুটে আসব।*

আরও, মণ্ডলী হল সেই পার্থিব আকাশমণ্ডল যেখানে পরাৎপর বসবাস করেন ও গমনাগমন করেন; মণ্ডলী ক্রুশে খ্রীষ্টের যন্ত্রণা, সমাধি ও পুনরুত্থানের প্রতীক বহন করে। মণ্ডলী কুলপতিদের তাঁবুতে ও মোশীর সাক্ষাৎ-তাঁবুতে আনন্দের সঙ্গে পূর্বদর্শিতা, প্রেরিতদূতদের উপরে স্থাপিতা, প্রায়শ্চিত্তাসন ও পবিত্রস্থানের উত্তরাধিকারী, নবীদের দ্বারা পূর্বঘোষিতা, প্রেরিতদূতদের অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, সাক্ষ্যমরদের দ্বারা সিদ্ধতাপ্রাপ্তা, ও তাঁদের পবিত্র দেহাবশেষের গৌরবাসনে প্রতিষ্ঠিতা।

মণ্ডলী ঈশ্বরের গৃহ বলেও অভিহিতা হতে পারে, যে গৃহে পুষ্টি ও জীবন দানকারী অন্নভোজে জীবনের রহস্যময় বলিদান উদ্‌যাপিত হয়; মণ্ডলীতে প্রতিটি ঐশতত্ত্ব হল প্রভুর শিক্ষার মূল্যবান রত্নার মত—সেই যে শিক্ষা তিনি নিজ শিষ্যদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। এবং নিজ শিষ্যদের কাছে প্রভু ঘোষণা করেছিলেন, *তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের দীক্ষাস্নাত কর।* আর আমরা খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানে দীক্ষাস্নাত হয়েছি, কারণ তিনি যেমন যর্দনে যোহন দ্বারা দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন, আমরাও জলে ডুব দিলে পর জলের গভীর থেকে উঠে ও সেই ত্রিবিধ জলসিঞ্চন গ্রহণ করে স্বয়ং খ্রীষ্টের তিন দিনব্যাপী সমাধি ও পুনরুত্থানের মূর্ত দৃষ্টান্ত হয়ে উঠি ও সেই কথা স্বীকারও করি।

দীক্ষাস্নাতদের এজন্য তৈলাভিষিক্ত করা হয়, কারণ রাজাদের, যাজকদের ও নবীদেরও তৈলাভিষিক্ত করা হত; দেহধারণের মধ্য দিয়ে পবিত্রীকৃত হওয়ায় খ্রীষ্টও রাজা ও যাজক রূপে তৈলাভিষিক্ত হলেন। তাছাড়া আমাদের এজন্যও তৈলাভিষিক্ত করা হয়, আদমের দোষের ফলে মৃত্যু আমাদের সাধারণ উত্তরাধিকার হওয়ায় শয়তান যেন মৃত্যুজনক পাপের শক্তিতে আমাদের পুনরায় পরাজিত না করে। জল-রহস্য আমাদের কাছে পবিত্র আত্মার জল ও আগুনের প্রক্ষালনের সেই রহস্যময় কথা প্রকাশ করে, যে প্রক্ষালন দ্বারা আমরা আমাদের পাপের কালিমা ছেড়ে শুচিতা, নবজন্ম ও অনন্ত জীবন পাবার যোগ্যতা লাভ করেছি। দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করে শয়তানের দাসত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পাই, ও ঈশ্বরের পুত্রের অনুগ্রহের স্বাধীনতা গ্রহণ করি: আমরা জল ও আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের পুত্রে পবিত্রীকৃত ও ধৌত হলে পুত্র আমাদের পিতা ঈশ্বরের কাছে এই

বলে চালিত করেন, হে পবিত্রতম পিতা, আমি উপস্থিত, আর আমার সঙ্গে তারাও উপস্থিত, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছিলে তারা যেন পবিত্রীকৃত হয়ে তোমাকে, সেই একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে, ও তুমি যাঁকে প্রেরণ করেছ সেই খ্রীষ্টকে জানতে পারে, ফলে তারাও যেন আমার রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে পারে।

শ্লোক সাম ৩৬:৯,১০; ৬৫:৫

℟ তারা তোমার গৃহের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত, তুমি তোমার অমৃতধারায় তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও।
℣ তোমাতেই যে জীবনের উৎস! তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।
℟ তোমার গৃহের মঙ্গলদানে আমরা পরিতৃপ্ত হব।
℣ তোমাতেই যে জীবনের উৎস! তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যুদিথ ৬:১-১০,১৪-১৬; ৭:১,৪-৫

ইস্রায়েলীয়দের হাতে সমর্পিত আকিওর

মন্ত্রণাসভায় যারা চারপাশে উপস্থিত ছিল, সেই লোকদের কোলাহল প্রশমিত হওয়ার পর আসিরিয়ার সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি অলোফের্নে সেই বিদেশীদের সমগ্র জনসমাবেশের সামনে ও সকল মোয়াবীয়দের সামনে আকিওরকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'আকিওর, তুমি কে, আর এফ্রাইমের এই টাকায় কেনা-সৈন্যেরা কারা যে আমাদের মধ্যে তুমি আজ নবীর মত ব্যবহার করছ, আর এমন চেষ্টা করছ যেন আমরা ইস্রায়েল জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে পিছটান দিই? তুমি বলছ, তাদের ঈশ্বর উর্ধ্ব থেকে তাদের রক্ষা করবেন। বেশ, নেবুকাদ্‌নেজার ছাড়া আর কোন্ ঈশ্বরই বা আছেন? তিনি তাঁর নিজের শক্তি পাঠিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করবেন, তখন তাদের ঈশ্বরও তাদের রক্ষা করতে পারবে না। বরং আমরা, তার দাস এই আমরাই তাদের যেন একটামাত্র মানুষের মতই ঝাঁটিয়ে দেব, কারণ আমাদের রণ-অশ্বের বলের সামনে তারা দাঁড়াতে পারবেই না। আমরা তাদের নিজেদের ঘরের মধ্যে তাদের পুড়িয়ে দেব, তাদের পাহাড়-পর্বত তাদের রক্ত খেয়ে মত্ত হয়ে উঠবে, তাদের যত মাঠ তাদের মৃতদেহে ভরে যাবে, আমাদের সামনে তাদের পাদতলও দাঁড়াতে পারবে না; না, তারা সকলে বিনষ্ট হবে: এই কথা সারা পৃথিবীর প্রভু স্বয়ং নেবুকাদ্‌নেজারই বলছেন। কেননা তিনি কথা বলেছেন, আর তাঁর কথা বৃথা বলে প্রমাণিত হবেই না। আর তোমার বিষয়ে, আম্মোনের টাকায় কেনা-সৈন্য হে আকিওর, তুমি যে এই সমস্ত কিছু বলেছ তোমার দুর্বিপাকের দিনে, তুমি আজ থেকে আমার মুখ আর দেখবে না, যতদিন না আমি মিশর থেকে আসা এই জাতের মানুষদের উপর প্রতিশোধ নিই! তখন আমার সৈন্যদের অস্ত্র ও আমার বিপুল কর্মচারীদের বর্শা তোমার কোমর ভেদ করবে। হ্যাঁ, আমি যখন ইস্রায়েলের দিকে মুখ ফেরাব, তখন তাদের মৃতদেহের মধ্যে তোমারও মৃত্যু হবে। আমার দাসেরা এখন তোমাকে পর্বতের উপরে নিয়ে গিয়ে আমার যাত্রাপথের নিকটবর্তী কোন একটা শহরে ছেড়ে দেবে; তাদের সর্বনাশের সহভাগী না হওয়া পর্যন্ত তুমি মরবে না। কিন্তু তুমি যদি মনে মনে আশা রাখ, তারা ধরা পড়বে না, তবে তোমার চেহারা এত বিষণ্ন না হোক। আমি কথা বলেছি: আমার কোন কথা বৃথা যাবে না!'

তখন অলোফের্নে, তাঁর তাঁবুতে যে দাসেরা সেবায় নিযুক্ত ছিল, তাদের হুকুম দিলেন, যেন আকিওরকে ধরে তারা বেথুলিয়ার দিকে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ইস্রায়েল সন্তানদের হাতে ছেড়ে দেয়। ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের শহর থেকে নেমে তঁর কাছে এগিয়ে এল, তঁর বাঁধন খুলে দিল, ও তঁকে বেথুলিয়ায় নিয়ে গিয়ে শহরের জননেতাদের সামনে উপস্থিত করল। সেসময়ে প্রধানেরা ছিলেন সিমেয়োন গোষ্ঠীর মিখার সন্তান উজ্জিয়া, গথোনিয়েলের সন্তান খাব্রিস ও মেল্কিয়েলের সন্তান খার্মিস। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে শহরের সমস্ত প্রবীণবর্গকে ডেকে পাঠালেন, এবং সকল যুবক ও স্ত্রীলোক দৌড়ে সমাবেশের জায়গায় এসে উপস্থিত হল। সেই সমস্ত জনসমাবেশের মাঝখানে আকিওরকে দাঁড় করাবার পর উজ্জিয়া ঘটনার বিষয় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

পরদিন অলোফের্নে সমস্ত সৈন্যদলকে ও সহকারী-সৈন্য হিসাবে যারা তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তাদের সকলকে আদেশ করলেন, যেন বেথুলিয়ার দিকে রওনা হয়, এবং পর্বতের যত প্রবেশপথ দখল করে

ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করে। তেমন বিপুল সংখ্যা দেখে ইস্রায়েল সন্তানেরা একেবারে সন্ত্রাসিত হয়ে পড়ল; একে অপরকে বলছিল, 'এরা এবার সারা দেশকেই গ্রাস করবে। এদের ওজনে সর্বোচ্চ পর্বতও দাঁড়াতে পারবে না, সবচেয়ে গভীরতম উপত্যকাও নয়, যত পাহাড়ও নয়!' তারা এক একজন নিজ নিজ অস্ত্র তুলে নিল, এবং যত মিনারের উপরে আগুন জ্বালিয়ে সেদিন সারারাত ধরে প্রহরা দিল।

শ্লোক সাম ৯:১০; ১০:১৪,১৫

℣ হে প্রভু, তুমি যে বিচারাসনে চিরসমাসীন, তুমি যে ন্যায়বিচারক, সঙ্কটকালে অত্যাচারিতদের জন্য হও দুর্গ,
℟ কারণ কেবল তুমিই দেখ দুর্দশা, দেখ দুঃখ।
℣ তোমারই কাছে হতভাগা নিজেকে সঁপে দেয়, তুমিই তো এতিমের সহায়;
℟ কারণ কেবল তুমিই দেখ দুর্দশা, দেখ দুঃখ।

দ্বিতীয় পাঠ - অরিজেন-লিখিত 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' **২**

কেমন প্রার্থনা করা উচিত

প্রার্থনা কেমন করা উচিত, এবিষয়ে প্রেরিতদূতের এ বাণী অত্যন্ত উপযোগী: *আমার ইচ্ছা, সব জায়গায় পুরুষমানুষেরা ক্রোধ ও বিবাদের চিন্তা বর্জন ক'রে শুচি হাত তুলে প্রার্থনা করুক। একই প্রকারে নারীরাও দৃষ্টি-শোভন পোশাক প'রে, শালীনতা ও সংযমে ভূষিতা হোক; চুল বাঁধার কায়দায় নয়, সোনা-মুক্তায় নয়, দামী কাপড়েও নয়, কিন্তু—ভক্তি-ব্রতিনী নারীদের যেমন শোভা পায়—শুভকর্মেই সজ্জিতা হোক।* প্রার্থনা কেমন করা উচিত, এবিষয়ে এ বচনও উপযোগী: *তুমি যখন যজ্ঞবেদির কাছে নিজ নৈবেদ্য উৎসর্গ করছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন কথা আছে, তবে সেই স্থানে বেদির সামনে তোমার সেই নৈবেদ্য ফেলে রেখে চলে যাও: প্রথমে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, পরে এসে তোমার সেই নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।*

অপরাধের দুর্গন্ধ জানে না, এমন হৃদয় থেকেই যখন প্রার্থনা নির্গত, তখন চেতনাসম্পন্ন সৃষ্টজীব তেমন প্রার্থনার সুগন্ধ ছাড়া ঈশ্বরের কাছে আর কী মহত্তর উপহার নিবেদন করতে পারে?

পল এ সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া সত্ত্বেও, এবং বিধান, নবীদের ও সুসমাচারের অফুরন্ত ঐশ্বর্য থেকে আর কতই নাকি বের করতে পারলেও, তবু প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও বৈচিত্রময় ভাবে ব্যক্ত করতে গিয়ে স্বীকার করেন, কেমন প্রার্থনা করা উচিত, এবিষয় জানা থেকে তিনি বহুদূরে রয়েছেন, আর এজন্য তিনি বলেন, *কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না।* কিন্তু তবু নিজের অভাব যেন পূরণ করা হয়, এ উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি নিজের অজ্ঞতায় থেকেও নিজেকে যোগ্য করতে সচেষ্ট, তেমন ব্যক্তি কীসেতে উপকৃত হবে, এবিষয়ে পল বলে চলেন, *কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন। আর যিনি সকলের হৃদয় তলিয়ে দেখেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কী, যেহেতু আত্মা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই পবিত্রজনদের হয়ে অনুরোধ রাখেন।*

যিনি ভক্তদের হৃদয়ে 'আব্বা, পিতা' ডাকতে থাকেন, সেই পবিত্র আত্মা যেহেতু জানেন যে, পাপীরা এ নিম্নলোকে যে আর্তনাদ ব্যক্ত করে, তা পাপীদের অবস্থা শ্রেয়তর করার চেয়ে আরও শোচনীয়ই করে, সেজন্য তিনি অসীম মঙ্গলময়তা ও দয়ার সঙ্গে আমাদের আর্তনাদ আপন করে ঈশ্বরের কাছে *অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন।* কেননা নিজের প্রজ্ঞা গুণে তিনি যখন দেখতে পান, আমাদের প্রাণ ধুলায় তলিয়ে রয়েছে ও হীনতম দেহে বন্দি, তখন ঈশ্বরের কাছে সাধারণ আর্তনাদের মধ্য দিয়ে নয়, বরং এমন অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়েই আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন, যে আর্তনাদ সেই অকথনীয় কথারই সমরূপ *যা মানুষের উচ্চারণ করতে নেই।*

আমার ধারণা যে, ঈশ্বরের কাছে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করা যথেষ্ট না মনে করে পবিত্র আত্মা উত্তরোত্তর ও ব্যগ্রতার সঙ্গেই তাদের হয়ে প্রার্থনা করে থাকেন যারা পলের সঙ্গে বলে, *এসব কিছুতে আমরা বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী।* কিন্তু যারা তত দূরে না গিয়েও নিজেদের পরাজিত হতে দেয় না, সম্ভবত পবিত্র আত্মা সাধারণ

ভাবেই তাদের হয়ে প্রার্থনা করেন। তাছাড়া একথা উল্লেখযোগ্য যে, *কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন*, এ বচনটা পরবর্তী বচনের একই অর্থ বহন করে: *আমি আত্মা দিয়ে প্রার্থনা করব, বুদ্ধি দিয়েও প্রার্থনা করব; আত্মা দিয়ে সামগান গাইব, বুদ্ধি দিয়েও সামগান গাইব;* প্রকৃতপক্ষে আমাদের অন্তর প্রার্থনা করতে পারে না, যদি না তার আগে প্রথমে সেই আত্মাই প্রার্থনা করেন যাঁকে শোনার জন্য অন্তর প্রবৃত্ত। একই প্রকারে অন্তর সুদক্ষ ও নিপুণ ভাবে ও মৃদুকণ্ঠে খ্রীষ্টে পিতার গুণকীর্তন ও প্রশংসাগানও করতে পারে না, যদি না যিনি *সবই তলিয়ে দেখেন, ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয়ও তলিয়ে দেখেন*, সেই আত্মাই আগে তাঁর গুণকীর্তন ও প্রশংসাগান করেন, যাঁর গভীরতম বিষয় তলিয়ে দেখেছেন ও সেভাবে তা উপলব্ধি করেছেন যেভাবে কেবল তিনিই উপলব্ধি করতে সক্ষম।

শ্লোক যোহন ১৬:২৪; সাম ১৪৫:১৯

প্র এ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই যাচ্না করনি;
উ যাচ্না কর, তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হতে পারে।
প্র যারা তাঁকে ভয় করে, তিনি তাদের বাসনা পূর্ণ করেন, তাদের চিৎকার শুনেই তাদের পরিত্রাণ করেন।
উ যাচ্না কর, তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হতে পারে।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ১৭:২৪-৪১

সামারীয়দের উৎপত্তি

আসিরিয়ার রাজা তখন বাবিলন, কুথা, আব্বা, হামাৎ ও সেফার্বাইম থেকে লোক আনিয়ে সামারিয়ার শহরগুলিতে ইস্রায়েল সন্তানদের জায়গায় তাদেরই বসিয়ে দিলেন। তারা সামারিয়া দখল করে সেখানকার শহরগুলিতে বসতি করল। সেখানে তাদের বসবাসের শুরুতে তারা প্রভুকে ভয় করত না, এজন্য প্রভু তাদের বিরুদ্ধে সিংহপাল পাঠালেন, আর সিংহেরা তাদের মধ্যে হত্যাকান্ড ঘটাল। তখন তারা আসিরিয়ার রাজাকে বলল, 'আপনি যে জাতিগুলোকে স্থানান্তর করে সামারিয়ার শহরগুলোতে বসিয়ে দিয়েছেন, তারা এই স্থানীয় ঈশ্বরের ধর্ম জানে না; তাই তিনি তাদের বিরুদ্ধে সিংহপাল পাঠিয়েছেন; দেখুন, সিংহেরা তাদের মধ্যে হত্যাকান্ড ঘটাচ্ছে, কেননা তারা এই স্থানীয় ঈশ্বরের ধর্ম জানে না।' তাই আসিরিয়ার রাজা এই আজ্ঞা দিলেন, 'তোমরা সেখান থেকে যে যাজকদের দেশছাড়া করে এনেছ, তাদের একজনকে সেখানে ফেরত পাঠাও; সে গিয়ে সেখানে বাস করুক ও লোকদের সেই স্থানীয় ঈশ্বরের ধর্মের কথা শিখিয়ে দিক।' তখন তারা সামারিয়া থেকে যে যাজকদের দেশছাড়া করে নিয়ে গেছিল, তাদের একজন এসে বেথেলে বাস করে তাদের শেখালেন কেমন করে প্রভুকে উপাসনা করতে হয়।

কিন্তু তবুও এক একটা জাতি তাদের নিজস্ব দেবমূর্তি তৈরি করল, এবং সামারীয়েরা উচ্চস্থানগুলিতে যে দেবালয় গেঁথেছিল, তারা সেগুলির মধ্যে তাদের নিজস্ব দেবমূর্তি বসিয়ে দিল; এক এক জাতি যে যে শহরে বাস করত, সেই সেই শহরে তাই করল। এইভাবে বাবিলনের লোকেরা সুক্কোৎ-বেনোৎ তৈরি করল, কুথার লোকেরা নের্গাল তৈরি করল, হামাতের লোকেরা আশিমা তৈরি করল, আব্বীয়েরা নিব্হাজ ও তার্তাক তৈরি করল, এবং সেফার্বাইমেরা সেফার্বাইমের দেবতা আদ্রাম্-মেলেক ও আনাম্-মেলেকের উদ্দেশে তাদের নিজেদের ছেলেদের আগুনে পোড়াত। তারা প্রভুকেও উপাসনা করল, এবং নিজেদের মধ্য থেকে উচ্চস্থানগুলির জন্য যাজকদের নিযুক্ত করল; এরাই তাদের জন্য উচ্চস্থানগুলিতে উপাসনা চালাত। তারা প্রভুকেও উপাসনা করত, এবং যে সকল জাতির মধ্য থেকে তাদের আনা হয়েছিল, তাদের প্রথা অনুসারে তাদের আপন আপন দেবতারও সেবা করত। তেমন প্রাচীন প্রথাগুলো তারা আজও পালন করছে; তারা প্রভুকে উপাসনা করে না, তাঁর বিধি ও নিয়মনীতি অনুসারে চলে না, এবং প্রভু যাঁর নাম ইস্রায়েল রেখেছিলেন, সেই যাকোবের সন্তানদের জন্য যে

বিধান ও আজ্ঞা জারি করেছিলেন, সেই অনুসারেও তারা চলে না। আসলে প্রভু তাদের সঙ্গে একটা সন্ধি স্থির করে এই আজ্ঞা দিয়েছিলেন, 'তোমরা অন্য দেবতাদের উপাসনা করবে না, তাদের উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না, তাদের সেবা করবে না, তাদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করবে না, তোমরা বরং কেবল সেই প্রভুকেই ভয় করবে, কেবল তাঁরই উদ্দেশে প্রণিপাত করবে, তাঁরই উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করবে, যিনি মহা পরাক্রম দেখিয়ে ও প্রসারিত বাহুতে মিশর দেশ থেকে তোমাদের এখানে এনেছেন। তিনি তোমাদের জন্য যে বিধি ও নিয়মনীতি এবং যে বিধান ও আজ্ঞা লিখিত আকারে দিয়েছেন, সেই সমস্তই সবসময় সযত্নে পালন করবে; বিজাতীয় কোন দেবতাকে তোমরা উপাসনা করবে না। আমি তোমাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছি, তোমরা যেন তা ভুলে না যাও; বিজাতীয় কোন দেবতাকে তোমরা উপাসনা করবে না, তোমাদের পরমেশ্বর সেই প্রভুকেই বরং উপাসনা করবে, আর তিনি তোমাদের সকল শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করবেন।' কিন্তু তারা কান দিল না; সবসময়ই তাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে চলল। তাই সেই জাতিগুলো প্রভুকেও উপাসনা করত, তাদের দেবতাদেরও সেবা করত, আর তাদের সন্তানেরাও সেইমত করত। তাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন করত, তাদের সন্তানেরা ও তাদের সন্তানদের সন্তানসন্ততিরাও আজও তেমনি করছে।

শ্লোক ২ রাজা ১৭:৩৮-৩৯; দ্বিঃবিঃ ৬:৪

প্র আমি তোমাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছি, তোমরা যেন তা ভুলে না যাও; বিজাতীয় কোন দেবতাকে তোমরা উপাসনা করবে না:
উ তোমাদের পরমেশ্বর সেই প্রভুকেই বরং উপাসনা করবে, আর তিনি তোমাদের সকল শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করবেন।
প্র শোন, ইস্রায়েল! আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যিনি, তিনিই একমাত্র প্রভু।
উ তোমাদের পরমেশ্বর সেই প্রভুকেই বরং উপাসনা করবে, আর তিনি তোমাদের সকল শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - আভেল্‌বের্গের ধর্মপাল সাধু আন্সেলমো-লিখিত 'সংলাপ' ১:৬

নতুন ভক্তমণ্ডলী পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ গুণেই সম্মিলিত হয়েছে

পবিত্রতম ত্রিত্বে বিশ্বাস বিশ্বাসীদের ধারণ-ক্ষমতা অনুসারে প্রকাশিত হয়ে ও কেমন যেন আংশিকভাবেই বিতরণকৃত হয়ে, নিজের পূর্ণতালাভের দিকে বৃদ্ধি পেতে পেতে শেষে সিদ্ধিলাভ করে।

এজন্য খ্রীষ্টের আগমন থেকে বিচারের সেই দিন পর্যন্ত—যে দিনটি ষষ্ঠ যুগ বলে চিহ্নিত ও যার মধ্যে ঈশ্বরের পুত্রের উপস্থিতি দ্বারা অদ্বিতীয় ও একই মণ্ডলী নবায়িত,—অদ্বিতীয় ও একরূপ পর্যায় শুধু নয়, কিন্তু বিবিধ ও বিচিত্র পর্যায়ও বিদ্যমান। খ্রীষ্টধর্মের একটি দিক আদিমণ্ডলী-কালে তখন প্রকাশ পেয়েছে, যখন যর্দন থেকে বেরিয়ে এসে, আত্মা দ্বারা প্রান্তরে চালিত হয়ে ও প্রলোভন শেষে শয়তান দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে যীশু যুদেয়া ও গালিলেয়া পেরিয়ে যেতে যেতে সেই বারোজন প্রেরিতদূতকে মনোনীত করলেন: তিনি খ্রীষ্টবিশ্বাসের উৎকৃষ্ট তত্ত্ব বিষয়ে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করলেন, তাঁদের শিক্ষা দিলেন তাঁরা যেন আত্মায় দীনহীন হন, সেই বাকি বাণীও তাঁদের শেখালেন যা পর্বতে উপদেশে অন্তর্ভুক্ত, তাঁদের উপদেশ দিলেন তাঁরা যেন অনিত্য সংসারকে অবজ্ঞা করেন, এবং সুসমাচার সংক্রান্ত অগণিত ও পরিত্রাণদায়ী আদেশ বিষয় তাঁদের অবগত করলেন।

কিন্তু খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের পর, ও পবিত্র আত্মা প্রেরিত হলে পর অনেক মানুষ প্রেরিতদূতদের সাধিত আশ্চর্য কর্ম ও চিহ্ন দেখে তাঁদের সঙ্গ নিলেন, এবং এমনটি ঘটল যে, লুকের বর্ণনা অনুসারে, *যে বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, তারা ছিল একমন একপ্রাণ; তাদের কেউই নিজের সম্পত্তির মধ্যে কিছু নিজেরই বলত না, বরং সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল। তাদের মধ্যে কেউই অভাবে ভুগছিল না, কিন্তু প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে সবকিছু ভাগ করে দেওয়া হত। তাদের সঙ্গে যোগ দিতে অন্য কেউ সাহস করত না, কিন্তু জনগণ তাদের ভাল বলত।*

তাতে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ গুণে নতুন ভক্তমণ্ডলী সম্মিলিত হল: তেমন মণ্ডলী প্রথমে ইহুদীদের মধ্যে, পরে বিজাতীয়দের মধ্যে নবায়িত হল। নবায়নটা এভাবে ঘটল: মণ্ডলী ইহুদী ও বিজাতীয় রীতি-নীতি ধীরে

ধীরে বর্জন করল, কিন্তু সেগুলোর মধ্য থেকে প্রাকৃতিক ও ধর্মসম্মত এমন কিছুটা বাঁচাল যা প্রাকৃতিক নিয়ম ও লিপিবদ্ধ নিয়ম থেকে উদ্ধৃত হয়েছিল ও খ্রীষ্টবিশ্বাসের তখনও বিরুদ্ধ ছিল না, এখনও বিরুদ্ধ নয়, বরং তাদের জন্য উপযোগী, যারা ভক্তিভরে ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেগুলিকে পালন করে।

সেসময় থেকেও পুরাতন ও নূতন নিয়মের সাক্ষ্যদানের উপর নির্ভর ক'রে পবিত্রতম ত্রিত্বে বিশ্বাস সূক্ষ্মরূপে ও প্রকাশ্যে প্রচারিত হতে শুরু হয়—আগে এ বিশ্বাস প্রতীকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ও ধাপে ধাপেই মানুষের চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। আবার সেসময়ে নতুন নতুন সাক্রামেন্ত, নতুন ধর্মানুষ্ঠান, নতুন বিধি ও নতুন প্রতিষ্ঠানের উদয় হয়; প্রৈরিতিক ও প্রমাণসিদ্ধ পত্র লেখা হয়; উপদেশ ও লেখা দ্বারা খ্রীষ্টীয় বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়; সমগ্র জগতের কাছে সেই বিশ্বাস প্রচারিত হয় যার নাম কাথলিক; এবং পুণ্যময়ী মণ্ডলী এমন নানা পর্যায়ের মধ্য থেকে যেতে যেতে, যে পর্যায়ে ক্রমে ক্রমে আমাদের দিনগুলি পর্যন্ত পরম্পরাগত ভাবে উপস্থিত, ঈগলের যৌবনের মত নবায়িত হয় ও সর্বদাই নবায়িত হতে থাকবে; তবু তেমন নবায়নের মধ্যেও মণ্ডলী পবিত্রতম ত্রিত্বে বিশ্বাসের ভিত্তি স্থিতমূল করে রাখবে, আর সেই ভিত্তি ছাড়া কেউই অন্য ভিত্তি কখনও স্থাপন করতে পারবে না—যদিও অধিকাংশ ধর্মগুলোর গঠন এমন নির্মাণকর্ম অনুসারে প্রভুর পবিত্র মন্দিরে নির্মিত হয় যা সমরূপ নয়।

শ্লোক ইসা ৬৩:১১; এফে ৪:১১,১২ দ্রঃ

প্র প্রভু নিজ জনগণের কথা স্মরণ করলেন: নিজ পালের পালকদের সঙ্গে তাদের বের
করে আনলেন;
উ তিনি তাদের মধ্যে নিজ পবিত্র আত্মাকে রাখলেন।
প্র খ্রীষ্ট কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রীষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের
জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন।
উ তিনি তাদের মধ্যে নিজ পবিত্র আত্মাকে রাখলেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যুদিথ ৮:১ক,১০-১৪,২৮-৩৩; ৯:১-৬,১৪

স্বজাতির দশার জন্য চিন্তিতা যুদিথ

সেসময়ে যুদিথ অবস্থাটার কথা জানতে পারলেন; তিনি ছিলেন মেরারির কন্যা। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বিশেষ দাসীকে—যার উপর তাঁর সমস্ত সম্পত্তির ভার ছিল—শহরের প্রবীণ সেই খাব্রিস ও খার্মিসকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা এলে তিনি তাঁদের বললেন, 'বেথুলিয়ার জননেতারা, আমার কথা শুনুন। আপনারা আজ লোকদের কাছে যেভাবে কথা বলেছেন, তা ঠিক নয়; এমনকি, প্রভু যদি নির্দিষ্ট কয়েক দিনের মধ্যে আপনাদের সাহায্যে না আসেন, আপনারা ঈশ্বরকে তুচ্ছ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন যে, আপনারা আমাদের শত্রুদের হাতে শহরটি তুলে দেবেন! আপনারা কে যে আজকের এই দিনে ঈশ্বরকে পরীক্ষা করেছেন? এবং মানবসমাজের মধ্যে আপনারা কে যে ঈশ্বরের মাথায় উঠেছেন? হায় রে, আপনারা সর্বশক্তিমান প্রভুকে যাচাই করছেন! অথচ আপনারা কিছুই বোঝেন না, এখনও নয়, কখনও নয়! আপনারা যখন মানুষের অন্তঃস্থল তলিয়ে দেখতে ও তার মনের চিন্তাও বুঝতে অক্ষম, তখন যিনি এইসব কিছুর নির্মাতা, আপনারা কেমন করে তাঁকে তলিয়ে দেখতে, তাঁর চিন্তা জানতে, বা তাঁর সঙ্কল্প বুঝতে পারবেন? না, ভাই, আমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ক্ষুব্ধ করবেন না!'

তখন উজ্জিয়া তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'তুমি যা কিছু বলেছ, তা সরল হৃদয় দিয়েই বলেছ; এমন কেউ নেই যে তোমার একটা কথায়ও বিমত হতে পারে। কেননা তোমার প্রজ্ঞা শুধু আজ থেকে প্রকাশ্য নয়, তোমার দিনগুলির শুরু থেকেই বরং গোটা জাতি তোমার সূক্ষ্ম জ্ঞান ও তোমার হৃদয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা জানতে পেরেছে।

কিন্তু তবুও লোকেরা তীব্র তেষ্টার জ্বালায় ভুগছিল বিধায় তেমন ব্যবহারে আমাদের বাধ্য করেছে, ফলে আমরা সেইভাবে ব্যবহার করলাম, সেইভাবে কথাও বললাম, এমন শপথও আপন করে নিলাম যা কখনও

লঙ্ঘন করতে পারব না। কিন্তু তুমি আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর, তুমি তো ধর্মপ্রাণ মহিলা, তবে প্রভু আমাদের কুয়ো ভরিয়ে দিতে জল পাঠাবেন, ফলে আমরা আর নিঃশেষিত হব না।' যুদিথ তাঁদের উদ্দেশ করে বললেন, 'আপনারা শুনুন, আমি এমন কর্মকীর্তি সাধন করতে অভিপ্রায় করছি, যার স্মৃতি আমাদের জাতির সন্তানদের কাছে যুগের পর যুগ সম্প্রদান করা হবে। আজ রাতে আপনাদের নগরদ্বারে গিয়ে দাঁড়াতে হবে; আমি আমার দাসীর সঙ্গে বেরিয়ে যাব। আপনারা যে নির্দিষ্ট দিনের পরে শহরটা শত্রুহাতে তুলে দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই দিনগুলির মধ্যে প্রভু আমার হাত দ্বারা ইস্রায়েলকে উদ্ধার করবেন।'

তখন যুদিথ উপুড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন; মাথায় ছাই ছড়ালেন, নিচে যে চটের কাপড় পরে ছিলেন, অন্য কাপড় খুলে শুধু সেই চটের কাপড়ই পরে থাকলেন; সেসময়ে যেরুসালেমে ঈশ্বরের গৃহে সান্ধ্য ধূপ উৎসর্গ করা হচ্ছিল। যুদিথ তখন জোর গলায় প্রভুর কাছে চিৎকার করে বললেন, 'হে প্রভু, হে আমার পিতৃপুরুষ সিমেয়োনের ঈশ্বর, তুমি বিজাতীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের খড়্গ তাঁর হাতে দিয়েছ, তাদেরই বিরুদ্ধে, যারা একটি কুমারীর বন্ধনী খুলে দিয়ে তাকে লজ্জায় অভিভূত করেছিল, তার কোমর অনাবৃত করে তাকে অসম্মানের মধ্যে ফেলেছিল ও তার গর্ভ কলুষিত করে তাকে দুর্নামের বস্তু করেছিল। তুমি বলেছিলে, তেমন কর্ম করতে নেই! কিন্তু তারা তাই করেছিল। এজন্য তুমি তাদের জননেতাদের মৃত্যুর হাতে, ও তাদের ছলনায় কলঙ্কিত তাদের সেই বিছানা রক্তের হাতে তুলে দিয়েছ; তুমি দাসদের তাদের কর্তাদের সঙ্গে, ও কর্তাদের তাদের অনুচারীদের সঙ্গে আঘাত করেছ। তুমি এমনটি হতে দিয়েছ, যেন তাদের বধূরা লুটের হাতে পড়ে, তাদের কন্যারা দাসত্বের অধীন হয়, ও তাদের সমস্ত সম্পদ তোমার প্রীতিভাজন সন্তানদের মধ্যে ভাগ করা হয়; কারণ এরা তোমার প্রতি ধর্মাগ্রহে উদ্দীপিত হয়ে তাদের রক্তের কলুষে ঘৃণাবোধ করেছিল ও তোমার কাছে চিৎকার করে তোমার সহায়তা প্রার্থনা করেছিল। হে ঈশ্বর, ঈশ্বর আমার, এই বিধবার কথাও এখন শোন। কেননা অতীতে যা কিছু ঘটেছে, এখন যা কিছু ঘটছে, ও পরবর্তীকালে যা কিছু ঘটবে, তা তুমিই আগে থেকে নিরূপণ করেছ। যা ঘটবে ও যা ঘটছে, তা তুমিই নির্ধারণ করেছ; যা কিছু ঘটেছে, তা তুমিই পরিকল্পনা করেছিলে। তোমার দ্বারা যা কিছু নিরূপণ করা হয়, সেইসব কিছু এসে উপস্থিত হয়ে বলল, এই যে আমরা! কারণ তোমার সকল পথ আগে থেকে নিরূপিত, ও তোমার বিচারগুলি আগে থেকে নির্ধারিত। তোমার গোটা জনগণের কাছে ও সকল গোষ্ঠীর কাছে এমন প্রমাণ দাও যে, তুমিই প্রভু, তুমিই সমস্ত পরাক্রম ও সমস্ত প্রতাপের ঈশ্বর; এবং ইস্রায়েল জাতিকে রক্ষা করবে, তুমি ছাড়া আর এমন কেউই নেই।'

শ্লোক যুদিথ ৮:২০,১৪,১৬ দ্রঃ

℣ প্রভুকে ছাড়া আমরা অন্য ঈশ্বরকে মানি না; তাঁর উপরেই আমাদের ভরসা।
℟ তিনি আমাদের অবজ্ঞা করেন না, নিজ পরিত্রাণও আমাদের বংশ থেকে সরিয়ে দেন না।
℣ অঝরে চোখের জল ফেলে আমরা তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করি, ও তোমার সম্মুখে আমাদের প্রাণ নত করি।
℟ তিনি আমাদের অবজ্ঞা করেন না, নিজ পরিত্রাণও আমাদের বংশ থেকে সরিয়ে দেন না।

দ্বিতীয় পাঠ - অরিজেন-লিখিত 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' **২,৫**

কিছু ঘটবার আগেও ঈশ্বর সবই জানেন

প্রভু প্রার্থনা শেষ করলে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যিনি তাঁকে বললেন, *প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান, যেমন যোহনও নিজ শিষ্যদের শেখালেন,* আমার ধারণায় সেই শিষ্য এবিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন যে, প্রার্থনার সিদ্ধ পর্যায় থেকে মানুষের দুর্বলতা বহু দূরে রয়েছে; এমনকি, পিতার কাছে প্রার্থনাকালে ত্রাণকর্তা যে প্রজ্ঞাপূর্ণ ও মহান বাণী উচ্চারণ করছিলেন, তা শুনতে পেয়ে তিনি এবিষয়ে আরও নিশ্চিত হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু এ কেমন হতে পারে যে, বিধান-শাসন পালনে মানুষ হয়ে যে ব্যক্তি নবীদের বাণী অবিরতই শুনেছিলেন ও নিষ্ঠার সঙ্গে সমাজগৃহে যোগ দিয়েছিলেন, সেই ব্যক্তি প্রার্থনায় রত প্রভুকে না দেখা পর্যন্ত প্রার্থনা করতে পারতেন না? আরও, যে সমস্ত শিষ্য যেরুসালেম থেকে, সমস্ত যুদেয়া থেকে ও যর্দনের সমস্ত অঞ্চল থেকে দীক্ষাস্নাত হবার জন্য যোহনের কাছে ছুটে আসত, প্রার্থনা সম্বন্ধে যোহন তাদের কী শেখাতেন? হয় তো, নবীর চেয়েও মহাব্যক্তি হওয়ায় তিনি প্রার্থনা বিষয়ে এমন ধারণা পেয়েছিলেন, যা সকল দীক্ষাপ্রার্থীর কাছে নয়, সম্ভবত

কেবল তাদেরই কাছে গোপনে শিখিয়ে দিতেন, যারা বিশেষ শিক্ষা পাবার আগ্রহে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করার আগে তাঁর কাছে আসত।

তেমন প্রার্থনা প্রকৃতপক্ষেই আত্মিক, কারণ ভক্তদের হৃদয়ের মধ্যে পবিত্র আত্মা নিজেই তা উচ্চারণ করেন; ফলে এ প্রার্থনা অপরূপ ও রহস্যময় তত্ত্বে পরিপূর্ণ। রাজাবলির প্রথম পুস্তকে আন্নার প্রার্থনা আংশিকভাবে তেমন প্রার্থনার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত: *প্রভুর সামনে বহুক্ষণ ধরে প্রার্থনা করতে করতে ও মনে মনে প্রার্থনা করতে করতে* তাঁর পক্ষে কোন শাস্ত্র প্রয়োজন ছিল না। ৮৯ নং সামসঙ্গীতের শিরনাম এরূপ: 'ঈশ্বরের লোক মোশীর প্রার্থনা,' এবং ১০১ নং সামসঙ্গীতের শিরনাম হল, 'দুঃখীর প্রার্থনা: অবসন্ন হয়ে সে প্রভুর কাছে মনের কথা ভেঙে বলে।' তেমন প্রার্থনাগুলো যেহেতু পবিত্র আত্মা দ্বারাই সত্যিকারে গঠিত ও ব্যক্ত, সেজন্য ঐশপ্রজ্ঞার নির্দেশগুলিতেও পরিপূর্ণ, ফলে সেগুলির মধ্যে যা যা প্রতিশ্রুত, তার বিষয়ে বলা যেতে পারে: *যে প্রজ্ঞাবান, সে একথা উপলব্ধি করুক; যার সুবুদ্ধি আছে, সে একথার অর্থ উপলব্ধি করুক।*

সুতরাং, যেহেতু প্রার্থনা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা দেওয়া এমন কঠিন কাজ যে, আমাদের পক্ষে পিতা দ্বারা আলোকিত হওয়া, প্রথমজাত বাণী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়া, ও আত্মা দ্বারা উপকৃত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, সেজন্য তেমন উৎকৃষ্ট বিষয় উপলব্ধি করা ও সেই বিষয়ে উপযোগী কিছু কথা বলার জন্য আমি মানুষ হিসাবে প্রার্থনা করি, যেন সেই বিষয়ে উর্বর ও আত্মিক জ্ঞান লাভ করতে পারি, ও সুসমাচারে ব্যক্ত প্রার্থনাগুলোর ব্যাখ্যাও লাভ করতে পারি।

কিন্তু আমরা প্রার্থনা করার আগেও যিনি আমাদের সমস্ত প্রয়োজন জানেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা করা কী দরকার আছে? *তোমাদের কী কী প্রয়োজন, যাচ্না করার আগে তোমাদের পিতা তা জানেন।* বস্তুতপক্ষে যিনি *যা কিছু আছে তা সবই ভালবাসেন, ও নিজে যা কিছু গড়েছেন সেগুলোর কিছুই ঘৃণা করেন না,* সেই পিতা ও বিশ্বস্রষ্টা যে প্রার্থীর যাচ্না অপেক্ষা না করে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেককে উপযুক্ত ভাবে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু বিতরণ করবেন, এ অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত—তিনি ঠিক যেন এক পিতার মত যিনি আপন শিশুদের যত্নসেবা করতে করতে তাদের যাচ্না অপেক্ষা করেন না, কারণ হয় শিশুরা এখনও যাচ্না ব্যক্ত করতে পারে না, না হয় অভিজ্ঞতার অভাবে এমন কিছু চাইতে পারে যা ক্ষতিকর বা উপযোগী নয়। আর পিতামাতার মন থেকে শিশুদের মন যতখানি দূরবর্তী, ঈশ্বরের মন থেকে আমরা মানুষ এর চেয়ে বেশি দূরবর্তী।

শ্লোক রো ১১:৩৪,৩৫; ইসা ৪০:১৪

প্‌ কেবা জেনেছে প্রভুর মন? কেবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা?
উ আর কেইবা প্রথমে তাঁকে কিছু দান করেছে সে যেন পেতে পারে প্রতিদান?
প্‌ এমন কার কাছেই বা তিনি পরামর্শ চাইলেন, সে যেন তাঁকে বুদ্ধি দেয় ও শেখায় ন্যায়-পথ?
উ আর কেইবা প্রথমে তাঁকে কিছু দান করেছে সে যেন পেতে পারে প্রতিদান?

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ বংশ ২৯:১-২; ৩০:১-১৬ক

হেজেকিয়ার আমলে পালিত পাস্কাপর্ব

হেজেকিয়া পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে ঊনত্রিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম আবিয়া, তিনি জাখারিয়ার কন্যা। তিনি তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সমস্ত কাজ অনুসারে প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন। ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা পালন করতে সকলকে যেরুসালেমে প্রভুর গৃহে সমবেত করার জন্য হেজেকিয়া ইস্রায়েলের ও যুদার সর্বত্রই দূত পাঠালেন, এবং এফ্রাইম ও মানাসেকেও পত্র লিখলেন। আসলে রাজা, তাঁর প্রধানেরা ও যেরুসালেমের গোটা জনসমাবেশ বছরের দ্বিতীয় মাসেই পাস্কা পালন করতে স্থির করেছিলেন, কারণ প্রয়োজনের চেয়ে অল্পসংখ্যক যাজক পবিত্রীকৃত হয়েছিল ব'লে এবং যেরুসালেমে লোকেরা সমাগত হয়নি ব'লে তা ঠিক সময়ে পালন করা তাঁদের পক্ষে অসাধ্য

হয়েছিল। তেমন প্রস্তাবে রাজা ও সমস্ত জনসমাবেশ প্রীত হয়েছিলেন। সুতরাং, যেহেতু অনেকে আদিষ্ট বিধি-নিয়ম পালন করেনি, সেজন্য তারা বের্‌শেবা থেকে দান পর্যন্ত ইস্রায়েলের সর্বত্রই ঘোষণা করবে বলে স্থির করেছিল, যেন লোকেরা যেরুসালেমে এসে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা পালন করে। তাই রাজার আজ্ঞায় পত্রবাহকেরা রাজার ও তাঁর প্রধানদের পক্ষ থেকে পত্র নিয়ে ইস্রায়েল ও যুদার সব জায়গায় গিয়ে এই কথা বলল, 'ইস্রায়েল সন্তান, তোমরা আব্রাহাম, ইসায়াক ও ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফের; তবে তোমাদের মধ্যে যারা আসিরিয়ার রাজাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, তিনি তাদের কাছে ফিরবেন। তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের ও ভাইদের মত হয়ো না! তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, তারা তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত হওয়ায় তিনি তাদের চরম দুর্দশায় তুলে দিয়েছেন। এখন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের মত শক্তগ্রীব হয়ো না; প্রভুকে হাত দাও, তিনি চিরকালের জন্য যে স্থান পবিত্রীকৃত করেছেন, সেই পবিত্রধামে এসো; তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সেবা কর, তবেই তাঁর প্রচন্ড ক্রোধ তোমাদের কাছ থেকে সরে যাবে। কেননা তোমরা যদি প্রভুর কাছে ফের, তবে যাদের দ্বারা তোমাদের ভাইদের ও ছেলেদের বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাদের কাছে তারা মমতার পাত্র হবে; হ্যাঁ, তারা এই দেশে ফিরবে, কারণ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু দয়াবান ও স্নেহশীল; তোমরা তাঁর কাছে ফিরলে তিনি তোমাদের কাছ থেকে আপন শ্রীমুখ ফেরাবেন না।'

পত্রবাহকেরা এফ্রাইম ও মানাসে অঞ্চলের শহরে শহরে ও জাবুলোন পর্যন্ত গেল; কিন্তু লোকেরা তাদের পরিহাস ও বিদ্রূপ করল! কেবল আসের, মানাসে ও জাবুলোনের কয়েকজন লোক নিজেদের নত করে যেরুসালেমে এল। কিন্তু যুদায় পরমেশ্বরের হাত প্রকাশিত হল: তিনি তাদের অন্তরে এমন প্রেরণা জাগালেন, যেন তারা একমন হয়ে প্রভুর বাণী অনুসারে রাজা ও প্রধানদের আজ্ঞা পালন করে।

বছরের দ্বিতীয় মাসে খামিরবিহীন রুটির উৎসব পালন করার জন্য বিপুল জনতা যেরুসালেমে সম্মিলিত হল; সত্যিই বিরাট একটা জনসমাবেশ। তারা কাজে নামল: যেরুসালেমে যত যজ্ঞবেদি ছিল, তারা সেগুলোকে দূর করে দিল; ধূপ-বেদিগুলোও দূর করে কেদ্রোন উপত্যকায় ফেলে দিল। তারা দ্বিতীয় মাসের চতুর্দশ দিনে পাস্কাবলিগুলো জবাই করল; যাজকেরা ও লেবীয়েরা লজ্জিত হয়ে নিজেদের পবিত্রিত করল, এবং প্রভুর গৃহে আহুতিবলি আনল। তারা পরমেশ্বরের লোক মোশীর বিধান অনুসারে তাদের আপন আপন নির্ধারিত স্থানে দাঁড়াল।

শ্লোক ২ বংশ ২৯:৪,৫; ১ করি ৩:১৭

℟ হেজেকিয়া যাজকদের ও লেবীয়দের বললেন: পবিত্রধাম থেকে অশুচিতা দূর করে দাও।
℣ তোমরা এখন নিজেদের পবিত্রিত কর, পরে তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহ পবিত্রিত কর।
℟ পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির।
℣ তোমরা এখন নিজেদের পবিত্রিত কর, পরে তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহ পবিত্রিত কর।

দ্বিতীয় পাঠ - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এল্‌রেডের উপদেশাবলি **পাস্কা বিষয়ক উপদেশ**

আমাদের পাস্কায় খ্রীষ্ট দৃষ্টান্তরূপে নয়, বাস্তবেই বলীকৃত

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, জেনে রেখ, এ মরজীবন কালে আমরা তিক্ত ঘাস না খেয়ে অর্থাৎ তিক্ততা সহ্য না করে পাস্কা উদ্‌যাপন করতে পারি না। তোমরা তো জান, পাস্কার অর্থ হল উত্তরণ বা পারাপার। যেমনটি আগেও আমাদের ঘটেছে, তেমনি এবিষয়ে আমরা শাস্ত্রে ত্রিবিধ উত্তরণ, ঠিক যেন ত্রিবিধ পাস্কা পাই। কেননা যখন ইস্রায়েল মিশর ছেড়ে চলে গেল, তখন একটা পাস্কা উদ্‌যাপিত হল ও লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে ইহুদীদের পারাপার সাধিত হল, বস্তুত তারা দাসত্ব থেকে মুক্তির দিকে পার হল, মাংসের কড়াই ছেড়ে স্বর্গদূতদের মান্না পেল।

আর একটা পাস্কা তখনই উদ্‌যাপিত হল, যখন ইহুদীরা শুধু নয়, বরং সমগ্র মানবজাতিই মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে, শয়তানের জোয়াল থেকে খ্রীষ্টের জোয়ালের দিকে, অন্ধকারের দাসত্ব থেকে ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতার দিকে, রিপুর অশুচি খাদ্য থেকে প্রকৃত রুটির দিকে, এমনকি স্বর্গদূতদেরই সেই রুটির

দিকে পার হল, যে রুটি নিজের বিষয়ে বলেন, *আমিই সেই প্রকৃত রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে।*

তৃতীয় পাস্কা আমরা তখনই উদ্‌যাপন করব, যখন মরণশীলতা থেকে অমরত্বের দিকে, ক্ষয়শীলতা থেকে অক্ষয়শীলতার দিকে, দুর্দশা থেকে আনন্দের দিকে, পরিশ্রম থেকে বিশ্রামের দিকে, ভয় থেকে নিরাপত্তার দিকে পার হব।

প্রথম পাস্কা হল ইহুদীদের পাস্কা; দ্বিতীয়টা হল খ্রিষ্টানদের পাস্কা; তৃতীয়টা হল পুণ্যজনদের ও সিদ্ধপুরুষদের পাস্কা। ইহুদীদের পাস্কায় একটা মেষশাবক বলীকৃত, আমাদের পাস্কায় খ্রিষ্ট বলীকৃত, পুণ্যজনদের ও সিদ্ধপুরুষদের পাস্কায় খ্রীষ্ট গৌরবান্বিত। তাছাড়া তোমরা এ পর্বোৎসবগুলির ক্রমোন্নতি ও পার্থক্য লক্ষ কর; যিনি *এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শক্তির সঙ্গে পরিব্যাপ্ত, উত্তম মঙ্গলময়তার সঙ্গে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন,* লক্ষ কর তিনি কেমন করে আমাদের পরিত্রাণ সাধন করেন।

কেননা ইহুদীদের পাস্কায় একটা মেষশাবক বলীকৃত হয় বটে, কিন্তু তার মধ্যে দৃষ্টান্তরূপে খ্রীষ্টের আত্মবলিদানের পূর্বাভাস উপস্থিত। অপরদিকে আমাদের পাস্কায় খ্রীষ্ট দৃষ্টান্তরূপে নয়, বাস্তবেই বলীকৃত হন। পুণ্যজনদের ও সিদ্ধপুরুষদের পাস্কায় খ্রীষ্ট আর বলীকৃত হন না, বরং প্রকাশিতই হন।

সেই প্রথম পাস্কায় খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের একটা পূর্বাভাস উপস্থিত; দ্বিতীয়টায় তাঁর যন্ত্রণাভোগ সাধিত; তৃতীয়টায় পুনরুত্থানের পরাক্রমে তাঁর যন্ত্রণাভোগের ফল প্রকাশিত। তাতে প্রজ্ঞা শঠতার উপর বিজয়ী! কেননা ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা যিনি, আমার সেই প্রভু যীশু প্রজ্ঞা, কোমলতা ও পরাক্রম দেখিয়ে সেই আদিম সাপের শঠতা জয় করেছেন। শঠতা এমন চিকন অমঙ্গল, যা নিজের গর্ভে অহঙ্কার ও হিংসা পোষণ করে তা প্রসবও করে। শয়তানের অহঙ্কার ও হিংসা দ্বারাই মৃত্যু পৃথিবীর গর্ভে সমস্ত পাপের বীজ প্রবেশ করিয়েছিল। তাই যার কারণে সমগ্র মানবজাতি বিনষ্ট হয়েছিল, আমার প্রভু যীশুখ্রীষ্ট প্রজ্ঞা ও কোমলতা দেখিয়ে, কিন্তু যথেষ্ট পরাক্রমও দেখিয়ে সেই শঠতা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করলেন।

শ্লোক যাত্রা ১২:৫,৬,১৩; ১ পি ১:১৮,১৯

প্রঃ শাবকটাকে খুঁতবিহীন হতে হবে; ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর গোটা জনসমাবেশ সন্ধ্যাবেলায় সেই শাবক জবাই করবে।

উঃ যে সব বাড়িতে তোমরা থাক, তাতে লাগানো রক্তই হবে তোমাদের পক্ষে চিহ্নস্বরূপ: সংহারক আঘাত তোমাদের উপরে পড়বে না।

প্রঃ তোমরা নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রীষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত হয়েছ।

উঃ যে সব বাড়িতে তোমরা থাক, তাতে লাগানো রক্তই হবে তোমাদের পক্ষে চিহ্নস্বরূপ: সংহারক আঘাত তোমাদের উপরে পড়বে না।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যুদিথ ১০:১-৫,১১-১৭; ১১:১-৮,২০-২৩

অলোফের্নের সাক্ষাতে যুদিথ

যুদিথ এইভাবে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানালেন। প্রার্থনা শেষ করে তিনি মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সেই দাসীকে ডেকে বাড়ির সেই ঘরে নেমে গেলেন, যেখানে থেকে সাব্বাৎ ও পর্বোৎসব কাটাতেন। যে চটের কাপড় পরে ছিলেন, এখানে এসে তা খুলে দিলেন, বিধবার পোশাকও ছেড়ে দিলেন, তারপর স্নান করে সর্বাঙ্গে ঘন সুগন্ধি তেল মাখলেন, এবং মাথার চুল দু'ভাগ করে মাথায় ভূষণটি দিলেন। পরে, তাঁর স্বামী মানাসে জীবিত থাকতে তিনি যে পোশাক পরতেন, পর্বীয় সেই পোশাক পরে নিলেন; পায়ে জুতো দিলেন, গলায় হার দিলেন এবং চুড়ি, আঙটি, মাকড়ি ও ঘরে তাঁর যত অলঙ্কার ছিল, তা পরে নিয়ে নিজেকে এমন সুন্দরী করলেন যে, পথে দেখা পাওয়া যে কোন পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। শেষে তাঁর দাসীর হাতে আঙুররসে ভরা একটা চামড়ার ভিস্তি ও একটা তেলের পাত্র দিলেন, এবং ঝলসানো ময়দা, শুকনো ডুমুরফল ও শুদ্ধ রুটিতে একটা থলি ভরে এইসব পাত্র আটিতে বেঁধে দাসীর মাথায় দিলেন।

তাঁরা উপত্যকার পথ ধরে সোজা সামনের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন, এমন সময় আসিরিয়ার এক প্রহরী দল তাঁদের দিকে এগিয়ে এল। তারা তাঁকে ধরে জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি কোন্ পক্ষের মানুষ? কোথা থেকে আসছ? কোথায় যাচ্ছ?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমি হিব্রুদের মেয়ে, তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি, কারণ তোমাদেরই হাতে তাদের তুলে দেওয়া হচ্ছে। তাই আমি তোমাদের সমস্ত সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি অলোফের্নের উপস্থিতিতে আসতে চাই; এবং বিশ্বাসযোগ্য খবর জানিয়ে তাঁর চোখের সামনে এমন প্রবেশপথ দেখাতে চাই, যা পার হয়ে তিনি এই সমস্ত পর্বত দখল করতে পারবেন, এমনকি তাঁর একটিমাত্র মানুষও বিনষ্ট হবে না।’ এই সমস্ত কথা শুনতে শুনতে ও তাঁর ভঙ্গি বিচার-বিবেচনা করতে করতে তারা আশ্চর্যান্বিতই হল, যেহেতু তাদের চোখে যুদিথকে খুবই সুন্দরী দেখাচ্ছিল; তারা তাঁকে বলল, ‘এত শীঘ্রই নেমে এসে ও আমাদের প্রভুর সামনে এসে উপস্থিত হয়ে তুমি আসলে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছ। তবে এবার তাঁর তাঁবুতে এসো; তাঁর হাতে তোমাকে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের কয়েকজন তোমার সঙ্গে থেকে পথ চলবে। একবার তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয়ে মনে মনে ভয়ে কম্পিত হয়ো না; বরং আমাদের যা কিছু বলেছ তা সবই তাঁকে বল, তবে তিনি তোমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবেন।’ তাই নিজেদের মধ্য থেকে তারা একশ’জনকে বেছে নিল, যারা তাঁর ও তাঁর দাসীর পাশে পাশে থেকে অলোফের্নের তাঁবুতে তাঁদের নিয়ে গেল।

তখন অলোফের্নে তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘মেয়ে, শান্ত থাক, তোমার অন্তর ভীত না হোক, কারণ যে কেউ সারা পৃথিবীর রাজা নেবুকাদ্‌নেজারের সেবা করতে রাজি হয়েছে, আমি তার কোন অনিষ্ট করিনি। আর এই পর্বতমালায় বাস করে তোমার সেই জাতি, কৈ, তারা যদি আমাকে অবজ্ঞা না করত, আমি তাদের বিরুদ্ধে কখনও বর্শা তুলতাম না; তারা নিজেরাই এই সমস্ত কিছু নিজেদের মাথায় ডেকে এনেছে। যাই হোক, এখন তুমি আমাকে বল কোন্ কারণে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে আমাদের কাছে এসেছ। নিশ্চয় তুমি রক্ষা পেতে এসেছ। আচ্ছা, সাহস ধর: এই রাতে ও পরবর্তীকালেও তুমি বেঁচে থাকবে। কেউই তোমাকে একটুকু ক্ষতিও করতে পারবে না, বরং সকলে তোমাকে সমস্ত মর্যাদা দেখাবে, ঠিক যেমন আমার প্রভু নেবুকাদ্‌নেজারের দাসদের প্রতি ব্যবহার করা হয়।’

যুদিথ উত্তরে তাঁকে বললেন, ‘দোহাই আপনার, আপনার এই দাসীর কথা গ্রহণ করুন! আপনার এই দাসী যেন আপনার সামনে কথা বলতে পারেন। এই রাতে আমি আমার প্রভুর কাছে একটুও মিথ্যা বলব না। অবশ্য, আপনি আপনার এই দাসীর কথা মেনে নিতে প্রসন্ন হলে ঈশ্বর নিজে আপনার কাজ সাফল্যমণ্ডিত করবেন, তাতে আমার প্রভু তাঁর নিজের সঙ্কল্পে ব্যর্থ হবেন না। সারা পৃথিবীর রাজা নেবুকাদ্‌নেজার চিরজীবী হোন! সমস্ত প্রাণীকে সংস্কার করতে যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর প্রতাপ চিরস্থায়ী হোক! কেননা আপনার মধ্য দিয়ে কেবল মানুষ যে তাঁর সেবা করে এমন নয়, বন্য পশু, মেষ ও বৃষের পাল, ও আকাশের পাখিও আপনার শক্তি গুণে নেবুকাদ্‌নেজারের ও তাঁর কুলের সম্মানার্থে বেঁচে থাকবে! হ্যাঁ, আমরা আপনার অসাধারণ প্রজ্ঞা ও আপনার সূক্ষ্ম মনের খ্যাতি শুনতে পেয়েছি। সারা পৃথিবী জুড়ে এই কথা সুস্পষ্ট যে, আপনিই সমগ্র রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ, জ্ঞানে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, যুদ্ধ-সংগ্রামের ব্যাপারে অপরূপ!’

যুদিথের কথায় অলোফের্নে ও তাঁর অধিনায়কেরা প্রীত হলেন; তারা সকলে তাঁর প্রজ্ঞায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল, ‘পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এমন আর কোন নারী নেই যে এর মত চেহারায় সুন্দরী ও কথায় বুদ্ধিমতী।’ অলোফের্নে তাঁকে বললেন, ‘তোমার জাতির আগে আগে তোমাকে পাঠিয়ে ঈশ্বর উত্তম ব্যবস্থা করেছেন, ফলে আমাদের হাতে থাকবে প্রতাপ, আর যারা আমার প্রভুকে অবজ্ঞা করেছে, তাদের হবে সর্বনাশ!’ তুমি চেহারায় যেমন সুন্দরী, কথায় তেমনি বুদ্ধিমতী। তুমি যা বলেছ, যদি সেইমত কর, তবে তোমার ঈশ্বর হবেন আমার আপন ঈশ্বর, তুমি নেবুকাদ্‌নেজার রাজার প্রাসাদে আসন পাবে, ও সারা পৃথিবী জুড়ে তোমার সুনাম হবে।’

শ্লোক যুদিথ ৯:৮ দ্রঃ

℣ হে প্রভু পরমেশ্বর, তুমি তো প্রাচীনকাল থেকেই যত সেনাদল চূর্ণবিচূর্ণ করে থাক! যারা তোমার দাসদের প্রতি চাতুরি খাটাচ্ছে, সেই জাতিগুলির বিরুদ্ধে হাত বাড়াও:

℟ তোমার ডান হাত যেন সেই গৌরব দেখায়, যে গৌরব আমাদের মাঝে বিরাজিত।

℣ তোমার পরাক্রমে তাদের শক্তি ধ্বংস কর, ও তোমার ক্রোধ দ্বারা তাদের অত্যাচার বিনাশ কর,

℟ তোমার ডান হাত যেন সেই গৌরব দেখায়, যে গৌরব আমাদের মাঝে বিরাজিত।

দ্বিতীয় পাঠ - অরিজেন-লিখিত 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' **৬**

ঈশ্বর আগে থেকেই সবকিছু নিরূপণ করেন

আমরা যদি ধরে নিই যে, ঈশ্বর ভাবী সকল বিষয় জানেন ও সেই বিষয় অপরিহার্য, তাহলে প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যদিও ধরে নিই যে, ঈশ্বর ভাবী বিষয় জানেন না, তাহলেও আমরা অন্যভাবে কাজ করার ও অন্য কিছু চাইবার অধিকার থেকে বঞ্চিত নই। কিন্তু নিজ মঙ্গলময়তার খাতিরে ঈশ্বর এমনভাবে স্থির করেন, যাতে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল প্রতিটি বিষয় বিশ্বনিয়ন্ত্রণের জন্য ও সৃষ্টির সুব্যবস্থার জন্য উপযোগী রূপে নিরূপিত হয়।

সুতরাং, ঈশ্বর যদি আগে থেকে সেই সমস্ত বিষয় জানেন যা আমাদের স্বাধীন বিচারশক্তির উপরে নির্ভরশীল, তাহলে স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, ঐশবিধান সমস্ত বিষয় মূল্যবোধ অনুসারেই বিন্যস্ত করে; ফলত এক ব্যক্তির প্রার্থনার বিষয়, তার মনোভাব, তার বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষার বস্তুও আগে থেকেই ঈশ্বরের কাছে পরিচিত, ও পূর্বপরিচিত হওয়ায় ঐশবিধানের সার্বিক পরিকল্পনার মধ্যেও একীভূত।

কথার কথা: ঠিক যেন ঈশ্বর বলতেন, অমুক ব্যক্তি প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান হয়েছে বিধায় আমি তার প্রার্থনার উপর ভিত্তি করে তাকে সাড়া দেব; কিন্তু তমুক ব্যক্তি সাড়া পাবার যোগ্য নয় বিধায় তার প্রার্থনায় সাড়া দেব না; বা এজন্যই তার প্রার্থনায় সাড়া দেব না, কারণ সে এমন কিছু যাচ্‌না করল যা পাওয়া তার পক্ষে মঙ্গলকর নয়, বা তা মঞ্জুর করা আমার পক্ষে উচিত নয়: সুতরাং তার প্রার্থনার উপর ভিত্তি করে নয়, তার ব্যক্তিত্বের উপর ভিত্তি করে আমি তার প্রার্থনায় সাড়া দেব না। ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান নির্ভুল—একথা সমর্থন করায় কোন ব্যক্তি যদি অস্থির হয়ে ওঠে কারণ তেমন কথা সমর্থন করলে তবে অন্ধ নিরূপণও সমর্থনযোগ্য হবে, তাহলে সেই ব্যক্তিকে আমরা উত্তরে একথা বলব যে, হ্যাঁ, ঈশ্বর ঠিক তাই জানেন, অর্থাৎ তিনি জানেন, অমুকের যাচ্‌নার বিষয় অবশ্যই ও সর্বদাই মঙ্গলকর এমন নয়; তাছাড়া তিনি এও জানেন যে, তমুক যা যাচ্‌না করে, তার পক্ষে তা এমন ক্ষতিকর হবে যে, সে ভবিষ্যতে শুভকর্ম করতে অক্ষম হবে।

কিন্তু—ঈশ্বর বলেন—অযোগ্য ভাবে প্রার্থনা করেনি ও প্রার্থনা অবহেলা করেনি এমন ব্যক্তির প্রার্থনায় সাড়া দেওয়া আমার পক্ষে সমীচীন। এ ব্যক্তি একটু প্রার্থনা করলে পর আমি তাকে এমন সাড়া দেব যা তার যাচ্‌না ও কল্পনার অতীত: সে যা যা যাচ্‌না করতে সক্ষম, তার চেয়ে অধিক মঙ্গলদান মঞ্জুর করা ও দানশীলতায় তার উপর বিজয়ী হওয়া আমার শোভা পায়। আর যেহেতু সে ব্যক্তি তৎপর, সেজন্য আমি তার কাছে রক্ষীদূত প্রেরণ করব যিনি এখন থেকে তার পরিত্রাণ সাধনে তাকে সহযোগিতা ও নিত্য সহায়তা দান করেন; আর যে ব্যক্তি এ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, তার কাছে আমি অধিকতর প্রভাবশালী রক্ষীদূত প্রেরণ করব। কিন্তু সেই আর এক ব্যক্তি যে তেমন উৎকৃষ্ট ঐশতত্ত্বলাভের জন্য ব্রতী হওয়ার পর শিথিল হয়ে গেল ও পুনরায় পার্থিব চিন্তাধারায় পতিত হল, আমি তার কাছ থেকে সেই উপযোগী সাহায্য ফিরিয়ে নেব, অর্থাৎ তার অপকর্মের ফলে আমার রক্ষীদূত তার কাছ থেকে চলে গেলেই অমঙ্গলকামী একটা প্রভাব হঠাৎ তার সামনে দাঁড়িয়ে উপস্থিত হবে, এবং তার শিথিলতা সুযোগ ক'রে ওত পেতে থাকবে ও তার দেখানো প্রবণতা অনুসারে তাকে পাপ পথে আকর্ষণ করবে।

শ্লোক যোব ২৩:১৩; এফে ১:১১ দ্রঃ

℣ ঈশ্বর এক:

℟ তিনি স্থির করলে, কে তাঁকে ফেরাতে পারে? তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।

℣ যিনি নিজের ইচ্ছা অনুসারেই সমস্ত কিছু সক্রিয়ভাবে ঘটিয়ে থাকেন,

℟ তিনি স্থির করলে, কে তাঁকে ফেরাতে পারে? তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ২০:১-৬

মিশরীয় ও ইথিওপীয়দের নির্বাসন-সংবাদ

যে বছরে আসিরিয়া-রাজ সার্গোনের প্রেরিত প্রধান সেনাপতি আস্‌দোদে এসে তা আক্রমণ করে হস্তগত করেন, সেসময়ে প্রভু আমোজের সন্তান ইসাইয়ার মধ্য দিয়ে এই কথা বললেন, 'যাও, কোমর থেকে চটের কাপড় খুলে দাও, পা থেকেও জুতো খোল।' তিনি সেইমত করলেন, বিবস্ত্র হয়ে ও খালি পায়ে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন।

পরে প্রভু বললেন, 'আমার দাস ইসাইয়া যেমন মিশর ও ইথিওপিয়ার জন্য চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ রূপে তিন বছর বিবস্ত্র হয়ে ও খালি পায়ে হেঁটে বেড়াল, তেমনি আসিরিয়া-রাজ মিশরের বন্দিদের ও ইথিওপিয়ার নির্বাসিতদের—যুবা-বৃদ্ধ সকলকেই বিবস্ত্র অবস্থায়, খালি পায়ে ও অনাবৃত নিতম্বে চালাবে—মিশরের কেমন লজ্জা! তখন তারা তাদের আশ্বাস সেই ইথিওপিয়া ও তাদের গর্ব সেই মিশরের বিষয়ে অভিভূত ও লজ্জিত হবে। সেদিন এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা বলবে, আসিরিয়া-রাজের হাত থেকে উদ্ধার পাবার উদ্দেশ্যে আমরা সাহায্যের আশায় যার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম, দেখ, এই আমাদের সেই আশ্বাস! তবে এখন কেমন করে নিষ্কৃতি পাব?'

শ্লোক যেরে ১৭:৫,৭; সিরা ২:১৩

℣ অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে মানুষে ভরসা রাখে, যে নিজের বাহুতে ভর করে, যে প্রভু থেকে নিজের হৃদয় সরিয়ে দেয়।
℟ আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে, যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।
℣ ধিক্ সেই অলস হৃদয়কে, যা বিশ্বাসহীন! এজন্যই সে রক্ষা পাবে না।
℟ আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে, যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা   ৪র্থ পুস্তক ১

আমরা খ্রীষ্টপন্থী বা ঈশ্বরের জনগণ বলে অভিহিত

আমি পুব থেকে তোমার বংশধরদের ফিরিয়ে আনব, ও পশ্চিম থেকে তাদের জড় করব। ঈশ্বরের একমাত্র সঞ্জাত বাণী মানব বেশে পৃথিবীর মানুষের কাছে আবির্ভূত হলেন, অর্থাৎ মানুষ হলেন, তিনি যেন, যারা বহু ও নানা দোষের কারণে ভ্রান্তধর্মে পতিত হয়েছিল ও স্রষ্টার কাছ থেকে দূরে সরে গেছিল, সেই গ্রীক ও ইহুদী সকলকেই প্রকৃত ও খাঁটি ঈশ্বরজ্ঞানে চালিত করেন; এবং বিশ্বাস ও সিদ্ধ পবিত্রতা গুণে আত্মিক ঐক্যে তাদের সম্মিলিত করে তিনি যেন তাদের নিজের সঙ্গে সংযোগের যোগ্য করে তুলে নিজের মাধ্যমে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করতে পারেন। খ্রীষ্ট যে এ কারণেই মানুষ হলেন, পবিত্র সুসমাচারের বাণী থেকে একথা অনুমান করা কঠিন ব্যাপার নয়, কেননা লাজার যখন মৃতদের মধ্য থেকে এমন অপরূপ ভাবেই পুনরুত্থান করেছিলেন যা সকলের প্রত্যাশার অতীত, তখন সেই ধূর্ত ইহুদী লোকের ভিড় ও ঈশ্বরের কাছে অগ্রাহ্য সেই ফরিসি সম্প্রদায় মন্ত্রণা করে বলছিল, *এখন আমরা কী করি? ওই লোকটা তো বহু চিহ্নকর্ম সাধন করছে। আমরা যদি তাকে এভাবে চলতে দিই, তবে রোমীয়েরা এসে আমাদের পুণ্যস্থান ও জাতি দু'টোই ধ্বংস করবে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কাইয়াফা নামে একজন তাঁদের বললেন, আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না! আপনারা তো বিবেচনা করে বোঝেন না যে, গোটা জাতির বিনাশ ঘটবার চেয়ে জনগণের জন্য মাত্র একজন মানুষের মৃত্যু হওয়াই আপনাদের পক্ষে সুবিধাজনক।* একথার পর পরেই সুসমাচার-রচয়িতা সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেন, *তেমন কথা তিনি নিজে থেকে বললেন না; কিন্তু ওই বছরের মহাযাজক হওয়ায় তিনি একটা ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন—যীশুর মৃত্যু হবে জাতির জন্য, আর কেবল জাতির জন্য নয়, চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ঈশ্বরের সকল সন্তানকে একত্রে জড় করার জন্য।*

প্রথম মানবসৃষ্টি অনুসারে, ও যিনি মানুষ গড়লেন তাঁর ভাব অনুসারেও সকলেই তাঁর সন্তান ছিল। কিন্তু শয়তান ঈশ্বরের সহভাগিতা থেকে যাদের কেড়ে নিয়েছিল, ভুলভ্রান্তির মধ্যে তাদের টেনে নিয়ে সকলকেই চারদিকে বিক্ষিপ্ত করল ও অসংখ্য পাপে নিক্ষেপ করল। খ্রীষ্টই তাদের সকলকে ঐক্যে ফিরিয়ে আনলেন; বাস্তবিকই তিনি তারই অনুসন্ধান করতে এলেন, যা হারিয়ে গেছিল।

যখন তিনি সেই পুত্র-কন্যাদের কথা উল্লেখ করেন যারা চারদিক থেকে ছুটে আসবে, তখন খ্রীষ্টের আগমনের সময়ের কথা ইঙ্গিত করেন—সে সময়ই তো জগদ্বাসীদের কাছে আত্মায় পবিত্রীকরণ দ্বারা দত্তকপুত্রত্বের অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। যখন তিনি বলেন, *যারা আমার নাম অনুসারে অভিহিত,* তখন মাত্র এক জাতির জন্য নয়, বরং এমন আহ্বানের কথা নির্দেশ করেন যা সকলেরই জন্য সাধারণ ও অনন্য আহ্বান। বস্তুতপক্ষে আমরা খ্রীষ্টান, অর্থাৎ ঈশ্বরের আপন জাতি বলে অভিহিত। এভাবে পিতরও, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আহূত যারা, তাদের কাছে পত্র পাঠিয়ে বলেন, *তোমরা, যারা এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজেরই জন্য কিনেছেন যেন তাঁরই গুণকীর্তন করে যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ।*

শ্লোক এজে ৩৭:২৭,২৮; হিব্রু ৮:৮

প্র আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।
উ তখন দেশগুলো জানবে যে, আমিই প্রভু, যিনি ইস্রায়েলকে পবিত্র করে তোলেন, যখন আমার পবিত্রধাম তাদের মাঝে থাকবে চিরকাল।
প্র আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলের সঙ্গে এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব।
উ তখন দেশগুলো জানবে যে, আমিই প্রভু, যিনি ইস্রায়েলকে পবিত্র করে তোলেন, যখন আমার পবিত্রধাম তাদের মাঝে থাকবে চিরকাল।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যুদিথ ১২:১–১৩:৩

অলোফের্নের ভোজসভা

অলোফের্নে আদেশ করলেন যেন যুদিথকে সেইখানে নিয়ে যাওয়া হয়, তিনি যেখানে তাঁর সমস্ত রুপোর থালা-বাতির ব্যবস্থা করিয়েছিলেন; এই হুকুমও দিলেন, যেন যুদিথের জন্য তাঁর নিজের জন্য রান্না করা খাদ্য পরিবেশন করা হয় ও তাঁর নিজের আঙুররস তাঁকে দেওয়া হয়। কিন্তু যুদিথ বললেন, 'পাছে আমার কোন কলুষ হয়, আমি এই সমস্ত খাদ্য স্পর্শ করব না; সঙ্গে যা নিয়ে এসেছি, তা আমাকে পরিবেশন করা হোক।' অলোফের্নে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ধর, সঙ্গে তোমার যা আছে, তা ফুরিয়ে গেলে আমরা কেমন করে একই খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারব? আমাদের মধ্যে তো তোমার জাতির কোন মানুষ নেই।' কিন্তু যুদিথ উত্তর দিলেন, 'প্রভু আমার, আপনার প্রাণের দিব্যি! আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে, প্রভু যা নির্ধারণ করেছেন, তিনি আমার হাত দ্বারা তা সম্পন্ন করার আগে আপনার দাসী এই আমি, আমার সঙ্গে যে খাদ্য-ব্যবস্থা আছে, তা শেষ করব না।' তাই অলোফের্নের দাসেরা যুদিথকে তাঁবুতে নিয়ে গেল; তিনি মাঝরাত পর্যন্ত বিশ্রাম নিলেন, এবং ভোর-প্রহরের সময়ে উঠলেন। অলোফের্নেকে তিনি এই কথা আগে থেকেই বলে পাঠিয়েছিলেন, 'আমার প্রভু আদেশ দিন, যেন আপনার দাসীকে প্রার্থনার জন্য বাইরে যেতে দেওয়া হয়।' অলোফের্নে তাঁর রক্ষী প্রহরীকে হুকুম দিয়েছিলেন, যেন যুদিথকে বাধা না দেওয়া হয়। এইভাবে যুদিথ শিবিরে তিন দিন থাকলেন; বেথুলিয়ার নিচে যে উপত্যকা রয়েছে, তিনি রাতের বেলায় বেরিয়ে সেখানে যেতেন, এবং প্রহরী দলের এলাকায় জলের উৎসে স্নান করতেন। একবার স্নান করে তিনি ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতেন, যেন তাঁর আপন জাতির উদ্ধারের পথে তিনি তাঁকে সুচালিত করেন। আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া সমাধা করে তিনি ফিরে আসতেন এবং ততক্ষণ তাঁর নিজের তাঁবুতে থাকতেন, যতক্ষণ না সন্ধ্যার দিকে তাঁর জন্য খাবার পরিবেশন করা হত।

তখন এমনটি ঘটল যে, চতুর্থ দিনে অলোফের্নে তাঁর প্রধান অধিনায়কদের জন্য ভোজের আয়োজন

করালেন, অন্য কোন অধিনায়ককে তিনি নিমন্ত্রণ করলেন না। তাঁর সমস্ত বিষয়ের ভার যার হাতে ছিল, তাঁর সেই কঞ্চুকী বাগোয়াসকে তিনি বললেন, 'তোমার কাছে যে হিব্রু মেয়ে রয়েছে, তুমি গিয়ে তাকে আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে নিমন্ত্রণ কর; কেননা তার সাহচর্য ভোগ না করে তেমন মেয়েকে যেতে দেওয়া আমাদের কোন মতে মানায় না। আমরা তাকে ভোলাতে না পারলে সে আমাদের উপহাস করবে!' অলোফের্নের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাগোয়াস যুদিথকে গিয়ে বলল, 'আমার প্রভুর কাছে এসে তাঁর উপস্থিতিতে মর্যাদা পেতে, ও আমাদের সঙ্গে ফুর্তি করে আঙুররস খেতে, এমনকি নেবুকাদ্‌নেজারের প্রাসাদে যত আসিরীয় মেয়ে রয়েছে, আজ তাদেরই মত হতে যেন এই সুন্দরী মেয়ে কোন অসুবিধা বোধ না করে।' যুদিথ তাকে উত্তর দিলেন, 'আমি কে যে আমার প্রভুর কথায় বিমত প্রকাশ করার সাহস করব? তাঁর দৃষ্টিতে যা সন্তোষজনক, আমি তৎপর হয়েই তা পালন করব, এমনকি আমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তেমন কাজ আমার আনন্দের কারণ হয়ে উঠবে!' তখনই উঠে তিনি তাঁর পোশাক ও নারীযোগ্য অন্য যত অলঙ্কারে নিজেকে সুসজ্জিতা করলেন; ইতিমধ্যে তাঁর দাসী তাঁর আগে আগে গিয়ে, বাগোয়াসের কাছ থেকে যুদিথের দৈনিক ব্যবহারের জন্য যে যে গালিচা পেয়েছিল, সেগুলোকে অলোফের্নের সামনে যুদিথের জন্য পেতে দিয়েছিল, তিনি যেন সেগুলোর উপরে বসে খেতে পারেন। যুদিথ প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করলেন। তেমন দৃশ্যে অলোফের্নে অন্তরে আত্মহারা হয়ে পড়লেন, তাঁর প্রাণ আলোড়িত হয়ে উঠল, তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার তাঁর প্রবল আকর্ষণ হল। আসলে তিনি যেদিন তাঁকে প্রথম দেখেছিলেন, সেদিন থেকে তাঁকে ভোলাবার সুযোগ খোঁজ করছিলেন। অলোফের্নে তাঁকে বললেন, 'পান কর, আমাদের সঙ্গে ফুর্তি কর!' যুদিথ উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, প্রভু, পান করব, কারণ আমার জন্মদিন থেকে আমি আজকের চেয়ে কখনও আমার জীবনকে এতই সুখময় অনুভব করিনি।' তাঁর দাসী তাঁর জন্য যা রান্না করেছিল, তিনি তাঁর সামনে তা খেতে ও পান করতে লাগলেন। অলোফের্নে তাঁর উপস্থিতিতে বিমুগ্ধ হয়ে উঠলেন, এবং এমন পরিমাণ আঙুররস পান করলেন যে, যেদিন থেকে এই জগতে ছিলেন, ততদিনের মধ্যে তিনি তেমন পরিমাণ আঙুররস একটামাত্র দিনেও কখনও পান করেননি।

অন্ধকার নেমে এলে তাঁর অধিনায়কেরা তাড়াতাড়ি চলে গেল। বাগোয়াস বাইরে থেকে তাঁবু বন্ধ করে তাঁর প্রভুর দৃষ্টি থেকে প্রহরীদের দূরে সরিয়ে দিল; এক একজন সকলে নিজ নিজ বিছানায় গেল, কেননা সকলে শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল, যেহেতু অতিরিক্ত আঙুররস পান করেছিল। তাঁবুতে রইলেন কেবল যুদিথ আর বিছানায় শুয়ে পড়া অলোফের্নে—তাঁর গায়ে ও তাঁর চারপাশে ছড়িয়ে পড়া যত আঙুররস! তখন যুদিথ দাসীকে আদেশ করলেন, যেন সে তাঁর নিজের শোয়ার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকে, যেমনটি প্রত্যেক দিন করেছিল; তিনি এই কথা বলে দিয়েছিলেন, তিনি নাকি প্রার্থনার জন্যই বেরিয়ে যাবেন; বাগোয়াসকেও একই কথা বলে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১ করি ১:২৭,২৯; ২ করি ১২:৯; ১ করি ১:২৮

℟ জগতের যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য, যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে।
℣ আমার পরাক্রম দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে।
℟ জগতের যা হীন, অবজ্ঞাত, যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য,
℣ আমার পরাক্রম দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে।

দ্বিতীয় পাঠ - অরিজেন-লিখিত 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' **৭-৮**

প্রার্থনা-নিষ্ঠা

সূর্য পাবার জন্য যে প্রার্থনা, তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়, সেই সম্বন্ধে কিছু কথা বলা বাঞ্ছনীয়। যেমনটি আগে বলেছিলাম, ঈশ্বর যখন জগদ্বাসী এ আমাদের সকলের স্বাধীন বিচারশক্তি ব্যবহার করে তা প্রজ্ঞার সঙ্গে পার্থিব ঘটনার কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করেন, তখন অধিকতর নিশ্চয়তার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে যে, সূর্য, চন্দ্র ও তারার গতি যে নিয়ম অনুসারে প্রজ্ঞার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত, সেই প্রয়োজনীয়, স্থিরীকৃত ও

স্থিতমূল নিয়ম ব্যবহার করে ঈশ্বর আকাশের সুব্যবস্থা ও জ্যোতিষ্করাজির গতি সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের কল্যাণের জন্যই বিন্যস্ত করেছেন। আর যত বিষয় আমাদের স্বাধীন বিচারশক্তির উপর নির্ভরশীল, সেই বিষয় ক্ষেত্রে যখন প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন নয়, তখন অধিকতর যুক্তির সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, যে জ্যোতির্মণ্ডলের সাধারণ গতি সমগ্র সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর, সেই জ্যোতির্মণ্ডলের ক্ষেত্রেও প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন নয়।

তাছাড়া, প্রার্থনার উদ্দেশ্যে মানুষকে উদ্দীপিত করার জন্য ও প্রার্থনা বিষয়ে শিথিলতা থেকে মানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্য উপরোক্ত উদাহরণ উত্থাপন করাও লক্ষ্যহীন উপায় নয়। প্রার্থনাকালে অতিরিক্ত কথা বলতে নেই, সামান্য বিষয়ও যাচ্‌না করতে নেই, পার্থিব মঙ্গলও চাইতে নেই, রুষ্ট ও অস্থির মনের অবস্থায়ও প্রার্থনায় রত থাকতে নেই—একথা যুক্তিসঙ্গত বটে; কিন্তু আমি বুঝতে পারি না, হৃদয় শুদ্ধ না রেখে মানুষ কেমন করে প্রার্থনায় মন দিতে পারে। উপরন্তু, যে ভাই আমার প্রতি অন্যায় করেছে, সে ক্ষমা চাইলে আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার আগে যদি তাকে ক্ষমা না করি, তাহলে আমার পক্ষে নিজ পাপের ক্ষমা পাওয়া সম্ভব নয়।

যে ব্যক্তি উপযুক্ত ভাবে প্রার্থনা করে, বা কমপক্ষে প্রার্থনা করতে সাধ্যমত চেষ্টা করে, আমি মনে করি সে ব্যক্তি নানা উপকার পাবে: সর্বপ্রথমে এ অত্যন্ত উপযোগী হবে, যদি প্রার্থী, ঠিক যেহেতু প্রার্থনা করছে সেজন্য নিজেকে ঈশ্বরের সম্মুখে রাখে, ও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে এ বিষয়ে সচেতন হয় যে, ঈশ্বর উপস্থিত আছেন ও তাকে দেখেন। কেননা যেমন আমরা জানি যে, স্মৃতিভাণ্ডারে গচ্ছিত বিভিন্ন বিষয়ের দৃশ্য তেমন দৃশ্য থেকে উদ্গত নতুন নতুন চিন্তা কলুষিত করতে পারে, তেমনি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, ঈশ্বরকে স্মরণ করা অত্যন্ত উপযোগী, কারণ তিনি নিত্যই উপস্থিত, ও আমাদের আত্মার সবচেয়ে গুপ্ত গতি সূক্ষ্মরূপেই জেনে, দেখতে পান যে, আমাদের আত্মা তাঁর প্রীতির পাত্র হবার জন্য নিজেকে সজ্জিত করে একথা ভেবে যে, যিনি হৃদয় ও অন্তর তলিয়ে দেখেন, তিনি যে আমাদের দিকে চেয়ে আছেন ও সকলের অন্তরে প্রবেশ করেন।

উদাহরণ স্বরূপ, উপযুক্ত মনোভাবের সঙ্গে প্রস্তুতি নিলেও এক ব্যক্তি যদিও কোন উপকার না পেত, তবে প্রার্থনাকালে তেমন মনোভাব রক্ষা করাই তার পক্ষে যথেষ্ট উপকার বলে বিবেচনা করা উচিত। যারা প্রার্থনায় অধিক নিষ্ঠাবান, তারা নিজেদের অভিজ্ঞতায় বলতে পারে, এ আধ্যাত্মিক মনোভাবে বারবার নিজেদের নবীকৃত করা পাপ থেকে আমাদের কতই না দূরে রাখে ও সদ্‌গুণের প্রতি কতই না আকর্ষণ করে। কেননা যখন প্রজ্ঞাবান ও জ্ঞানী ব্যক্তির স্মৃতি তাঁর অনুকরণের দিকে আমাদের ধাবিত করে ও আমাদের অমঙ্গলকর প্রবণতা প্রায় রোধ করে, তখন সকলের পিতা সেই ঈশ্বরের স্মৃতি আর সেইসঙ্গে প্রার্থনাও তাদের আরও কতই না সাহায্য করবে, যারা এবিষয়ে সচেতন যে, যিনি উপস্থিত ও তাদের কথা শোনেন, তারা তাঁর সম্মুখে ও তাঁর সঙ্গে কথা বলে।

শ্লোক যেরে ২৯:১২-১৩; লুক ১৮:১

প্° তোমরা আমাকে ডাকবে, আমার কাছে এসে প্রার্থনা করবে, আর তখনই আমি তোমাদের সাড়া দেব।
উ° তোমরা আমার অন্বেষণ করবে, আর তখনই আমাকে পাবে যখন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে।
প্° নিরাশ না হয়ে সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত।
উ° তোমরা আমার অন্বেষণ করবে, আর তখনই আমাকে পাবে যখন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ২০:১-১৯

হেজেকিয়ার নিরাময়-লাভ
ও বাবিলনে নির্বাসন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

সেসময় হেজেকিয়ার এমন অসুখ হল যে, তিনি মরণাপন্ন অবস্থায় পড়লেন। আমোজের সন্তান নবী ইসাইয়া এসে তাঁকে বললেন, 'প্রভু একথা বলছেন: তুমি তোমার বাড়ির সবকিছুর সুব্যবস্থা করে ফেল, কারণ তোমার মৃত্যুর দিন এসে গেছে, তুমি সেরে উঠবে না।' তখন তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে এই বলে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন: 'মনে রেখ, প্রভু, আমি তোমার সাক্ষাতে বিশ্বস্ততায় ও একনিষ্ঠ হৃদয়ে চলেছি, এবং তোমার দৃষ্টিতে যা ভাল, তেমন কাজই করেছি।' আর তখন হেজেকিয়া অঝোরে কেঁদে ফেললেন।

ইসাইয়া তখনও মধ্যপ্রাঙ্গণ পার হয়ে যাননি, এমন সময় প্রভুর বাণী তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল, 'ফিরে যাও, আমার জনগণের জননায়ক হেজেকিয়াকে বল: তোমার পিতৃপুরুষ দাউদের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন, আমি তোমার প্রার্থনা শুনেছি, আমি তোমার চোখের জল দেখেছি; দেখ, আমি তোমাকে সুস্থ করে তুলব: হ্যাঁ, তিন দিনের মধ্যে তুমি প্রভুর গৃহে যাবে। আমি তোমার আয়ুষ্কাল আরও পনেরো বছর বৃদ্ধি করব; আসিরিয়ার রাজার হাত থেকে তোমাকে ও এই নগরীকে উদ্ধার করব; আমার নিজের খাতিরে ও আমার দাস দাউদের খাতিরে আমি এই নগরীকে রক্ষা করব।' তারপর ইসাইয়া বললেন, 'তোমরা ডুমুরফলের তৈরী একটা প্রলেপ আন।' তারা তা নিয়ে স্ফোটকে লাগালে রাজা সেরে উঠলেন।

হেজেকিয়া ইসাইয়াকে বললেন, 'প্রভু যে আমাকে সারিয়ে তুলবেন, এবং আমি যে তিন দিনের মধ্যে প্রভুর গৃহে যাব, এর চিহ্ন কী?' ইসাইয়া উত্তরে বললেন, 'প্রভু যা বলেছেন, তিনি যে তা সাধন করবেন, প্রভুর কাছ থেকে আপনার কাছে তার চিহ্ন এ: আপনি কী চান, ছায়াটা কি দশ ধাপ এগিয়ে আসবে, না দশ ধাপ পিছিয়ে যাবে?' হেজেকিয়া উত্তরে বললেন, 'ছায়াটা যে দশ ধাপ আগে সরে আসবে, এ সহজ ব্যাপার; সুতরাং আমি চাই, ছায়াটা বরং দশ ধাপ পিছিয়ে যাক।' নবী ইসাইয়া প্রভুকে ডাকলেন, তখন যে ছায়া আহাজের সিঁড়ির দশ ধাপ নেমে গেছিল, তা প্রভু সেই দশ ধাপ পিছিয়ে দিলেন।

সেসময় বালাদানের সন্তান বাবিলন-রাজ মেরোদাক্-বালাদান হেজেকিয়ার কাছে নানা পত্র ও উপহার পাঠালেন, কারণ তিনি শুনতে পেয়েছিলেন যে, হেজেকিয়া অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এতে হেজেকিয়া প্রীত হলেন; নিজের সমস্ত ধনভাণ্ডার, রুপো, সোনা, গন্ধদ্রব্য ও খাঁটি তেল এবং অস্ত্রাগারে ও ধনাগারে যা কিছু ছিল, সেই দূতদের কাছে তিনি সবই দেখালেন; নিজের রাজপ্রাসাদে বা নিজের সমস্ত রাজ্যে এমন কিছু রইল না, যা হেজেকিয়া সেই দূতদের দেখাননি।

তখন ইসাইয়া নবী হেজেকিয়া রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই লোকেরা কী বলল? কোথা থেকে ওরা আপনার কাছে এল?' হেজেকিয়া উত্তর দিলেন, 'ওরা দূরদেশ থেকে, সেই বাবিলন থেকেই এল।' ইসাইয়া আরও জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার প্রাসাদে ওরা কী কী দেখেছে?' হেজেকিয়া উত্তর দিলেন, 'আমার প্রাসাদে যা কিছু আছে, ওরা তা সবই দেখেছে; আমার ধনাগারগুলোর মধ্যে এমন কিছু নেই, যা আমি তাদের দেখাইনি।' ইসাইয়া হেজেকিয়াকে বললেন, 'এবার প্রভুর বাণী শুনুন: দেখ, এমন দিনগুলি আসছে, যখন তোমার প্রাসাদে যা কিছু আছে, এবং তোমার পিতৃপুরুষেরা আজ পর্যন্ত যা কিছু সঞ্চয় করেছে, তা সবই বাবিলনে কেড়ে নেওয়া হবে; এখানে আর কিছুই থাকবে না—একথা বলছেন প্রভু! আর তোমা থেকে যাদের উদ্ভব হবে, তোমা থেকে উৎপন্ন সেই সন্তানদের মধ্যে কয়েকজনকে তুলে নেওয়া হবে, এবং তারা বাবিলন-রাজের প্রাসাদে নপুংসক হবে!' হেজেকিয়া ইসাইয়াকে বললেন, 'আপনি প্রভুর যে বাণী আমাকে জানিয়েছেন, তা উত্তম!' তিনি ভাবছিলেন, 'তা উত্তম হবে না কেন? অন্তত আমার জীবনকালে শান্তি ও নিরাপত্তা থাকবে!'

শ্লোক ইসা ৩৮:১০,১৭,১২

℟ আমি বলেছিলাম, আমার জীবনের মধ্যাহ্নে আমাকে পাতালের দ্বারে চলে যেতেই হবে।

℣ আমি যেন সেই সর্বনাশের গহ্বর থেকে উদ্ধার পাই তুমি আসক্ত হলে আমার প্রতি।

℟ তাঁতীর মত আমি গুটিয়েছি আমার জীবন; তিনি সেই তাঁত থেকে আমাকে ছিন্ন করলেন।

℣ আমি যেন সেই সর্বনাশের গহ্বর থেকে উদ্ধার পাই তুমি আসক্ত হলে আমার প্রতি।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৩য় পুস্তক ১

আমরা ঈশ্বরের দখল ও তাঁর উত্তরাধিকার হয়ে উঠব

হে প্রভু আমাদের পরমেশ্বর, তুমি আমাদের শান্তি দান করবে, কারণ তুমি আমাদের সকল কর্ম সাফল্যমণ্ডিত কর; হে প্রভু আমাদের পরমেশ্বর, আমাদের দখল কর! প্রভু, তোমাকে ছাড়া কাউকে জানি না, কেবল তোমাকেই জানি; আমরা তোমার নাম করি! পুণ্যবান নবীরা ইস্রায়েলের জন্য প্রার্থনা ব্যক্ত করে থাকতেন, কারণ তাঁরা ঈশ্বরের বন্ধু ছিলেন, ও গভীর ভক্তির অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ছিলেন। আব্রাহামের মূলকাণ্ড থেকে ও পুণ্যবান পিতৃপুরুষদের রক্ত থেকে উদ্গত হয়ে তাঁদের পক্ষে তাঁদের ইস্রায়েল-গোষ্ঠীগুলির জন্য যন্ত্রণাভোগ করা ন্যায়সঙ্গত ছিল, কারণ তাঁরা দেখতে পাচ্ছিলেন, খ্রীষ্টের প্রতি তাদের শঠতার ফলে সেই লোকেরা বিনষ্ট হতে বাধ্য। একথা ভিত্তি করে ধন্য নবী ইসাইয়া বললেন, 'হে প্রভু আমাদের পরমেশ্বর, তুমি তো আমাদের সবকিছু দান করেছ, এবার আমাদের শান্তি দান কর। তুমি শান্তি দান করলে আমরা সমস্ত মঙ্গলাশিসে উপচে পড়ব ও তোমার মঙ্গলদানগুলির অংশীদার হয়ে উঠব।' কিন্তু তবু আমাদের দেখতে হবে, এখানে কোন্‌ শান্তির কথা বলা হচ্ছে। কেননা হয় সেই স্বয়ং খ্রীষ্টকে যাচ্‌না করা হয় যিনি শাস্ত্র অনুসারে *আমাদের শান্তি,* ও যাঁর দ্বারা আমরা আত্মিক আত্মীয়তায় পিতার সঙ্গে মিলিত, না হয় উপরোক্ত বাণী অন্য কিছুর দিকে অঙুলি নির্দেশ করে, তথা তাদেরই দিকে যারা এখনও বিশ্বাস গ্রহণ করেনি, পাপের কালিমা এখনও অবজ্ঞা না করে তা দূর করে দেয়নি, ঈশ্বর থেকে দূরেই জীবনযাপন করে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে তাঁর সেই শত্রুদের সংখ্যায় পরিগণিত, যারা শক্ত মনের মানুষ ও প্রভুর আদেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। কিন্তু যারা ভক্তপ্রাণ, তাঁর বল্গায় বাধ্য ও তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে উৎসুক, তারা ভালবাসায় পরিপূর্ণ ও তাঁর সঙ্গে শান্তি ভোগ করে।

তাছাড়া শান্তি ঈশ্বরের এমন প্রকৃত দান, যা ঈশ্বরের দানশীলতা থেকেই আমাদের কাছে আসে। তাই প্রভু, তোমার সঙ্গে আমাদের শান্তি ভোগ করতে দাও, এবং সেই ভক্তিহীন ও নিন্দাজনক পাপ বাতিল করে দিয়ে এমনটি কর, আমরা যেন খ্রীষ্টের মধ্যস্থতায় তোমার সঙ্গে আত্মিক বন্ধনে মিলিত হই, যেমনটি ধন্য পল উত্তমরূপে বলেন, *বিশ্বাসগুণে ধর্মময় হয়ে উঠে, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমরা এখন ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করি।* যখন তেমনটি ঘটবে, তখন আমরা ঈশ্বরের দখল ও তাঁর উত্তরাধিকার হয়ে উঠব। এজন্য সুবুদ্ধির সঙ্গে বলা হয়েছে, *হে প্রভু আমাদের পরমেশ্বর, আমাদের দখল কর! প্রভু, তোমাকে ছাড়া কাউকে জানি না, কেবল তোমাকেই জানি; আমরা তোমার নাম করি!* বস্তুত এ প্রয়োজন রয়েছে যে, যারা ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করে, তারা তাঁর সঙ্গে নিত্য সহভাগিতা বজায় রেখে কেবল তাঁরই সমরূপ হবে, যাতে কেবল তাঁকেই জানতে পারে ও অসার কোন দেবতার নাম উচ্চারণও না করতে পারে।

হ্যাঁ, কেবল তাঁকেই ডাকা উচিত, কারণ কেবল তিনিই আমাদের পরমেশ্বর—প্রকৃতি অনুসারে আমাদের পরমেশ্বর, সত্য অনুসারেও আমাদের পরমেশ্বর, যেমনটি মোশীর মুখ দিয়ে আমরা শিখেছি: *তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে আরাধনা করবে, ও কেবল তাঁরই ও তাঁর নামেরই সেবা করবে।*

শ্লোক কল ২:৬,৯; মথি ২৩:১০

℟ সেই খ্রীষ্ট প্রভুকে যেভাবে তোমরা গ্রহণ করে নিয়েছ, সেভাবে তাঁর মধ্যে চল,

℣ তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে।

℟ তোমাদের গুরু একজনমাত্র: তিনি খ্রীষ্ট;

℣ তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যুদিথ ১৩:৪-২০

অলোফের্নের মৃত্যু ও জনগণের ধন্যবাদ-জ্ঞাপন

সকলেই তাঁদের সামনে থেকে দূরে সরে গেছিল; শোয়ার ঘরে ছোট-বড় কেউই থেকে যায়নি; তখন যুদিথ অলোফের্নের বিছানার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে মনে মনে বললেন, 'হে প্রভু, হে সমস্ত পরাক্রমের ঈশ্বর, আমার হাত যা করতে যাচ্ছে, যেরুসালেমের মহত্তর গৌরবের জন্য তুমি এখন তা সফল কর। এখন তো তোমার আপন উত্তরাধিকার উদ্ধারের চিন্তা করার সময়! যারা আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, এখন তো সেই শত্রুদের বিনাশের জন্য আমার পরিকল্পনা সফল করার সময়!' অলোফের্নের মাথার দিকে খাটের যে স্তম্ভ ছিল, তার কাছে এগিয়ে এসে যুদিথ সেখানে ঝোলা তাঁর তলোয়ার খুলে নিলেন, এবং খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর মাথার চুল ধরে বলে উঠলেন, 'হে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু, এদিনে আমাকে শক্তি দাও!' এবং যথাশক্তি তাঁর গলায় দু'বার আঘাত হেনে তাঁর মাথা ছিন্ন করলেন। তারপর তাঁর দেহ বিছানা থেকে নিচে ঠেলে দিলেন ও ছতরি থেকে চাঁদোয়া ছিঁড়ে ফেললেন। তাই করে তিনি বেরিয়ে গিয়ে তাঁর দাসীর হাতে অলোফের্নের মাথা তুলে দিলেন, আর দাসী মাথাটা খাদ্য-সামগ্রীর থলিতে রাখল। তাঁরা দু'জনে প্রথামত প্রার্থনার জন্য একসঙ্গে বেরিয়ে গেলেন; শিবিরের মধ্য দিয়ে গিয়ে তাঁরা গিরিখাত ঘেঁষে বেথুলিয়ার দিকে পর্বতে গিয়ে উঠে নগরদ্বারে এসে পৌঁছলেন।

দূর থেকে যুদিথ নগরদ্বারের প্রহরী দলকে উদ্দেশ করে জোর গলায় বললেন, 'খুলে দাও, নগরদ্বার খুলে দাও: ঈশ্বর, আমাদের ঈশ্বর এখনও আমাদের সঙ্গে আছেন! তিনি এখনও ইস্রায়েলের মধ্যে তাঁর শক্তি ও শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতাপ দেখাবেন, যেমনটি আজ প্রমাণ করেছেন।' শহরবাসীরা তাঁর গলা শোনামাত্র নগরদ্বারের দিকে ছুটে গেল ও প্রবীণবর্গকে ডাকল। ছোট-বড় সকলেই ছুটে এল, কারণ তাঁর আসাটা অপ্রত্যাশিতই ছিল; নগরদ্বার খুলে দিয়ে তারা সেই দু'জনকে ভিতরে গ্রহণ করল, এবং আলো পাবার জন্য আগুন জ্বালিয়ে তাঁদের চারপাশে জড় হল। যুদিথ জোর গলায় তাদের বললেন: 'ঈশ্বরের প্রশংসা কর, তাঁর প্রশংসা কর! ঈশ্বরের প্রশংসা কর, কারণ তিনি ইস্রায়েলকুল থেকে আপন দয়া ফিরিয়ে নেননি, বরং এই রাতে আমার হাত দ্বারা আমাদের শত্রুদের আঘাত করলেন।' থলি থেকে মাথাটা বের করে তিনি তা সকলের দৃষ্টিগোচরে তুলে ধরলেন; বললেন, 'এই যে আসিরিয়ার সৈন্যসামন্তের প্রধান সেনাপতি অলোফের্নের মাথা! এই যে সেই চাঁদোয়া, যার নিচে মাতাল অবস্থায় সে শুয়ে পড়ছিল। ঈশ্বর একটি নারীর হাত দ্বারাই তাকে আঘাত করলেন। ঈশ্বরের জয়! তিনিই আমার এই কাজে আমাকে রক্ষা করেছেন; কেননা আমার মুখমণ্ডল তাকে ভোলালে সে নিজের সর্বনাশ ঘটাল, কিন্তু আমার সঙ্গে এমন কোন অন্যায় করতে পারেনি, যা আমার কলুষ ও লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

আবেগের আতিশয্যে গোটা জনগণ ভূমিষ্ঠ হয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করল; তারা একসুরে বলে উঠল, 'হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি ধন্য! তুমিই আজ তোমার আপন জনগণের শত্রুদের পরাস্ত করেছ।' উজ্জিয়া তখন যুদিথকে বললেন, 'পৃথিবীর বুকে যত নারীর চেয়ে, পরাৎপর পরমেশ্বরের সম্মুখে, হে কন্যা, তুমিই ধন্যা; আর আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা যিনি, সেই পরমেশ্বর প্রভুও ধন্য! তিনিই তো আমাদের শত্রুদের নেতার মাথা কেটে দিতে আজ তোমাকে চালিত করেছেন। সত্যিই, যে সাহস তুমি দেখিয়েছ, তা মানব-হৃদয় থেকে কখনও অতীত হবে না; তারা চিরকালের মত ঈশ্বরের শক্তির কথা স্মরণ করবে। ঈশ্বর এমনটি মঞ্জুর করুন, তোমার এই মহাকীর্তির জন্য তুমি যেন নিত্যই মহিমার পাত্রী হতে পার; প্রতিদানে তিনি তোমাকে মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ করুন, কারণ আমাদের জাতির অবনতির দিনে তুমি তৎপরতার সঙ্গে নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছ, এবং আমাদের ঈশ্বরের সামনে ন্যায় পথে চলে আমাদের অবমাননা থেকে আমাদের উত্তোলন করেছ।' গোটা জনগণ তখন বলে উঠল, 'আমেন, আমেন!'

শ্লোক যুদিথ ১৩:২২,২৫,২৪ (লাতিন মূলপাঠ)

℟ যিনি তোমার দ্বারা আমাদের শত্রুদের সংহার করেছেন, সেই প্রভু নিজ পরাক্রমে তোমাকে এমন

আশিসমণ্ডিত করুন যেন
ঊ মানবের ওষ্ঠে তোমার প্রশংসাবাদ নিত্য ধ্বনিত থাকে।
প্র ধন্য প্রভু, যিনি স্বর্গমর্তের স্রষ্টা। তিনি আজ তোমার নাম এত মহিমান্বিত করেছেন যে,
ঊ মানবের ওষ্ঠে তোমার প্রশংসাবাদ নিত্য ধ্বনিত থাকে।

দ্বিতীয় পাঠ - অরিজেন-লিখিত 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' **৯-১০**

শুদ্ধ প্রার্থনা

যে সমস্ত কথা আমরা বলে এসেছি, তা পবিত্র শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণসিদ্ধ করা দরকার। সুতরাং, যে প্রার্থনা করে, তাকে স্বর্গের দিকে শুচি হাত তুলতে হবে; সে যত অপমান ভোগ করেছে তা ক্ষমা করতে হবে; ও তার অন্তর থেকে অসন্তোষের সমস্ত ভাব দূর করতে হবে যেন কারও বিরুদ্ধে কোন ক্রোধ না থাকে। একই প্রকারে, যাতে অন্তর অযথা চিন্তা দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন না হয়, সেজন্য প্রার্থনাকালে সেই সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হতে হবে যা প্রার্থনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। মনের এ অবস্থা সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমন কথা কেইবা সন্দেহ করতে পারবে, যখন তিমথির কাছে প্রথম পত্রে স্বয়ং ধন্য পল ঠিক এ উপদেশ দিয়ে বলেন, *আমার ইচ্ছা, সব জায়গায় পুরুষমানুষেরা ক্রোধ ও বিবাদের চিন্তা বর্জন ক'রে শুচি হাত তুলে প্রার্থনা করুক?*

মনশ্চক্ষু তখনই উত্তোলিত, যখন পার্থিব বিষয়ে আর বসে না, জড় বস্তুর দৃশ্যেও নিজেকে পরিপূর্ণ করে না, বরং এমন উচ্চতার নাগাল পায় যে, অন্তর অস্থায়ী যত কিছু অবজ্ঞা করতে পেরে কেবল ঈশ্বরের চিন্তায় রত থেকে তাঁর সাথে ভয় ও বিনম্রতার সঙ্গে কথা বলে, এবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে যে, তিনি শোনেন। যারা *অনাবৃত মুখে ঠিক যেন দর্পণেরই মত প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করতে করতে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে,* তারা কেমন করেই বা সাধনার পথে অগ্রসর হবে না? আর যে আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরমাত্মার অনুসরণে উন্নীত হয়েছে, এমনকি, কেবল উন্নীত নয়, তাঁর মধ্যে রূপান্তরিতই হয়েছে, সেই আত্মা যখন স্বীয় স্বরূপ ত্যাগ করে গেছে, তখন কেমন করেই বা আত্মিক না হয়ে উঠে পারবে?

এখন, অপমান ভুলে যাওয়াই হল পরমসিদ্ধি, এমনকি এতেই সমস্ত বিধানের সংক্ষিপ্ত সারকথা, যেমনটি নবী যেরেমিয়া বলেন, *যেদিন আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলাম, সেসময়ে আহুতি বা বলিদান সম্বন্ধে তাদের আজ্ঞা দিয়েছিলাম, এমন নয়। বরং তাদের জন্য যে আজ্ঞা জারি করেছিলাম, তা ছিল এ: তোমরা প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি সহৃদয়তা ও করুণা দেখাও।* অতএব, যতবার আমরা ক্ষতির কথা ভুলে গিয়ে প্রার্থনা করতে বসি, ততবার প্রভুর আদেশ পালন করি; তিনি তো বলেছিলেন, *যখন তোমরা দাঁড়িয়ে প্রার্থনা কর, যদি কারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাকে ক্ষমা কর, যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের নিজেদের দোষত্রুটি ক্ষমা করেন।* ফলত একথা সুস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যে, তেমন মনের অবস্থায় প্রার্থনা করতে গিয়ে আমরা উত্তম ফল ইতিমধ্যে লাভ করেছি। তেমন ফল ছাড়া আমাদের প্রার্থনার আর কোন ফল না থাকলেও, তবু কেমন করে প্রার্থনা করা উচিত, তা বুঝে যদি বাস্তবায়িতও করি, তাহলে আমরা অধিক লাভবান হব—এধারণা নিশ্চিত বলে মনে করেই আমি উপরোক্ত সমস্ত কথা বলে এসেছি।

তাছাড়া একথাও সুস্পষ্ট যে, এভাবে যে প্রার্থনা করে, সে কথা বলতে বলতে ও যিনি তার কথা শোনেন তাঁর পরাক্রম দর্শন করতে করতেই এ উত্তর শুনতে পাবে, *এই যে আমি আছি!* তা ঘটবে, সে যদি প্রার্থনা শুরু করার আগে ঐশতত্ত্বাবধান সম্বন্ধে সমস্ত দুশ্চিন্তা ত্যাগ করে থাকে, কেননা ঠিক এই অর্থ বহন করে এ বাণী, *তোমার মধ্য থেকে যদি জোয়াল, অঙুলিতর্জন ও শঠতাপূর্ণ কথন দূর করে দাও।* বাস্তবিকই যে ব্যক্তি যা ঘটে তাতে খুশি, সে সমস্ত জোয়াল থেকে মুক্ত, ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কখনও অঙুলিতর্জনও করে না, কারণ তিনি আমাদের যাচাই করার জন্য সবকিছু স্থির করেন; আর শুধু তাই নয়, তেমন ব্যক্তি মনে মনেও গজ গজ করে না, আর প্রকাশ্যেই গজ গজ করবে তা দূরের কথা। আর আসলে এমনটি দেখা যাচ্ছে যে, যারা তাদের যা যা অমঙ্গল ঘটে সে বিষয়ে প্রকাশ্যে ও সমস্ত অন্তর দিয়ে ঐশতত্ত্বাবধানের নিন্দা করতে সাহস করে না, তারা নাকি মনে করছে, নিজেদের অসন্তোষ বিশ্বপ্রভুর কাছে গোপনই রাখছে, ঠিক যেমন সেই ধূর্ত দাসেরা যারা প্রভুর আদেশে প্রকাশ্যে আপত্তি করে না।

শ্লোক যোহন ৪:২৩-২৪

প/ প্রকৃত উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতার উপাসনা করবে,

উ/ কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।

প/ ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয় ;

উ/ কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।